খ্রিস্টধর্ম

কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর

Install "Islami Jindegi" App

www.darsemansoor.com *** www.islamijindegi.com

খ্রিস্টধর্ম

কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা

মুফতী মনসূরুল হক

প্রথম সংস্করণ: রমাযান ১৪৩৯ হিজরী, মে ২০১৮ ঈসায়ী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল মানসূর
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com
Email: darsemansoor.com@gmail.com
সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মা'হাদ: মাওলানা মাহমূদুল হাসান

মূল্য : ২২০.০০ টাকা মাত্র

সূচী পরিচিতি

ভূমিকা

জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা- ১
খ্রিস্টধর্মে অনুসরণীয় কে? যীশু খ্রিস্ট, নাকি সেন্ট পল?

সেন্ট পলের জন্ম ও ধর্ম পরিচয়
সেন্ট পলের প্রাথমিক জীবন
সেন্ট পলের যীশু-দর্শন এবং খ্রিস্টানত্রাতা-রূপে আবির্ভাব
সেন্ট পল কর্তৃক বারবার যীশুর দর্শন লাভের দাবী
ঈসা মসীহের 'প্রেরিত' হওয়ার দাবী
পল কাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন?
পলের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ
সেন্ট (সাধু) হিসেবে পরিচিত হওয়ার নিমিত্তে আরবে তিন বছর নির্জনবাস!
পর্যালোচনা: যীশুর দর্শন লাভ প্রসঙ্গ
আরবে নির্জনবাস প্রসঙ্গ
আধুনিক বাইবেল-বিশেষজ্ঞগণের মতে সেন্ট পলের প্রেরিতত্ত্ব
ঈসা মসীহের শিষ্যদের নিকট নতুন মতবাদের প্রচার
পল-এর মতবাদ এবং হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের আনীত দীনের মাঝে তুলনা
হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামের শরী'আত বাতিলকরণ
খাতনা (পুংলিঙ্গের ত্বকেছদন) বিধান রহিত করা

জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-২
'বাইবেল' আল্লাহর নাযিলকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল,
নাকি সেন্ট পলের ধর্মগ্রন্থ?

বাইবেল পরিচিতি
কুরআনের আলোকে বাইবেল পর্যালোচনা
হাদীসের আলোকে বাইবেল পর্যালোচনা
বাইবেলের আলোকে 'পুরাতন নিয়ম' পর্যালোচনা
বাইবেলের আলোকে 'নতুন নিয়ম' পর্যালোচনা

বাইবেলের আলোকে ‘গীতসংহিতা’ পর্যালোচনা
বাইবেলের অন্যান্য সুসমাচার প্রসঙ্গে
যুক্তির আলোকে বাইবেল প্রসঙ্গ
জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-৩ খ্রিস্টধর্মে স্রষ্টা একজন, নাকি তিনজন?
ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে সেন্ট পল ও প্রচলিত বাইবেলের বক্তব্য
ত্রিত্ববাদ বিষয়ে বাইবেলে উল্লিখিত দলীলসমূহের পর্যালোচনা
প্রথম দলীল: পিতা-পুত্র পরিভাষা
হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পুত্রত্ব আকীদা
দ্বিতীয় দলীল: ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ‘ভিন্ন জগতের’ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা
তৃতীয় দলীল: ‘আল্লাহ ও ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এক ও অভিন্ন’ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা
চতুর্থ দলীল: ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অলৌকিকত্ব
কুরআনের কারীমের আলোকে ত্রিত্ববাদ পর্যালোচনা
হাদীসে পাকের আলোকে ত্রিত্ববাদ পর্যালোচনা
ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ
বাইবেলের আলোকে ত্রিত্ববাদ পর্যালোচনা
যুক্তির নিরিখে ত্রিত্ববাদ পর্যালোচনা
ত্রিত্ববাদের দলীলসমূহের পর্যালোচনা
প্রথম দলীল ‘পিতা-পুত্র পরিভাষা’ প্রসঙ্গ
দ্বিতীয় দলীল ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ভিন্ন জগতের’ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা প্রসঙ্গ
তৃতীয় দলীল ‘আল্লাহ ও ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এক ও অভিন্ন’ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা প্রসঙ্গ
চতুর্থ দলীল ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অলৌকিকত্ব দ্বারা ঈশ্বরত্ব প্রমাণ’ প্রসঙ্গ
‘পবিত্র আত্মা’র ঈশ্বরত্ব
জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-৪ খ্রিস্টধর্মে ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অন্তর্ধান: ক্রুশে হত্যা করা হয়েছে, নাকি সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?
Crucifixion

The Atonement
কুরআন-হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম (-এর অন্তর্ধান) সম্পর্কে আকীদা-বিশ্বাস
কুরআনের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম-এর অন্তর্ধান প্রসঙ্গ
কুরআনের আলোকে ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরায় আগমন প্রসঙ্গ
হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম-এর অন্তর্ধান প্রসঙ্গ
হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরাগমন প্রসঙ্গ
বাইবেলের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের অন্তর্ধান প্রসঙ্গ
বাইবেলের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম-এর পুনরাগমন প্রসঙ্গ
ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরাগমন: খ্রিস্টধর্মের প্রচার করবেন, নাকি ইসলাম ধর্মের?
ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরুত্থান ঘটনার পর্যালোচনা
পাপমোচনের বিশ্বাস প্রসঙ্গ
কুরআন ও হাদীসের আলোকে পাপমোচনের বিশ্বাস
আদম 'আলাইহিস সালামের কথিত পাপ প্রসঙ্গ
মানুষের কথিত পাপীরূপে জন্মগ্রহণ প্রসঙ্গ
বাইবেলের আলোকে আদিপাপ প্রসঙ্গ
কুরআন ও হাদীসের আলোকে অন্যের পাপের বোঝা বহন প্রসঙ্গ
পাপ মোচনের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত পথ
বাইবেলের আলোকে অন্যের পাপের বোঝা বহন প্রসঙ্গ
খ্রিস্টধর্মের অযাচিত ক্রুশপ্রীতি
জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-৫ হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুয়ত সর্বজনীন, নাকি কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য
হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সর্বজনীনতা
হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম কেবল বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত ছিলেন
খ্রিস্টান বন্ধুদের আপত্তি ও তার জবাব
জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-৬ শেষ নবী কে? হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম, নাকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

কুরআনের আলোকে শেষ নবী প্রসঙ্গ
হাদীসের আলোকে শেষ নবী প্রসঙ্গ
বাইবেলের আলোকে শেষ নবী প্রসঙ্গ
বাইবেলের তাওরাত অংশে শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী
খ্রিস্টধর্মের একটি দাবী ও তার পর্যালোচনা
বাইবেলের ইঞ্জিল অংশে শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী
আলোচিত ছয়টি পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ এবং আহ্বান
বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকসমূহ
বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তকসমূহ
Bibliography

ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين والصلاة على النبى الكريم

‘খ্রিস্টধর্ম: কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা’ শীর্ষক বইটি খ্রিস্টধর্মের উপর একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা গ্রন্থ। এতে একজন পাঠককে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিস্টধর্মের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানানো হয়েছে। সঙ্গত কারণেই এতে আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষমূলক আচরণ কিংবা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো উচ্চারণ সতর্কতার সাথে পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা, অতিরঞ্জন ও অসতর্কতা এড়িয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথ গ্রহণের নিবেদন করা হয়েছে।

এ ‘পর্যালোচনা গ্রন্থ’ প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণাকালে খ্রিস্টধর্মের মৌলিক ছয়টি বিষয়ে বাইবেলের বিপরীতমুখী বক্তব্যে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আমাদের এ গ্রন্থে সে বিষয়সমূহের পর্যালোচনার প্রতিই সম্মানিত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

১. খ্রিস্টধর্মে অনুসরণীয় কে? যীশু খ্রিস্ট, নাকি সেন্ট পল?

২. ‘বাইবেল’ আল্লাহর নাযিলকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল, নাকি সেন্ট পলের ধর্মগ্রন্থ?

৩. খ্রিস্টধর্মে স্রষ্টা একজন, নাকি তিনজন?

৪. খ্রিস্টধর্মে ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অন্তর্ধান: ক্রুশে হত্যা করা হয়েছে, নাকি সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?

৫. হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুয়ত সর্বজনীন, নাকি কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য?

৬. শেষ নবী কে? হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম, নাকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

খ্রিস্টধর্মের মৌলিক এ ছয়টি বিষয় নিয়েই আমরা আমাদের পর্যালোচনা সংক্ষেপণ করলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নিমিত্তে যথেষ্ট দলীল-প্রমাণের আলোকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, সত্যসন্ধানী পাঠক খ্রিস্টধর্মের উপর আমাদের এ দালীলিক ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা মূল্যায়ন করবেন এবং এ পর্যালোচনার আবেদন ও নিবেদনের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করবেন।

উদ্ধৃতি প্রসঙ্গ

১. বিষয়বস্তুর প্রমাণে আমরা বাংলা বাইবেলের পাশাপাশি আগ্রহী পাঠকদের জন্য ইংরেজি বাইবেলের উদ্ধৃতিও তুলে দিয়েছি। যেন খ্রিস্টধর্মের আলোচনা খ্রিস্টধর্মীয় সমাজে স্বীকৃত 'মৌলিক উৎসগ্রন্থে'র উদ্ধৃতি-সমৃদ্ধ হয়।

২. ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস-এর সময়ে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় বাইবেলের বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। এটিই অন্যান্য ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দাসের মূল ভিত্তি। ইংরেজি এ অনুবাদটি কিং জেমস ভার্সন (King James Version), সংক্ষেপে (KJV) নামে পরিচিত। ইংরেজি বাইবেলের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত (KJV)-এর নতুন সংস্করণ (NKJV)-এর হুবহু অনুসরণ করেছি। কেননা,

বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ ও সংস্করণ থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টসমাজের সর্ববৃহৎ শ্রেণির মাঝে ‘কিং জেমস ভার্সন’ই সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং ইংরেজি বাইবেল সংস্করণগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম। *সূত্র: Despite the proliferation of Bible translations, the King James Version is the top choice -and by a wide margin- of Bible readers. (Joe Carter, "Report: The Bible in American Life," Accessed 5/7/2018. https://www.thegospelcoalition.org/article/report-the-bible-in-american-life/)*

তবে হ্যাঁ, ক্ষেত্রবিশেষে রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্সন (RSV) থেকেও আমরা উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছি। এ জাতীয় ক্ষেত্রে টীকায় তা লিখে দেওয়া হয়েছে।

৩. বাইবেল ও অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলো যত্নের সাথে সম্পাদনা করে দিয়েছেন ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ আমেরিকা নিবাসী Dr. Mufti Rezwanul Hasan, M.B.B.S. । যিনি বর্তমানে Darul Uloom New Jersey, Paterson, NJ, U.S.A.-তে শিক্ষকতা করছেন।

৪. বাইবেলের বাংলা উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা ‘বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি’ কর্তৃক ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত জন কেরির ‘পবিত্র বাইবেল’ থেকে হুবহু তুলে দিয়েছি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে যেখানে জন কেরির অনুবাদ প্রাচীনতার দরুণ দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, সেখানে ‘কিতাবুল মোকাদ্দাস’ থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে টীকায় তা লিখে দেওয়া হয়েছে।

৫. বাইবেলের পরিচিতি বিস্তারিতভাবে মূল গ্রন্থের আলোচনায় সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বাইবেলের বাংলা ও ইংরেজি উদ্ধৃতি অনুধাবনের সুবিধার্থে গ্রন্থের শেষে পুরাতন ও নতুন নিয়মের

TOP

সকল পুস্তকের একটি ‘নির্ঘণ্ট’ সংযুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থ পাঠের আগে সম্মানিত পাঠক এ নির্ঘণ্ট পড়ে নিলে উদ্ধৃতির ‘অপরিচিত’র ভাব দূর হবে আশা করা যায়।

৬. বাইবেলের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা প্রথমত সংশ্লিষ্ট পুস্তকের নাম, অতঃপর অধ্যায় নম্বর, এরপর পদ নম্বর উল্লেখ করেছি। যেমন (মথি ১৫: ২৪) - এর অর্থ হলো, মথি নামক পুস্তকের ১৫তম অধ্যায়ের ২৪ নং পদ।

৭. বাইবেলের উদ্ধৃতি পাঠের ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, পর্যালোচনায় খ্রিস্টধর্মের আকীদা- বিশ্বাসের বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে বাইবেলের উদ্ধৃতি কেবল এ জন্যই দেওয়া হয়েছে যে, খ্রিস্টধর্মে এ গ্রন্থ ধর্মীয় বিষয়ে ‘দলীল-প্রমাণ’ হিসেবে বিবেচিত।

৮. পরিভাষাগত আলোচনায় আমরা সাধারণত বাইবেল ও খ্রিস্টধর্মের পরিভাষাই ব্যবহার করেছি। যেমন, ঈশ্বর = আল্লাহ, ভাববাদী = নবী, ভাববাণী = নবীর বাণী, মোশি = মূসা আ. , যীশু = ঈসা আ. , ইশ্মায়েল = ইসমাঈল ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে বন্ধনীতে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও করে দেওয়া হয়েছে।

৯. পর্যালোচনাকে প্রামাণ্য করতে গিয়ে অনেক খ্রিস্টান পন্ডিত ও গবেষকদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করতে হয়েছে। ইংরেজি লেখক ও গবেষকগণের নাম বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে কোনো বাংলা ভাষাভাষির রচনার উপর নির্ভর না করে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট ভাষার Pronunciation বা ‘উচ্চারণ নীতি’ অনুসারে বাংলায় তা লিখে দিতে। ব্যক্তি

TOP

সুনির্দিষ্টকরণের স্বার্থে ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু সনও বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. বার্নাবাসের বাইবেল প্রসঙ্গ

এ কিতাবে দু-এক জায়গায় বার্নাবাসের বাইবেল থেকেও উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের অনুসারীগণ বার্নাবাসের বাইবেলকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের সাহাবী প্রকৃত বার্নাবাসের লিখিত মনে করেন না। তাদের মতে এ সুসমাচারটি কোনো মুসলমানের রচনা। এ ধারণার মৌলিক কারণ হলো,

(১) নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে এ গ্রন্থ বার্নাবাস হতে আমাদের নিকটে পৌঁছেনি।

(২) এ বাইবেলে সেন্ট পলের বিরুদ্ধে জোরালো আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ বাইবেলের বিপরীতে ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্ম ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা ৩/২৬২) নিবন্ধ: বার্নাবাস)

'বার্নাবাসের নামে প্রসিদ্ধ বাইবেলটি বার্নাবাসের নয়'- প্রমাণে এ দু'টি আপত্তির কোনটিই গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কেননা, কোনো গ্রন্থ আসমানী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য যদি "গ্রন্থটি কোনো নবীর মাধ্যমে লিখিত হওয়া এবং উক্ত নবী গ্রন্থটিকে যেভাবে রেখে গেছেন, হুবহু কোনো ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ছাড়া গ্রন্থটি 'অবিচ্ছিন্ন সূত্রে' পরবর্তীদের নিকট পৌঁছা'র বিষয়টি খ্রিস্টধর্মে স্বীকৃত শর্ত

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

হয়, তবে তো এ সমীক্ষানীতি অনুসারে প্রসিদ্ধ কোনো বাইবেলই 'ঐশী গ্রন্থ' হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

দ্বিতীয়ত, প্রসিদ্ধ বাইবেলের বিরোধী বা বিপরীত বক্তব্য থাকা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সমর্থনে বক্তব্য থাকাও আশ্চর্যের মনে হবে না, যদি বার্নাবাস ও সেন্ট পলের ইতিহাস কিছুটা পর্যালোচনা করা হয়।

বার্নাবাস ছিলেন হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের হাওয়ারিয়্যিন বা সহচরদের উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী এবং অন্যতম সাহাবী। *সূত্র: এ মর্মে প্রসিদ্ধ বাইবেলে রয়েছে, "ইউসুফ নামে লেবির বংশের একজন লোক ছিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপে তার বাড়ি ছিলো। তাকে সাহাবিরা বার্নাবাস অর্থাৎ উৎসাহদাতা (বা উপদেশের পুত্র) বলে ডাকতেন। তার এক খন্ড জমি ছিলো, তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে সাহাবীদের পায়ের কাছে রাখলেন।" (প্রেরিত ৪: ৩৬-৩৭)*

বাইবেলের বর্ণনামতে অলৌকিকভাবে দামেশকের পথে যীশুর দর্শন লাভ করে নিজেকে যীশুর অনুসারী দাবী করার আগে সেন্ট পল ছিলেন কট্টর ইয়াহুদী এবং ঈসা 'আলাইহিস সালামের অনুসারীদের উপর জুলুম নির্যাতনে সিদ্ধহস্ত। *সূত্র: সেন্ট পল নিজেই বলেন, "আমি প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পথের (যীশুর পথে যারা চলতো) প্রতি উপদ্রব করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতাম।" (প্রেরিত ২২: ৪)*

প্রথম দিকে সেন্ট পলের ভূমিকা বুঝতে না পেরে বার্নাবাস তাকে ঈসা 'আলাইহিস সালামের অন্যান্য সহচরদের তার (সেন্ট পলের) ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। *সূত্র: কিন্তু বার্নাবাস তাকে সঙ্গে করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের জানালেন, দামেস্কের পথে শৌল কিভাবে হযরত ঈসাকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং*

ঈসা কিভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আর দামেস্কে ঈসার সম্বন্ধে কিভাবে তিনি সাহসের সঙ্গে তাবলীগ করেছিলেন। (প্রেরিত ৯: ২৬-২৭)

প্রাথমিক সময়ে বার্নাবাস এবং সেন্ট পল একইসাথে যীশু খ্রিস্টের ধর্ম প্রচারে ব্রত ছিলেন। *সূত্র: "আর বার্ণবা ও শৌল (পল) আপনাদের পরিচর্য্যা-কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর যিরূশালেম হইতে প্রত্যাগমন করিলেন; যোহন যাহাকে মার্কও বলে, তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন।" (প্রেরিত ১২:২৫)*

কিন্তু একপর্যায়ে তাদের উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। এ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা নিম্নরূপ-

"কিন্তু পৌল ও বার্নাবাস এন্টিয়কেই রইলেন। সেখানে তারা আরও অনেকের সঙ্গে মাবুদের কালাম শিক্ষা দিতে ও তাবলীগ করতে থাকলেন। কিছুদিন পরে পৌল বার্নাবাসকে বললেন, 'যেসব জায়গায় আমরা মাবুদের কালাম তাবলীগ করেছি, চল এখনই সেইসব জায়গায় ফিরে গিয়ে ঈমানদার ভাইদের সঙ্গে দেখা করি এবং তারা কেমনভাবে চলে তা দেখি। তখন বার্নাবাস ইউহোন্নাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। এই ইউহোন্নাকে মার্ক বলেও ডাকা হতো। পৌল কিন্তু তাকে সঙ্গে নেওয়া ভালো মনে করলেন না। কারণ মার্ক পামফুলিয়াতে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে আর কাজ করেননি। তখন পৌল ও বার্নাবাসের মধ্যে এমন মতের অমিল হল যে, তারা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। বার্নাবাস মার্ককে নিয়ে জাহাজে করে সাইপ্রাস দ্বীপে গেলেন। আর পৌল সীলকে বেছে নিলেন।" *(প্রেরিত ১৫: ৩৫-৪১)*

এ বিচ্ছেদের পর আবার তাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছিলো মর্মে গোটা বাইবেলে কোনো বর্ণনা নেই। তার মানে এ বিচ্ছেদ ছিলো চিরতরের জন্য। সঙ্গী নির্বাচনের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একই আদর্শের অনুসারী দুই ব্যক্তির মাঝে এমন মারাত্মক মতবিরোধ হওয়াটা বিস্ময়কর। উপরন্তু তাদের এ মতবিরোধের ব্যাপারে প্রেরিত পুস্তকে লূক যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা অস্বাভাবিক কঠিন। মিস্টার এ এম ব্লেইকলক [Blaiklock] বলেন,

এবার লূক বিশ্বস্ততার সাথে (পৌল ও বার্নাবাস, এই দুই) সফর সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে দেখা দেওয়া বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি যে শব্দ ব্যবহার করেছেন [Paraxusmas] তা বড় কঠিন। . . . নিউ টেস্টামেন্টে সে শব্দটি এছাড়া আর এক জায়গাতেই (প্রকাশিত কালাম ৬: ১৪) ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে আকাশমন্ডলী ধ্বংস হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। [Blaiklock, *Commentory on Acts, edited by R.V.G. tosher PP.118, 611*]

কাজেই দৃঢ়ভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে, তাদের উভয়ের মতবিরোধ ছিলো আদর্শগত। *সূত্র: উল্লেখ্য, লূক ছিলেন সেন্ট পলের শিষ্য। কাজেই গুরুর অপরাধ ঢাকতে খুব সম্ভব এখানে ঘটনার কারণ বর্ণনায় কোনো “ত্রুটি” রয়েছে!)*

অর্থাৎ সেন্ট পল যখন হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের তাওহীদী ধর্মকে নিজস্ব মতাদর্শের রূপদানের চেষ্টা শুরু করেন, তখন বার্নাবাস তাকে পরিত্যাগ করেন। সেন্ট পল ও বার্নাবাসের এ আদর্শিক মতবিরোধকে সামনে রেখে যদি

চিন্তা করা হয়, তবে এটা অসম্ভব মনে হয় না যে, এরপরই বার্নাবাস সেন্ট পলের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য একটি সুসমাচার রচনা করবেন এবং তাতে সেন্ট পলের স্বরূপ উদঘাটনসহ হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের তাওহীদ ও একত্ববাদের বিরোধী ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অপনোদন করবেন!

কাজেই বার্নাবাসের বাইবেল রচনা করা এবং তাতের প্রসিদ্ধ সেন্ট পলীয় বাইবেলের বিরোধী কথা থাকা আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়; বরং বার্নাবাস যে সত্যিই পলবিরোধী একটি বাইবেল রচনা করেছিলেন, তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয় এ কারণে যে, পশ্চিমা পন্ডিত 'একসিহোমো' [Ecce Homo] তার গ্রন্থে প্রাচীন খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ যীশু খ্রিস্ট বা তাঁর প্রেরিত শিষ্যগণ বা তাদের অনুসারীগণের নামে প্রচারিত যে সকল পুস্তক ও পত্রের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে সেগুলো অবলুপ্ত রয়েছে, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। অবলুপ্ত এ কিতাবসমূহের তালিকায় তিনি 'বার্নাবাসের বাইবেলে'র কথা স্বীকার করেছেন। 'এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা' (৩/ ২৬২) - তেও বার্নাবাসের বাইবেলের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদক *George Sale* [জর্জ সেল] তার অনুবাদ গ্রন্থের *সূত্র: (Wherry, Rev. E.M.: A Comprehensive Commentary on the Quran: Comprising Sale's Translation and Preliminary Discourse (London, 1896)*

ভূমিকায় এ অবলুপ্ত বাইবেলটি প্রাপ্তির যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তার সারমর্ম হলো, আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দির শেষ দিকে বিশপ ইরানিয়াসের লেখা কিছু চিঠি ল্যাটিন রাহিব

TOP

(খ্রিস্টান সন্ন্যাসী) ফ্রামারিনোর হস্তগত হয়। যার একটিতে সেন্ট পলের কঠোর সমালোচনা এবং বার্নাবাসের বাইবেলের কথা উল্লেখ ছিলো। ইরানিয়াসের এ চিঠি থেকে ফ্রামারিনো বার্নাবাসের বাইবেলের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে বন্ধুবর পোপ পঞ্চম সিক্সটাস [Si xt us] - এর ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে ইতালিয়ান ভাষায় বার্নাবাসের বাইবেলের একটি কপি ফ্রামারিনোর হস্তগত হয়। *সূত্র: পরবর্তী সময়ে তার বিভিন্ন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায়ও কবি আফজাল চৌধুরী ইংরেজি থেকে এর বাংলা অনুবাদ করেছেন, যা বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রকাশ করেছে। বার্নাবাসের বাইবেলে সেন্ট পলের বিভ্রান্তি প্রকাশের সাথে সাথে আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম সহকারে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত হয়েছে।*

সারকথা, বার্নাবাস কর্তৃক সেন্ট পলীয় বাইবেলের বিরোধী একটি বাইবেল রচনার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি বাস্তবিক- পক্ষেই তা লিখিত হওয়া এবং প্রাপ্ত হওয়ার ঐতিহাসিক প্রমাণও রয়েছে। কাজেই ‘প্রচলিত বাইবেল-বিরোধী বক্তব্য থাকার কারণেই এটি কোনো মুসলমানের লেখা হতে হবে’- এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। উপরন্তু কয়েকটি বিষয় চিন্তা করলে এ সুসমাচারটি যে কোনো মুসলমানের লেখা নয়, তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয়। পাঠক লক্ষ্য করুন-

ক. এ সুসমাচারের ভাষাশৈলী, পরিভাষা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, তা প্রথম খ্রিস্টীয় শতকেই লিখিত।

খ. ৭ম/ ৮ম খ্রিস্টীয় শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত শতশত মুসলিম পন্ডিত খ্রিস্টধর্মের আলোচনা, সমালোচনা ও বাইবেলের আলোকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কেউই কখনো বার্নাবাসের উদ্ধৃতি দেননি। যদি কোনো মুসলমান এটি লিখে থাকতেন, তবে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে সুসমাচারটির কথা অবশ্যই তিনি মুসলমানদেরকে অবহিত করতেন; নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতেন না!

কাজেই খ্রিস্টধর্মের অনুসারীগণ যদি নির্ভরযোগ্য সূত্র না থাকার পরও প্রসিদ্ধ বাইবেলসমূহকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিতে পারেন, তাহলে বার্নাবাসের বাইবেলকেও গ্রহণযোগ্য মেনে নেওয়াটা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে যায় (যদিও মুসলমানদের নিকটে কোন বাইবেলই প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত নয়) ।

শোকরগোযারী ও নিবেদন

পরিশেষে বই প্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে বান্দার শোকরগোযারী হিসেবে বলছি, এই কিতাব প্রস্তুতকালে অনেকে অনেকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে। তন্মধ্যে আযীযাম মৌলবী মাহমূদুল হাসান- এর নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে ইলমে নাফে' দান করুন এবং কিতাবটি সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আমীন!

কিতাবটি নির্ভুল করার ব্যাপারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এতদসত্ত্বেও ভুল রয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কাজেই কোনো হিতাকাংক্ষী ভুল ধরিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নেবো, ইনশাআল্লাহ।

বিনীত
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১লা রমাযান ১৪৩৯ হি.

জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা –১

খ্রিস্টধর্মে অনুসরণীয় কে? যীশু খ্রিস্ট, নাকি সেন্ট পল?

বর্তমান খ্রিস্টসমাজ নিজেদেরকে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অনুসারী দাবী করে থাকেন। কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল বলছে ভিন্ন কথা। বাইবেলের বর্ণনা দ্বারা বর্তমান খ্রিস্টসমাজ হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নয়; বরং সেন্ট পলের অনুসারী বলে প্রতীয়মান হয়। প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের কথা ও কাজের সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ইয়াহুদী বংশোদ্ভূত সেন্ট পল খ্রিস্টধর্মের নামে সুকৌশলে খ্রিস্টানদের মধ্যে নিজস্ব মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়।

পল ছিলেন বিত্তশালী রোমীয় পিতার সন্তান। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। রোমীয়, গ্রীক পৌত্তলিকদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সেন্ট পল রোমান, গ্রীক অবিশ্বাসী ও দার্শনিক প্লেটোর মতবাদকে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আনীত মূল-শিক্ষার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটান। এভাবে তার হাতে খ্রিস্টধর্ম একইসঙ্গে গ্রীক, পুরান, রোমীয় উপকথা, মিশরীয়, প্লেটোর দর্শন, সন্ন্যাসধর্ম প্রভৃতি মতবাদের সমন্বিত রূপে পরিণত হয়।

আমরা শিরোনামের আলোচনা শুরু করার পূর্বে এবং সেন্ট পল উদ্ভাবিত খ্রিস্টবাদের মূল ভিত্তি এবং এর বিপরীতে

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আনীত তাওহীদ ও একত্ববাদের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য জানার আগে প্রথমে সেন্ট পলের পরিচয় তুলে ধরছি-

সেন্ট পলের জন্ম ও ধর্ম পরিচয়

সেন্ট পলের (Paul) মূল নাম সল (Saul)। তিনি বর্তমান তুরস্কের তারসূস (Tarsus) বা সাইলেশিয়া (Cilicia)- অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। *সূত্র: প্রেরিত 21:39,Paul said, "I am a Jew from Tarsus, in Cilicia (Acts 21:39; New King James Version (NKJV), প্রেরিত 22:3,"I am indeed a Jew, born in Tarsus of Cilicia." (Acts 22:3; NKJV)*

তিনি জাতিতে রোমীয় মাতৃভাষায় গ্রীক এবং ধর্মে ইয়াহুদী ছিলেন। *সূত্র: প্রেরিত 22:27-28, 27 Then the commander came and said to him, "Tell me, are you a Roman?" He said, "Yes." 28 The commander answered, "With a large sum I obtained this citizenship." And Paul said, "But I was born a citizen." (Acts 22:27-28; NKJV), রোমীয় 11:1-2, প্রেরিত 22:3, "I am indeed a Jew." (Acts 22:3; NKJV)*

ধর্মে ইয়াহুদী হলেও ইয়াহুদী ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো সামান্যই। তবে তিনি গ্রীক- রোমান ধর্ম ও দর্শনে ব্যাপক অভিজ্ঞ ছিলেন। সেন্ট পল হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় তিনি তাঁকে কখনো দেখেননি।

যৌবনকালে তিনি হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। তার ধর্মাচার ও ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, “আমি ইয়াহুদী, সাইলেশিয়া- এর তারসূস নগরে আমার জন্ম; কিন্তু এই নগরে গমলীয়েলের চরণে মানুষ হইয়াছি, পৈতৃক ব্যবস্থার সূক্ষ্ম

নিয়মানুসারে শিক্ষিত হইয়াছি; আর আপনারা সকলে অদ্যাপি যেমন আছেন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের পক্ষে উদ্যোগী ছিলাম।" *(প্রেরিত ২২: ৩) সূত্র: I am indeed a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city at the feet of Gamaliel, taught according to the strictness of our fathers' law, and was zealous toward God as you all are today. (Acts 22:3; NKJV)*

অন্যত্র তিনি স্বীয় ধর্ম পালন প্রসঙ্গে বলেন, "আমি অষ্টম দিনে ত্বকছেদপ্রাপ্ত, ইস্রায়েল- জাতীয় বিন্যামীন বংশীয়, ইব্রীকুলজাত ইব্রীয়, ব্যবস্থার সম্বন্ধে (মূসার শরী'আত পালনের ব্যাপারে আমি একজন) ফরীশী," *(ফিলিপীয় ৩: ৫) সূত্র: Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews; concerning the law, a Pharisee. (Philippians 3:5; NKJV)*

সুতরাং বুঝা গেলো, পল ছিলেন একজন গোঁড়া ইয়াহুদী ও ধর্মান্ধ ফরীশী। এর ব্যাখ্যাও তার জবানীতে শুনুন-

"বাল্যকাল অবধি আমার আচার ব্যবহার, যাহা আদি হইতে স্বজাতীয়দের মধ্যে এবং যিরূশালেমে হইয়া আসিয়াছে, তাহা যিহূদীরা সকলেই জানে; তাহারা প্রথমাবধি আমাকে জ্ঞাত হওয়াতে ইচ্ছা করিলে এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাচারী (গোঁড়া) সম্প্রদায় অনুসারে আমি ফরীশী মতে জীবন যাপন করিতাম।" *(প্রেরিত ২৬: ৪-৫) সূত্র: 4 My manner of life from my youth, which was spent from the beginning among my own nation at Jerusalem, all the Jews know. 5 They knew me from the first, if they were willing to testify, that according to the strictest sect of our religion I lived a Pharisee. (Acts 26:4-5; NKJV)*

সেন্ট পলের প্রাথমিক জীবন

TOP

প্রথম জীবনে পল ছিলেন মূলত হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষী এবং খ্রিস্ট ধর্মমতের ঘোর বিরোধী। পলের নিজের বর্ণনায় শুনুন-

ক. “আমি প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পথের (যীশুর পথে যারা চলতো) প্রতি উপদ্রব করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতাম।” *(প্রেরিত ২২: ৪) সূত্র: I persecuted this Way to the death, binding and delivering into prisons both men and women (Acts 22:4; NKJV)*

খ. এ সম্পর্কে পল আরো বলেন, “আর সমস্ত সমাজ-গৃহে বার বার তাঁহাদিগকে শাস্তি দিয়া বলপূর্বক ধর্মনিন্দা করাইতে চেষ্টা করিতাম, এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অতিমাত্র উন্মত্ত হইয়া বিদেশীয় নগর পর্যন্তও তাঁহাদিগকে তাড়না করিতাম।” *(প্রেরিত ২৬: ১১) সূত্র: And I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme; and being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities. (Acts 26:11; NKJV)*

গ. এসব করতেন পল তার ইয়াহুদী ধর্মান্ধতার কারণে। এ ব্যাপারে পল বলেন, “আমিই ত মনে করিতাম যে, নাসরতীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে অনেক কার্য করা আমার কর্তব্য। আর আমি যিরূশালেমে তাহাই করিতাম; প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া পবিত্রগণের মধ্যে অনেককে আমি কারাগারে বদ্ধ করিতাম, ও তাঁহাদের প্রাণদন্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করিতাম;” *(প্রেরিত ২৬: ৯-১০) সূত্র: “Indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. 10 This I also did in Jerusalem and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I cast my vote against them.” (Acts 26:9-10; NKJV)*

ঘ. পল এক্ষেত্রে সীমাহীন চরমপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এ সম্পর্কে পল বলেন, "তোমরা ত য়িহূদী- ধর্মে আমার পূর্বকার আচার ব্যবহারের কথা শুনিয়াছ; আমি ঈশ্বরমন্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করিতাম ও তাহা উৎপাটন করিতাম" *(গালাতীয় ১: ১৩) সূত্র: For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. (Galatians 1:13; NKJV)*

সেন্ট পলের যীশু- দর্শন এবং খ্রিস্টানত্রাতা- রূপে আবির্ভাব

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের আসমানে আরোহনের পর তাঁর প্রেরিত সহচর ও অনুসারীরা তাঁর আনীত ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা সহজাত শত্রুতাবশত তাঁর ধর্মকে সমূলে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। এ জন্য তারা তাঁর অনুসারীদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়। ইয়াহুদী সেন্ট পলও ছিলেন হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের শত্রুদের অন্যতম।

কিন্তু এভাবে শত জুলুম- অত্যাচার করেও পল হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের অনুসারীদেরকে তাদের ধর্ম থেকে ফেরাতে পারলেন না। এবার তিনি কূটকৌশলের আশ্রয় নিলেন; বন্ধুবেশে শত্রুতার পথ অবলম্বন করলেন। তিনি হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের ধর্মটিকেই ক্ষত- বিক্ষত করে ধ্বংস করার দুরভিসন্ধি আঁটলেন এবং সে মতে নিজেকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত বলে আত্মপ্রকাশ করলেন।

ঘটনাক্রমে এ সময় হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের বারোজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে জুদাস- এর শূন্য পদটি পূর্ণ করার অজুহাত পাওয়া গেলো। কারণ, বনী ইসরাঈলের ১২টি

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

গোত্রের বিচার-বিবেচনা করার জন্য নাকি ১২জন শিষ্যের জন্য ১২টি সিংহাসন রয়েছে।

"যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার মেজে [ভোজন জলসায়] ভোজন পান কর; আর তোমরা সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।" *(লূক ২২:৩০) সূত্র: "That you may eat and drink at My table in My kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel." (Luke 22:30; NKJV)*

তখন পিতর জবাবে তাঁকে বললেন, "দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করে আপনার অনুসারী হয়েছি; আমরা তবে কি পাইব?" যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যত জন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টিকালে, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।" *(মথি ১৯:২৭-২৮) সূত্র: 27 Then Peter answered and said to Him, "See, we have left all and followed You. Therefore what shall we have?" 28 So Jesus said to them, "Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. (Matthew 19:27-28; NKJV)*

সেন্ট পল এ শূন্য পদটি পূর্ণ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে যীশুর ত্রয়োদশতম প্রেরিত বলে দাবী করে বসলেন এবং তিনি এ ব্যাপারে খ্রিস্টানদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করলেন। নমুনা দেখুন-

"পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত, এবং তীমথিয় ভ্রাতা- কলসীতে যে সকল পবিত্র লোক ও বিশ্বস্ত ভ্রাতা

খ্রীষ্টে আছেন, তাঁহাদের সমীপে।” *(কলসীয় ১: ১-২) সূত্র: 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, 2 To the saints and faithful brethren in Christ who are in Colosse:(Colossians 1:1-2; NKJV)*

এ পর্যায়ে পল ‘প্রেরিত’ পদলাভ ও খ্রিস্টধর্মের কান্ডারী দাবীর বৈধতা প্রমাণ করে সমাজের নিকট বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য এক অভিনব কাহিনী তৈরী করলেন। তিনি রাজা অগ্রিপের কাছে গিয়ে বললেন-

“এই উপলক্ষে প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা ও আজ্ঞাপত্র লইয়া আমি দম্মেশকে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে হে রাজন্, মধ্যাহ্নকালে পথিমধ্যে দেখিলাম, আকাশ হইতে সূর্যতেজ অপেক্ষাও তেজোময় জ্যোতি আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারিদিকে দেদীপ্যমান। তখন আমরা সকলে ভূমিতে পতিত হইলে আমি এক বাণী শুনিলাম, উহা ইব্রীয় ভাষায় আমাকে বলিল, শৌল, শৌল, (পৌল) কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর। তখন আমি বলিলাম, প্রভু, আপনি কে? প্রভু কহিলেন, আমি যীশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ? কিন্তু উঠ, তোমার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, তুমি যে যে বিষয়ে আমাকে দেখিয়াছ, ও যে যে বিষয়ে আমি তোমাকে দর্শন দিব, সেই সকল বিষয়ে যেন তোমাকে সেবক ও সাক্ষী নিযুক্ত করি, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে দর্শন দিলাম। আমি যাহাদের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি, সেই প্রজালোকদের ও পরজাতীয় লোকদের হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, যেন তুমি তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দেও, যেন তাহারা অন্ধকার হইতে জ্যোতির

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

প্রতি, এবং শয়তানের কর্তৃত্ব হইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসে, যেন আমাতে বিশ্বাস করণ দ্বারা পাপের মোচন ও পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়।” (প্রেরিত ২৬: ১২- ১৮) *সূত্র: 12 “While thus occupied, as I journeyed to Damascus with authority and commission from the chief priests, 13 at midday, O king, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me. 14 And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, ‘Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads.’ 15 So I said, ‘Who are You, Lord?’ And He said, ‘I am Jesus, whom you are persecuting. 16 But rise and stand on your feet; for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. 17 I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles, to whom I now send you, 18 to open their eyes, in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in Me.’ (Acts 26:12-18; NKJV)*

সেন্ট পল কর্তৃক বারবার যীশুর দর্শন লাভের দাবি

সেন্ট পল নিজের দাবী বিশ্বাসযোগ্য বানানোর জন্য একেক সময় একেক রূপ নিয়ে খ্রিস্টানদের নিকট গিয়ে যীশুর দর্শন লাভ ও বিভিন্ন বাণী হাসিলের দাবী করেন-

ক. দামেশকের পথে হযরত ঈসা মসীহের প্রথম দর্শন লাভের দাবীর পর পল করীন্থ শহরে ধর্মপ্রচারের সময় দ্বিতীয়বার যীশুর দর্শন লাভ করার দাবী করেন। লূক লিখেছেন, “আর প্রভু রাত্রিকালে দর্শনযোগে পৌলকে কহিলেন, ভয় করিও না, বরং কথা বল, নীরব থাকিও

না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার ক্ষতি করণার্থে কেহই তোমাকে আক্রমণ করিবে না; কেননা এই নগরে আমার অনেক প্রজা আছে। তাহাতে তিনি দেড় বৎসর অবস্থিতি করিয়া তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন।” *(প্রেরিত ১৮: ৯-১১) সূত্র: 9 Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision, "Do not be afraid, but speak, and do not keep silent; 10 for I am with you, and no one will attack you to hurt you; for I have many people in this city." 11 And he continued there a year and six months, teaching the word of God among them. (Acts 18:9-11; NKJV)*

খ. তারপর জেরুসালেমে যাওয়ার পর পল তৃতীয়বার দর্শন লাভের দাবী করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

“তাহার পরে আমি যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়া এক দিন ধর্মধামে প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে কহিলেন, ত্বরা কর, শীঘ্র যিরূশালেম হইতে বাহির হও, কেননা এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবে না।” *(প্রেরিত ২২: ১৭-১৮) সূত্র: 17 "Now it happened, when I returned to Jerusalem and was praying in the temple, that I was in a trance 18 and saw Him saying to me, 'Make haste and get out of Jerusalem quickly, for they will not receive your testimony concerning Me.' (Acts 22:17-18;NKJV)*

গ. এরপর পল চতুর্থবার যীশুর দর্শন লাভের দাবী করেছেন। শেষবার যখন তিনি বন্দী হয়েছিলেন এবং ইয়াহুদী মহাসভার সামনে তাকে উপস্থিত করা হয়েছিলো, তখন এই দর্শন লাভের দাবী করেন। এ সম্পর্কে লূক লিখেছেন, “পর রাত্রিতে প্রভু পলের নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, সাহস কর, কেননা আমার বিষয়ে যেমন যিরূশালেমে সাক্ষ্য দিয়াছ, তদ্রুপ

রোমেও দিতে হইবে।” (প্রেরিত ২৩: ১১) *সূত্র: But the following night the Lord stood by him and said, “Be of good cheer, Paul; for as you have testified for Me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome.” (Acts 23:11; NKJV)*

এভাবে পল বার বার যীশুর দর্শন ও তার নিকট থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাণী লাভ করার দাবী করেন। আর এ পথ ধরেই তিনি যীশুর নামে খ্রিস্টানদের মধ্যে নানা ভ্রান্ত মতবাদের জন্ম দেন। আর ক্রমশ পলের সেই বানানো মতবাদগুলো গ্রহণ করে খ্রিস্টান বন্ধুরা সেগুলোকেই তাদের ধর্মরূপে পালন করতে শুরু করেন। যার ফলে আজ খ্রিস্টধর্মে মহান আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসের এবং হযরত ঈসা আনীত শরী‘আত অনুশীলন ও পালন বাদ দিয়ে শুধু যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস দ্বারা মুক্তি লাভের অমূলক, অযৌক্তিক ও গর্হিত ধর্মবিশ্বাস স্থান লাভ করেছে।

ঈসা মসীহের ‘প্রেরিত’ হওয়ার দাবী

প্রেরিতগণ নবীর স্থলাভিষিক্তরূপে দীনের কাজ পরিচালনা করতেন। হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের বারজন শিষ্য ‘প্রেরিত’ পদ লাভ করেছিলেন। পলও সেরূপ প্রেরিত হওয়ার দাবী করেন।

ক. এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “পৌল প্রেরিত- মনুষ্যদের হইতে নয়, মনুষ্যের দ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা, এবং যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন, সেই পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত” *(গালাতীয় ১: ১) সূত্র: Paul, an apostle not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. (Galatians 1:1; NKJV)*

খ. তিনি আরো বলেন, “কিন্তু যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ হইতে পৃথক করিয়াছেন, এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন,” *(গালাতীয় ১: ১৫) সূত্র: But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through His grace. (Galatians 1:15; NKJV)*

গ. অন্যত্র তিনি বলেন, “কারণ আমার বিচার এই যে, সেই প্রেরিত-চূড়ামণিদের হইতে আমি একটুও পিছনে নহি। কিন্তু যদিও আমি বক্তৃতায় সামান্য, তথাপি জ্ঞানে সামান্য নই, ইহা আমরা সর্ববিষয়ে সকল লোকের মধ্যে তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছি।” *(২ করীন্থীয় ১১: ৫-৬) সূত্র: 5 For I consider that I am not at all inferior to the most eminent apostles. 6 Even though I am untrained in speech, yet I am not in knowledge. But we have been thoroughly manifested among you in all things. (2 Corinthians 11:5-6; NKJV)*

পল কাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন?

ক. প্রেরিত হওয়ার পর তার কর্মক্ষেত্র কোথায় হবে, সে ব্যাপারে পল নিজেই বলেন, “বরং পক্ষান্তরে যখন দেখিলেন, ছিন্নত্বকের (ইয়াহুদীদের) মধ্যে যেমন পিতরকে, তেমনি অচ্ছিন্নত্বকের (অ-ইয়াহুদীদের) মধ্যে আমাকে সুসমাচারের ভার দত্ত হইয়াছে- কারণ ছিন্নত্বকেদর কাছে প্রেরিতত্ব-কর্মের নিমিত্তে যিনি পিতর কর্তৃক কার্য সাধন করিলেন, তিনি পরজাতিগণের নিমিত্তে আমা কর্তৃকও কার্য সাধন করিলেন-” *(গালাতীয় ২: ৭-৮) সূত্র: 7 But on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised had been committed to me, as the gospel for the circumcised was to Peter 8 (for He who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles). (Galatians 2:7-8; NKJV)*

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

খ. পল আরো বলেন, “তিনি আমাকে কহিলেন, প্রস্থান কর, কেননা আমি তোমাকে দূরে পরজাতিগণের (অ-ইয়াহুদীদের) কাছে প্রেরণ করিব।” *(প্রেরিত ২২: ২১) সূত্র: Then He said to me, 'Depart, for I will send you far from here to the Gentiles.' (Acts 22:21; NKJV)*

গ. অন্যত্র তিনি লিখেছেন, “এই জন্য আমি পৌল, তোমাদের অর্থাৎ পরজাতীয়দের নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি (প্রেরিত হয়েছি) - ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-বিধান তোমাদের উদ্দেশে আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহার কথা তোমরা ত শুনিয়াছ।” *(ইফিষীয় ৩: ১-২) সূত্র: 1 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for you Gentiles—2 if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you. (Ephesians 3:1-2; NKJV)*

এসব বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, পল তার দাবী অনুযায়ী অ-ইয়াহুদীদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনা তার এ কথাকে সমর্থন করে না। বরং সেই বর্ণনা এর থেকে ভিন্ন।

লূকের বাইবেলে রয়েছে, “কিন্তু প্রভু (যীশু) তাঁহাকে (অননিয়কে) কহিলেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে (পৌল) আমার মনোনীত পাত্র;” *(প্রেরিত ৯: ১৫) সূত্র: But the Lord said to him, "Go, for he is a chosen vessel of Mine to bear My name before Gentiles, kings, and the children of Israel. (Acts 9:15; NKJV)*

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, ইয়াহুদীদের মাঝে প্রচার করার দায়িত্বও তাকে দেওয়া হয়েছিলো। এজন্যে প্রথম প্রথম ইয়াহুদীদের নিকট প্রচারকার্য শুরুও করেছিলেন তিনি।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অ-ইয়াহুদীদের কাছে প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে ইয়াহুদীদের নিকট কেনো তিনি প্রচার কাজ শুরু করলেন? আর সবার নিকট প্রচারের জন্য মনোনীত হলে ঈসা ‘আলাইহিস সালামের শিষ্যগণ ও প্রেরিতগণ তাহলে কী কাজের জন্য ছিলেন? তাছাড়া পল কেনইবা বলেছেন, ইয়াহুদীদের নিকট প্রচার করার ভার যেমন পিতরকে দেওয়া হয়েছিলো, তেমনি অ-ইয়াহুদীদের নিকট প্রচার করার ভার খোদা আমার উপর দিয়েছেন?

পলের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ

সেন্ট পল যেহেতু প্রাথমিক যুগে খ্রিস্টান-বিদ্বেষী এবং নির্যাতনকারী কট্টর ইয়াহুদী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, কাজেই ‘প্রেরিত’ পদ লাভের পরও হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারীরা তাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। এমনকি তাকে তারা ভয় করতো। সেন্ট পলের অসত্য দাবীতে বিভ্রান্ত হয়ে যীশুর অনুসারী বার্ণাবাস তাদের এ ভয় দূর করার জন্য চেষ্টা করেন। এ মর্মে লূক লিখেছেন,

“পরে তিনি (পল) যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকলে তাঁহাকে ভয় করিল, তিনি যে শিষ্য, ইহা বিশ্বাস করিল না। তখন বার্নাবাস তাঁহার হাত ধরিয়া প্রেরিতদের নিকটে লইয়া গেলেন, এবং পথের মধ্যে তিনি কিরূপে প্রভুকে দেখিতে

পাইয়াছেন, ও প্রভু যে তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন, এবং কিরূপে তিনি দম্মেশকে যীশুর নামে সাহসপূর্বক প্রচার করিয়াছেন, এই সকল তাঁহাদের কাছে বর্ণনা করিলেন। আর শৌল যিরূশালেমে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, ভিতরে আসিতেন ও বাহিরে যাইতেন, প্রভুর নামে সাহসপূর্বক প্রচার করিতেন” *(প্রেরিত ৯: ২৬- ২৮) সূত্র: 26 And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples; but they were all afraid of him, and did not believe that he was a disciple. 27 But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that He had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. 28 So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. (Acts 9:26-28; NKJV)*

সেন্ট (সাধু) হিসেবে পরিচিত হওয়ার নিমিত্তে আরবে তিন বছর নির্জনবাস!

‘প্রেরিত’ পদ লাভের দাবীর পর পল কিছুদিন দামেশকে কাটান। তারপর সবার অগোচরে আরব দেশ তথা দামেশকের দক্ষিণাঞ্চলে চলে যান। এ ব্যাপারে পল নিজেই লিখেছেন,

“তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করিবার সুবাসনা করিলেন, যেন আমি পরজাতিগণের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি ক্ষণমাত্রও রক্ত মাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না, এবং যিরূশালেমে আমার পূর্ববর্তী প্রেরিতগণের কাছে গেলাম না, কিন্তু আরব দেশে চলিয়া গেলাম, পরে দম্মেশকে ফিরিয়া আসিলাম। তার পর তিন বৎসর গত হইলে কৈফার (পিতরের) সহিত পরিচিত হইবার নিমিত্তে যিরূশালেমে গেলাম, এবং পনের দিন তাঁহার কাছে রহিলাম। কিন্তু প্রেরিতগণের মধ্যে অন্য কাহাকেও দেখিলাম

না, কেবল প্রভুর ভ্রাতা যাকোবকে দেখিলাম।” *(গালাতীয় ১: ১৬- ১৯) সূত্র: 16 to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia, and returned again to Damascus. 18 Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and remained with him fifteen days. 19 But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. (Galatians 1:16-19; NKJV)*

পর্যালোচনা: যীশুর দর্শন লাভ প্রসঙ্গ

রাজা অগ্রিপের কাছে গিয়ে যীশুর দর্শন লাভের মাধ্যমে প্রেরিত পদ লাভের যে ঘটনা সেন্ট পল বর্ণনা করেছেন, বস্তুত এ ঘটনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। কেননা,

ক. যদি হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সত্যিই তাকে শিষ্যত্ব প্রদান করতেন, তবে এর দাবি তো এ-ই ছিলো যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ফিলিস্তিনে এসে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারী হাওয়ারী-দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাদের নিকট থেকে ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ইঞ্জিল শরীফ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু তা না করে তিনি তাদের থেকে দূরে থাকলেন *সূত্র: গালাতীয় 1:16-17 16 to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia, and returned again to Damascus. (Galatians 1:16-17; NKJV)* এবং ইঞ্জিলের কোনো জ্ঞান লাভ না করেই শুধু একবার একটু আলোক দর্শন ও কথা শ্রবণকেই তার পয়গম্বরীর জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য করলেন! এমনকি বারবার ঘোষণা করতে থাকলেন যে, তার নিজের ইঞ্জিল ছাড়া অন্য কোনো ইঞ্জিল অর্থাৎ

ঈসা 'আলাইহিস সালামের মূল ইঞ্জিল যদি কেউ প্রচার করে তবে সে অভিশপ্ত!! *সূত্র: গালাতীয় 1:8 but even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. (Galatians 1:8; NKJV)*

খ. সেন্ট পল একজন আত্মস্বীকৃত মিথ্যাবাদী। তার প্রমাণ খোদ বাইবেলেই রয়েছে। তিনি বলেন, 'কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেনো? *(রোমীয় ৩: ৭) সূত্র: For if the truth of God has increased through my lie to His glory, why am I also still judged as a sinner? (Romans 3:7; NKJV)*

গ. সেন্ট পল দাবী করেছিলেন যে, যীশু তাকে বলেছিলেন, "তোমার নিজের লোকদের (ইয়াহুদীদের) এবং অ-ইয়াহুদীদের হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করবো।" *সূত্র: প্রেরিত 26:17 I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles, to whom I now send you. (Acts 26:17; NKJV)*

কিন্তু বাস্তবে তার কথিত এ ওয়াদা কার্যকর হয়নি। কেননা, ৬২ খৃস্টাব্দের দিকে রোমীয় সরকার তাকে বন্দি করে এবং মৃত্যুদ- প্রদান করে। *সূত্র: Nero condemned Paul to death by decapitation. (M.R. James, "The Acts of Paul", in the Apocryphal New Testament, (Oxford, Clarendon Press, 1924)*

ঘ. যীশুর দর্শনলাভের ব্যাপারে যে ঘটনা পল উল্লেখ করেছেন, তাতে বেশ স্ববিরোধিতা রয়েছে। আমরা ভেবে পাই না, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় একজন জ্ঞানী মানুষ এত স্ববিরোধী কথা কিভাবে বলতে পারে? লক্ষ্য করুন-

- ✓ লূক বললেন, "আর তাঁহার (পলের) সহপথিকেরা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহারা ঐ বাণী শুনিল বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।" *(প্রেরিত ৯: ৭) সূত্র: And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. (Acts 9:7;NKJV)*
- ✓ পল বললেন, "আর যাহারা আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা সেই আলো দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু যিনি আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তাঁহার বাণী শুনিতে পাইল না।" *(প্রেরিত ২২: ৯) সূত্র: And those who were with me indeed saw the light and were afraid, but they did not hear the voice of Him who spoke to me. (Acts 22:9; NKJV)*
- ✓ পল বললেন, "তখন আমরা সকলে ভূমিতে পতিত হইলে আমি এক বাণী শুনিলাম, উহা ইব্রীয় ভাষায় আমাকে বলিল, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর।" *(প্রেরিত ২৬: ১৪) সূত্র: And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, 'Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads.' (Acts 26:14;NKJV)*

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে বিভিন্নরকম বৈপরীত্য দেখা যায়। যেমন-

ক. প্রথম উদ্ধৃতি প্রেরিত ৯: ৭-এর বিবরণে দেখা যায়, পলের সহযাত্রীরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। অথচ দ্বিতীয় উদ্ধৃতি প্রেরিত ২৬: ১৪-এর বিবরণে বলা হয়েছে, পৌলসহ তারা মাটিতে পড়ে গেলো।

খ. প্রথম উদ্ধৃতির বিবরণে বলা হয়েছে, তারা সে বাণী শুনলো। অথচ প্রেরিত ২২:৯-এর বিবরণে বলা হয়েছে, তারা বাণী শুনতে পেলো না।

গ. প্রেরিত ২২:৯-এর বিবরণে বলা হয়েছে, তারা সে আলো দেখলো। অথচ প্রেরিত ৯:৭-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, তারা কাউকেই দেখতে পেলো না।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে পরস্পরবিরোধী অসঙ্গতিপূর্ণ বিবরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সেন্ট পলের এ অসত্য ঘটনা পরিকল্পিতভাবে বাইবেলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আরবে নির্জনবাস প্রসঙ্গ

পল ঈসা মসীহের প্রেরিতদের কাছ থেকে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাগ্রহণ না করে, এমনকি তাদের সাথে কোনোরূপ পরামর্শও না করে আরবে নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন। এর পেছনে দু'টি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়-

১. পল সত্যিই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে থাকলে জেরুসালেমে গিয়ে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের শিষ্যগণের ও প্রেরিতগণের কাছ থেকে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষাগ্রহণ করলেন না কেনো?

২. দূরদেশ আরবে গিয়ে পলের তিন বছরের নির্জনবাসের রহস্য কী?

প্রথম প্রশ্নের জবাব পলের নিজের বক্তব্যেই পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

"কেননা, হে ভ্রাতৃগণ, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, তাহা

মানুষের মতানুযায়ী নয়। কেননা আমি মানুষের নিকট হইতে তাহা গ্রহণও করি নাই, এবং শিক্ষাও পাই নাই; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ দ্বারা পাইয়াছি। তোমরা ত যিহূদী- ধর্মে আমার পূর্বকার আচার ব্যবহারের কথা শুনিয়াছ; আমি ঈশ্বরের মন্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করিতাম ও তাহা উৎপাটন করিতাম; আর পরম্পরাগত পৈতৃক রীতিনীতি পালনে অতিশয় উদ্যোগী হওয়াতে আমার স্বজাতীয় সমবয়স্ক অনেক লোক অপেক্ষা যিহূদী- ধর্মে উত্তর উত্তর অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ হইতে পৃথক করিয়াছেন, এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করিবার সুবাসনা করিলেন, যেন আমি পরজাতিগণের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি ক্ষণমাত্রও রক্ত মাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না এবং যিরূশালেমে আমার পূর্ববর্তী প্রেরিতগণের কাছে গেলাম না, কিন্তু আরব দেশে চলিয়া গেলাম, পরে দম্মেশকে ফিরিয়া আসিলাম।" *(গালাতীয় ১: ১১- ১৭) সূত্র:*

11 But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. 12 For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. 13 For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. 14 And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. 15 But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through His grace, 16 to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who

were apostles before me; but I went to Arabia, and returned again to Damascus. (Galatians 1:11-17; NKJV)

সেন্ট পলের এ বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি কেনো ঈসা 'আলাইহিস সালামের সাহাবীদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। এর সহজ সমীকরণ হলো, তিনি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত এবং খোদ খ্রিস্ট কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এ ধর্মের পিতৃত্বের আসনে পৌঁছে গেছেন এবং জাতির পিতা হিসাবে এ ধর্মের ভিত্তি স্থাপনের নিগূঢ় মতলবে আছেন, কাজেই তার তো হাওয়ারীগণসহ অন্য কোন খ্রিস্টীয় ধর্মজ্ঞের কাছ থেকে এ ধর্মের পাঠগ্রহণের কথা নয় এবং পাঠগ্রহণ যুক্তিযুক্তও নয়। বরং অন্য সকলেরই কর্তব্য হবে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী নিজেদের ধর্মমতকে পুনর্বিন্যস্ত করা!

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন তথা তিন বছর আরবে নির্জনবাস গ্রহণের রহস্যের বিষয়ে আসা যাক। এ ব্যাপারে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধকার লিখেছেন,

"শীঘ্রই তার (পলের) এমন কোনো নিরিবিলি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ হলো, যেখানে তিনি নতুন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবেন। সুতরাং তিনি দামেশকের পূর্বাঞ্চলে চলে গেলেন। তার সামনে তখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো, নিজের নবলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে শরী'আতের নতুন ব্যাখ্যা দান করা।" *(এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: নিবন্ধ: পল)*

এ উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, পলের উদ্দেশ্য ছিলো-ঈসা মসীহের প্রকৃত দীনের পরিবর্তে একটি নতুন ধর্মের গোড়াপত্তন

করা এবং খ্রিস্টধর্মকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা। এ হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিলো নীরবে-নিভৃতে বিষয়টির সার্বিক পরিকল্পনা এবং নকশা প্রস্তুত করা। তিনটি বছর এর জন্য যথেষ্ট সময় বৈকি!

আধুনিক বাইবেল-বিশেষজ্ঞগণের মতে সেন্ট পলের প্রেরিতত্ব

আধুনিক বাইবেল-বিশেষজ্ঞগণ পলের প্রেরিত পদলাভ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছেন। এ কারণে বর্তমান খ্রিস্টধর্ম যে সেন্ট পলের সৃষ্টি-তা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়।

ক. এ ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের যুরিখ (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের (Theology) অধ্যাপক ডা. আর্নল্ড মায়ারের (Dr. Arnold Meyer) বক্তব্য তুলে ধরা হলো। তিনি বলেন,

If by Christianity we understand faith in Christ as the heavenly Son of God Who did not belong to earthly humanity, but Who lived in the Divine likeness and glory, Who came down from Heaven to earth, Who entered into humanity and took upon Himself a human form that He might make propitiation for men's sin by His own blood upon the Cross, Who was then awakened from death and raised to the Right Hand of God as the Lord of His own people, Who now intercedes for those who believe in Him, hears their prayers, guards and leads them, Who, moreover, dwells and works personally in each of those who believe in Him, Who will come again with the clouds of Heaven to judge the World, Who will cast down all the foes of God, but will bring His own people with Him into the home of heavenly light so that they may become like unto His glorified body — if this is Christianity, then such Christianity was founded principally by St. Paul and not by our Lord. সূত্র: Dr. Arnold Meyer, *Jesus or Paul?* (London, Harper & Brothers, 1909), 122.

“খ্রিস্টধর্ম বলতে যদি আমরা যীশুকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করাকেই বুঝি- যিনি পার্থিব মনুষ্যজাতির অংশভুক্ত ছিলেন না, বরং গৌরবে ঈশ্বরের সমান হয়ে স্বর্গীয় প্রতিকৃতিসহ বাস করতেন, যিনি স্বর্গ হতে অবতার হয়ে ধরায় নেমে এসেছিলেন, যিনি নিজেই মানব আকৃতিতে পুত্রের রূপ ধারণ করে কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাতে ক্রুশকাষ্ঠে নিজ রক্ত দিয়ে মানবজাতির সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন- অতঃপর কবর হতে পুনরুত্থান করা হলো এবং তার নিজের লোকদের প্রভু হিসেবে তিনি খোদার ডান দিকে বসলেন, যাতে তারা তাকে খোদা বলে বিশ্বাস করে- যিনি তাদের প্রার্থনা শুনেন, পাপ হতে উদ্ধার করেন এবং বিপদ হতে রক্ষা করেন, যিনি সমগ্র জাতির বিচার করার জন্য আকাশে মেঘযোগে পুনরায় আগমন করবেন, যিনি ঈশ্বরের সকল শত্রুদেরকে নিক্ষেপ করবেন এবং নিজের লোকদেরকে সঙ্গে করে স্বর্গীয় আলোর দিকে নিয়ে যাবেন যাতে তারা তার গৌরবান্বিত শরীরের প্রধান অঙ্গ হতে পারে- এ-ই যদি খ্রিস্টধর্ম হয়ে থাকে, তবে খ্রিস্টধর্ম আমাদের যীশু কর্তৃক নয়, বরং সেন্ট পল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।”

খ. ডা. মরীস বুকাইয়্যে (Dr. Maurice Bucaille) তার The Bible, The Qur'an and Science গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় বলেন-

Paul is the most controversial figure in Christianity. He was considered to be a traitor to Jesus's thought by the latter's family and by the apostle who had stayed in Jerusalem in the circle around James. Paul created Christianity at the expense of those whom Jesus had gathered around him to spread his teachings.

“পল খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ঈসা মসীহের পরিবার এবং শিষ্যগণ জেরুসালেমে (ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ভাই) জেমসের (যাকোবের) চারপাশে জমায়েত ছিলেন এবং তারা সাধু পলকে মাসীহের চিন্তা-চেতনার বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করতেন। ঈসা মসীহের শিক্ষা প্রচারের জন্য যাদেরকে জমায়েত করেছিলেন সাধু পল তাদের বিপরীতে একটি খ্রিস্টধর্ম তৈরি করেন।”

গ. খ্রিস্টান পন্ডিত Heinz Zahrnt বলেন,

Paul especially-John is usually looked on a little more favorably-becomes the 'corrupter of the gospel of Jesus.'

অর্থাৎ “সেন্ট পল হলো ইঞ্জিল এবং প্রকৃত খ্রিস্টধর্মের বিকৃতকারী।”

ঈসা মসীহের শিষ্যদের নিকট নতুন মতবাদের প্রচার

প্রথমদিকে পল তার নতুন মতবাদ বিভিন্ন দেশে প্রচার করলেও ঈসা ‘আলাইহিস সালামের শিষ্যদের নিকট তা প্রকাশ করেননি। গোপনে তা তাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন চৌদ্দ বছর পর।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “পরে চৌদ্দ বৎসর গত হইলে আমি বার্ণবার সহিত পুনরায় যিরূশালেমে গেলাম, তীতকেও সঙ্গে লইলাম। আর প্রত্যাদেশক্রমে গমন করিলাম, এবং যে সুসমাচার পরজাতিগণের মধ্যে প্রচার করিয়া থাকি, তথাকার লোকদের কাছে তাহার ব্যাখ্যা করিলাম, কিন্তু যাঁহারা গণ্যমান্য, তাঁহাদের কাছে বিরলে (গোপনে) করিলাম, পাছে [দেখা যায় যে] আমি বৃথা দৌড়াইতেছি বা দৌড়াইয়াছি।” *(গালাতীয় ২: ১-২) সূত্র: 1 Then after fourteen years I went up again*

TOP

to Jerusalem with Barnabas, and also took Titus with me. 2 And I went up by revelation, and communicated to them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to those who were of reputation, lest by any means I might run, or had run, in vain. (Galatians 2:1-2; NKJV)

পল-এর মতবাদ এবং হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের আনীত দীনের মাঝে তুলনা

সেন্ট পলের উদ্ভাবিত ঈসায়ী ধর্মের মূল ভিত্তি হলো-

১. Trinity (ত্রিত্ববাদ), যীশুর ও পাক রুহের ঈশ্বরত্ব (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ)

২. Crucifixion তথা যীশুকে (ঈসা 'আলাইহিস সালামকে) ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ)

৩. The Atonement তথা 'যীশু ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ)

৪. শরী'আতের বিধি-বিধান বাতিল হওয়া... ইত্যাদি।

৫. খাতনা (পুংলিঙ্গের ত্বকছেদন) বিধান রহিত করা।

হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামের শরী'আত বাতিলকরণ

হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামের শরী'আতকে অস্বীকার করে পল বলেন,

ক. "ব্যবস্থা (শরী'আত) ত ক্রোধ (খোদার গজব) সাধন করে; কিন্তু যেখানে ব্যবস্থা নাই, সেখানে ব্যবস্থা লঙ্ঘনও নাই।" *(রোমীয় ৪:১৫) সূত্র: Because the law brings about wrath;*

for where there is no law there is no transgression. (Romans 4:15; NKJV)

খ. তিনি আরো বলেন, "কেননা পাপ তোমাদের উপরে আর কর্তৃত্ব করিবে না; কারণ তোমরা ব্যবস্থার (মূসার শরী'আতের) অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন।" *(রোমীয় ৬: ১৪) সূত্র: For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. (Romans 6:14; NKJV)*

গ. তিনি আরো বলেন, "তিনিই আমাদিগকে নূতন নিয়মের পরিচারক, অক্ষরের নয়, কিন্তু আত্মার পরিচারক হইবার উপযুক্তও করিয়াছেন; কারণ অক্ষর (শরী'আত) বধ করে, কিন্তু আত্মা (পাক- রূহ) জীবনদায়ক।" (২ করীন্থীয় ৩: ৬) *সূত্র: Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life. (2 Corinthians 3:6; NKJV)*

ঘ. তিনি অন্যত্র বলেন, "তথাপি বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়। সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য হেতু কোন মনুষ্য ধার্মিক গণিত হইবে না।" *(গালাতীয় ২: ১৬) সূত্র: Knowing that a man is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law; for by the works of the law no flesh shall be justified. (Galatians 2:16; NKJV)*

ঙ. তিনি অন্য স্থানে বলেন: "আমরা এও জানি, কোন সৎ লোকের জন্য এই শরী'আত দেওয়া হয়নি।" "ইহা জানিয়া করে যে, (ব্যবস্থা তথা শরী'আত) ধার্মিকের জন্য নহে,

TOP

কিন্তু যাহারা অধর্মী ও অদম্য, ভক্তিহীন ও পাপী, অসাধু ও ধর্মবিরূপক, পিতৃহন্তা ও মাতৃহন্তা, . . . তাহার জন্য ব্যবস্থা (শরী'আত) স্থাপিত হইয়াছে।" *(১ তিমথীয় ১: ৯-১০)* *সূত্র: Knowing this: that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, 10 for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine. (1 Timothy 1:9; NKJV)*

চ. অন্যত্র বলেন: "কিন্তু শরী'আত ঈমানমূলক নয়।" *(কিতাবুল মোকাদ্দস: গালাতীয় ৩: ১২) সূত্র: Yet the law is not of faith (Galatians 3:12; NKJV)*

এভাবে পল হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামের শরী'আতকে প্রত্যাখান করেছেন। এমনকি, তার পরিবর্তে নিজেকেই একজন শরী'আত প্রণেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

পলের এ বক্তব্য হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের আনীত দীনের সম্পূর্ণ বিরোধী। এমনকি বাইবেলে বিদ্যমান হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের বাণীর সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম বলেন, 'মনে করো না আমি তাওরাত কিতাব এবং নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি; বরং পূর্ণ করতে এসেছি। . . . মূসার শরী'আতের মধ্য থেকে ছোট একটা হুকুমও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে। কিন্তু যে কেউ শরী'আতের হুকুমগুলো পালন করে ও

শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে বড় বলা হবে। আমি তোমাদেরকে বলছি যে, আলেম ও ফরীশীদের ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশি কিছু না থাকে তবে তোমরা কোনোমতেই বেহেশতী রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। *(মথি ৫: ১৭-২০) সূত্র: 17 "Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill. 18 For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. 19 Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. 20 For I say to you, that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. (Matthew 5:17-20; NKJV)*

খাতনা (পুংলিঙ্গের ত্বকছেদন) বিধান রহিত করা

ছেলেদের খাতনা করানো নবীগণের সুন্নাত- আদর্শ। এর বিধান হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম থেকে চলে আসছে। কিন্তু পল এর প্রয়োজনীয়তা উড়িয়ে দেন। মূসা 'আলাইহিস সালামের গোটা শরী'আত এবং নবীদের সকল শিক্ষার বিরোধিতা করে পল গালাতীয়দেরকে বলেন,

(ক) "দেখ, আমি পল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা (শরী'আত পালনার্থে) ত্বকছেদ (খাতনা) প্রাপ্ত হও, তবে খ্রীষ্ট হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না। যে কোন মনুষ্য ত্বকছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আমি পুনরায় এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, সে ঋণশোধের ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিতে বাধ্য। তোমরা যে সকল লোক ব্যবস্থা দ্বারা ধার্মিক গণিত হইতে যত্ন করিতেছ, তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ, তোমরা

অনুগ্রহ হইতে পতিত হইয়াছ।” *(গালাতীয় ৫: ২-৪) সূত্র: 2 Indeed I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. 3 And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. 4 You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law; you have fallen from grace. (Galatians 5:2-4; NKJV)*

(খ) তিনি অন্যত্র বলেন, “সেই কুকুরদের হইতে সাবধান, সেই দুষ্ট কার্য্যকারীদের হইতে সাবধান, সেই ছিন্ন লোকদের হইতে সাবধান। আমরাই ত ছিন্নত্বক্ লোক, আমরা যাহারা ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি, এবং খ্রীষ্ট যীশুতে শ্লাঘা করি, মাংসে প্রত্যয় করি না।” *(পবিত্র বাইবেল: ফিলিপীয় ৩: ২-৩) সূত্র: 2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation! 3 For we are the circumcision, who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. (Philippians 3:2-3; NKJV)*

(গ) “ওই কুকুরগুলো থেকে, অর্থাৎ যারা খারাপ কাজ করে এবং শরীরের কাটা-ছেঁড়া করাবার উপর জোর দেয় তাদের থেকে সাবধান! আমরাই সত্যিকারের খৎনা-করানো লোক, কারণ আল্লাহ্র রূহের সাহায্যে তাঁর ইবাদত করি এবং মসীহ ঈসাকে নিয়ে গর্ববোধ করি, আর বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভরসা করি না।” *(কিতাবুল মোকাদ্দস: ফিলিপীয় ৩: ২-৩)*

(ঘ) তীতকে লেখা পত্রে তিনি বলেন, “কারণ অনেক অদম্য লোক, অসার বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক লোক আছে, বিশেষতঃ ত্বকছেদীদের মধ্যে আছে; তাহাদের মুখ বন্ধ করা চাই।” *(পবিত্র বাইবেল: তীত ১: ১০) সূত্র: 10 For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the*

circumcision, 11 whose mouths must be stopped. (Titus 1:10-11; NKJV)

(ঙ) "এমন অনেক লোক আছে যারা অবাধ্য, যারা বাজে কথা বলে ও যারা ছলনা করে বেড়ায়। যারা খৎনা করানোর উপর জোর দেয়, বিশেষ করে আমি তাদের কথাই বলছি।" *(কিতাবুল মোকাদ্দস: তীত ১:১০)*

এভাবে পল খ্রিস্টধর্মকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া আদর্শ ও হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যার কারণে একদিকে ত্রিত্ববাদ দ্বারা খ্রিস্টধর্ম মূল তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে, সেই সাথে নবীগণের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে মনগড়া এক শিরকী ও কুফরী মতবাদে পরিণত হয়েছে।

TOP

জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-২

‘বাইবেল’ আল্লাহর নাযিলকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল, নাকি সেন্ট পলের ধর্মগ্রন্থ?

আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দান করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের প্রতি বহু আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالاِنْجِيْلَ، مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاس.

“আল্লাহ তা‘আলা আপনার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন সত্যতার সাথে- যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের এবং তিনি নাযিল করেছেন এর পূর্বে (মূসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি) তাওরাত ও (ঈসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি) ইঞ্জিল মানুষের হিদায়াতের জন্য. . .।” (সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ৩)

মহান আল্লাহই এ আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন। এগুলো কোনো মানুষের রচনা ছিলো না। আসমানী সকল কিতাবের প্রতি ঈমান রাখা সকল ঈমানদারের কর্তব্য। তাই মুসলমানগণ যেমনিভাবে আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনকে মহান আল্লাহর কালাম মর্মে তার প্রতি ঈমান রাখেন, তেমনি পূর্বে নাযিলকৃত সকল আসমানী কিতাবের প্রতিও তারা এ মর্মে ঈমান রাখেন যে, হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি

TOP

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

অবতীর্ণ তাওরাত, দাঊদ ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ যাবূর এবং হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল শরীফ মহান আল্লাহর কালাম, যা তিনি তার প্রিয় নবী-রাসূলগণের প্রতি আসমান হতে অবতীর্ণ করেছেন।

আখেরী নবীর আনীত দ্বীন ও শরী‘আত যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল শ্রেণির মানুষের জন্য সার্বজনীনতার গুণে গুণান্বিত এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ উম্মতের জন্য একমাত্র পবিত্র কুরআনই পালনীয় আসমানী কিতাব, কাজেই তার আগমনের পর অন্যান্য আম্বিয়া ‘আলাইহিস সালাম যেমন, হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ ‘আলাইহিস সালামের আনীত শরী‘আত রহিত হয়ে গিয়েছে এবং সঙ্গত কারণেই প্রকৃত মূল ধর্মীয় গ্রন্থরূপে কেবল পবিত্র কুরআনই অবিকৃতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এর বিপরীতে অন্য কোনো আসমানী কিতাবের মূল কপি পৃথিবীর কোথাও বিদ্যমান নেই।

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান বন্ধুরা ‘বাইবেল’ নামক গ্রন্থকে “হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত, দাঊদ ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ যাবূর এবং হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল’ বলে প্রচার করে। কিন্তু বাস্তবতা, তথ্য প্রমাণ ও যুক্তি-বিবেচনার আলোকে বাইবেলকে কখনোই আল্লাহর নাযিলকৃত মূল তাওরাত, মূল যাবূর ও মূল ইঞ্জিল বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল যে ভাষায় নাযিল হয়েছে, সে ভাষায় প্রচলিত বাইবেলের সংস্করণ কপি থাকলেও ‘মূল’ হিসাবে স্বীকৃত কোনো উৎস তাতে নেই! বরং বাইবেলের উৎসমূল

হিসেবে খ্রিস্টসমাজে স্বীকৃত হলো ‘গ্রীক’ ভাষায় রচিত বাইবেল!

কাজেই প্রচলিত এ বাইবেলের প্রতি ঈমান আনা তথা এগুলোকে প্রকৃত আসমানী গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করা এবং তা মান্য করা জরুরী নয়। এ পুস্তকগুলোর ব্যাপারে আমাদের করণীয় হলো-

১. ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো ধরণের অনুসরণ না করা; বরং কুরআন-সুন্নাহ মতে আমল করা।

২. বিশ্বাস রাখার ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস রাখা যে, ‘এ সকল গ্রন্থের যে সকল কথা ও কাহিনী কুরআন-হাদীস সত্য বলেছে সেগুলো সন্দেহাতীতভাবে সত্য ও গ্রহণযোগ্য। আর যেগুলোকে কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে সেগুলো নিঃসন্দেহে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত। আর যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন-হাদীস নীরব; সত্য বা মিথ্যা কোনো মন্তব্য করেনি, সেগুলোর ব্যাপারে আমারও মন্তব্য করবো না, নীরব থাকবো। অর্থাৎ আমরা সেগুলোকে সত্য বলেও গ্রহণ করবো না, আবার সরাসরি মিথ্যাও বলবো না। সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم

“তোমরা আহলে কিতাব [ইয়াহুদী-খ্রিস্টান]-কে [তাদের কিতাবের ব্যাপারে] সত্যায়নও করো না, আবার মিথ্যা

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

প্রতিপন্নও করো না।" [সহীহ বুখারী; باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها]

বাইবেল পরিচিতি

গ্রীক biblion ল্যাটিন biblia ও ইংরেজি bible শব্দটির অর্থ 'গ্রন্থমালা'। খ্রিস্টানরা যে গ্রন্থকে বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দাস নামে অভিহিত করে তার দু'টি অংশ রয়েছে-

১. Old Testament (পুরাতন নিয়ম)। এ অংশে মোট ৩৯ টি পুস্তক রয়েছে। এরমধ্যে আদি পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ, রাজাবলী, গীতসংহিতা, হিজকিল নামক পুস্তক উল্লেখযোগ্য। পুরাতন নিয়মের ৩৯টি পুস্তকের প্রথম পাঁচটি পুস্তককে তারা "তাওরাত" এবং "গীত সংহিতা" পুস্তককে "যবুর" বলে।

২. New Testament (নতুন নিয়ম)। এ অংশে মোট ২৭টি পুস্তক রয়েছে। এরমধ্যে মথি, মার্ক, লূক, যোহন(যোহন), প্রেরিত, রোমীয়, করিন্থীয়, গালাতীয়, পিতর নামক পুস্তক অন্যতম। নুতন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তককে তারা ইঞ্জিল বলে। এই মোট ৬৬টি গ্রন্থের সমষ্টিকে খ্রিস্টানরা "বাইবেল" বলে থাকে।

উল্লেখ্য, বাইবেলের পুস্তকের উল্লিখিত সংখ্যাটি প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের বাইবেল অনুসারে। মূল গ্রীক বাইবেল বা ক্যাথলিক বাইবেলের পুস্তকের সংখ্যা ৭৩টি। প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথার [১৫২৯খৃ] ৭টি পূর্ণ পুস্তককে জাল বলে বাতিল করেন। বাকি পুস্তকগুলো থেকেও অনেক অধ্যায় ও আয়াত বাতিল করেন। এজন্য প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে বইয়ের সংখ্যা ৬৬টি।

TOP

ক্যাথলিক বাইবেল বাংলায় ‘পবিত্র বাইবেল’, ‘জুবিলী বাইবেল’ নামে পরিচিত। প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলটি ‘পবিত্র বাইবেল’ নামে প্রথম উইলিয়াম কেরি কর্তৃক অনূদিত ও বিভিন্ন সময়ে পরিমার্জিত হয়ে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক ‘কিতাবুল মোকাদ্দাস’ নামে প্রকাশিত।

ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণের আলোকে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, খ্রিস্টানরা যে গ্রন্থগুলোকে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল নাম দিয়ে থাকে, এ তিনটি কিতাবের কোনটিই আল্লাহর অবতীর্ণ প্রকৃত তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল নয়।

তাওরাত নাযিল হয়েছিল হিব্রু ভাষায়, যাবূর গ্রিক ভাষায় আর ইঞ্জিল সুরয়ানী বা সেমিটিক ভাষায়। এ কিতাবগুলোর মূল বা অনুবাদ কিছুই আর এখন বর্তমান নেই। বাইবেল বলে যা প্রচলিত রয়েছে, তা মূলত বেনামী লেখক কর্তৃক ভিন্নভাবে সংকলিত পুস্তক, যার উপর দিয়ে যুগ পরম্পরায় সম্পাদনার ‘ঝড়’ বয়ে গেছে! যদ্দরুন বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলগুলোর সংস্করণগুলোর মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক বৈপরীত্য। তবে এ কথা সত্য যে, এ গ্রন্থগুলোতে আল্লাহ তা‘আলা এবং নবীগণের কিছু কিছু বাণী উদ্ধৃত হয়েছে মাত্র, কিন্তু দানা আর ভূসি মিলে গেলে যেভাবে দানাকে পৃথক করা সম্ভব হয় না, তেমনি এগুলো বিকৃতির এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, তার সত্যতা কুরআনের সহায়তা ছাড়া নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি কোনো বইয়ে আল্লাহর বাণী উদ্ধৃত হলেই কি সেটা আসমানী গ্রন্থ হয়ে যাবে? তাহলে তো মুসলিম মনীষীদের লেখা কুরআনের উদ্ধৃতি সংবলিত সকল গ্রন্থকেই কুরআন বলতে হবে...!! মোটকথা কোন গ্রন্থে

TOP

কারো বাণী উদ্ধৃত হওয়া আর সে গ্রন্থটি তার লিখিত হওয়া সম্পূর্ণই ভিন্ন বিষয়।

কুরআনের আলোকে বাইবেল পর্যালোচনা

কোনো গ্রন্থকে আসমানী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করার পূর্বশর্ত হলো-

১. সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, গ্রন্থটি কোনো নবীর মাধ্যমে লিখিত হয়েছে।

২. সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, উক্ত নবী গ্রন্থটিকে যেভাবে রেখে গেছেন, হুবহু কোনো ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ছাড়া গ্রন্থটি 'অবিচ্ছিন্ন সূত্রে' আমাদের নিকট পৌঁছেছে। *সূত্র: নবী-রাসূল থেকে কে বা কারা গ্রন্থটিকে লিখিত পান্ডুলিপি ও মৌখিক শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, অতঃপর তাদের থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন- এভাবে বর্তমান বর্ণনাকারী পর্যন্ত তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকবে এবং সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সুপরিচিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজ নিজ যুগে স্বীকৃত হতে হবে, যাদের বুদ্ধি, বিশ্বস্ততা, সততা ও ধার্মিকতা হবে প্রশ্নাতীত।*

'ঐশী গ্রন্থ' হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক এ শর্ত দু'টি মসুলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। আমাদের খ্রিস্টান বন্ধুরাও তা ভালো করে জানেন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ-এর ধারাবাহিকতায় আজ ১৪ শত বছর পর পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে লক্ষ, কোটি 'হাফেযে কুরআন' -এর হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কালামকে সংরক্ষণ

করেছেন। এই ১৪ শত বছরের মধ্যে যদি কোনো যুগে বিদ্যমান কুরআনের সকল কপিও বিলুপ্ত করে দেওয়া হতো, কিংবা বর্তমানেও যদি এমনটি করা হয়, তবে লক্ষ, কোটি হাফেযে কুরআনের হৃদয় থেকে তা পুনরায় সম্পূর্ণ অবিকৃতরূপে এমনকি স্বরচিহ্ন- সহ লিখে ফেলা সে যুগেও যেমন সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ছিলো না, বর্তমানেও সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য নয়!

দ্বিতীয়ত, নবীজীর হাদীস হিসেবে স্বীকৃত বাণীগুলো মহান আল্লাহ এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, প্রত্যেকটি হাদীসের বর্ণনাকারী থেকে নিয়ে নবীজী পর্যন্ত 'অবিচ্ছিন্ন সূত্র' পরম্পরা রয়েছে। আজ চৌদ্দশত বছর পরও যখন কোনো নবীর ওয়ারিস আলেমে দ্বীন কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি নবীজী থেকে নিজ পর্যন্ত সে হাদীস বর্ণনাকারীদের অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সহজেই বলে দিতে পারবেন। এমনকি বর্ণনাকারীদের যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, সততা ও ধার্মিকতার বিষয়েও সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তিনি উল্লেখ করতে পারবেন!

আল্লাহ তা'আলা অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরার নেয়ামত ও ঐশ্বর্য কেবল উম্মতে মুহাম্মাদীকে দিয়েছেন। আর তা এ কারণে যে, শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরী'আত অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পালনীয় একমাত্র ঐশী গ্রন্থ!

বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল বলে খ্যাত বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে 'ঐশী গ্রন্থের' এ

শর্ত দু'টি কোনোভাবেই পাওয়া যায় না। কুরআন-হাদীস এবং বাইবেলের উদ্ধৃতি থেকে আমরা আমাদের দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ দিচ্ছি-

আহলে কিতাব [ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা] যে তাদের আসমানী কিতাব বিকৃত করে ফেলেছে, এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "সুতরাং ধ্বংস সে সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে অতঃপর (মানুষকে) বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ হতে' যাতে তার মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে, সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।" (সূরা বাক্বারা: আয়াত নং ৭৯)

হাদীসের আলোকে বাইবেল পর্যালোচনা.

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা 'আহলে কিতাব' (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়) -এর কাছে ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে কেন জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ এবং তাজা সংবাদ। তোমরা তা পাঠ করে থাক, তাতে ভুলের কোন আশঙ্কা নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (কুরআনে) বলে দিয়েছেন যে, তারা তাদের কিতাব তথা তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিকৃতি সাধন করেছে এবং নিজেদের হাতে সেগুলোতে পরিবর্তন করেছে। অতঃপর (তারা লোকদেরকে) বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ হতে' যাতে তার মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

করতে পারে। আল্লাহর কসম! আহলে কিতাবদের কেউই তো তোমাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব কুরআন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে না! (তাহলে তোমরা কেন জিজ্ঞেস কর?) - *সহীহ বুখারী; হাদীস নং ২৬৮৫*

বাইবেলের আলোকে 'পুরাতন নিয়ম' পর্যালোচনা

খ্রিস্টধর্মে প্রচলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তককে তাওরাত নাম বলে নামকরণ করা হয়। অথচ যদি বাইবেল গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে মতভিন্নতার সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। পাঠক লক্ষ্য করুন-

১. পুরাতন নিয়মের ৩৯টি পুস্তকের প্রথম যে পাঁচটি পুস্তককে "তাওরাত" বলা হচ্ছে, তার লেখক প্রসঙ্গে কিতাবুল মোকাদ্দাসে বলা হয়েছে যে, এর লেখক হলো হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম! কিতাবুল মোকাদ্দাসের এ বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টানদের কথিত তাওরাত আল্লাহর অবতীর্ণ তাওরাত নয়। কেননা, কুরআনে *(সূরা আরাফ: আয়াত নং ১৪৫)* বলা হয়েছে, তাওরাত মূসা 'আলাইহিস সালাম নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কাষ্ঠফলকে লিখে মূসা 'আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

২. "তাওরাতের লেখক হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম" খ্রিস্টান বন্ধুদের এ দাবীও সঠিক নয়; কেননা, তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ (৩৪: ৫-৮) - এ মূসা 'আলাইহিস সালামের মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে-

"তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে গমন করিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎ-পিয়োরে সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাহাকে কবর দিলেন,

কিন্তু তাহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশির বয়স এক শত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল। তাহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও তাহার তেজও হ্রাস হয় নাই। পরে ইস্রায়েল সন্তানগণ মোশির নিমিত্ত মোয়াবের তলভূমিতে ত্রিশ দিন রোদন করিল, এইরূপে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের দিন সম্পূর্ণ হইল।" *(দ্বিতীয় বিবরণ: ৩৪: ৫-৮) সূত্র: 5 So Moses the servant of the Lord died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. 6 And He buried him in a valley in the land of Moab, opposite Beth Peor; but no one knows his grave to this day. 7 Moses was one hundred and twenty years old when he died. His eyes were not dim nor his natural vigor diminished. 8 And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days. So the days of weeping and mourning for Moses ended. (Deuteronomy 34:5-8; NKJV)*

এখন পাঠকই বিবেচনা করুন, লেখকের পক্ষে তার লিখিত বলে দাবী করা গ্রন্থে নিজের মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা কীভাবে সম্ভব?!!

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, তাওরাতের লেখক যখন আল্লাহ তা'আলা নন এবং নন মূসা 'আলাইহিস সালামও, তাহলে এর লেখক কে? এ প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, তাওরাত নামে খ্যাত এ পুস্তক আসলে অজ্ঞাতনামা কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর, যিনি জনসমাজে প্রচলিত হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামের বাণীসমূহকে পুঁজি করে নিজের মত করে এটা লিখেছিলেন। আর এটাই তথাকথিত তাওরাতের পঞ্চপুস্তকের মূল পাঠ। এ ব্যাপারে ইতিহাস থেকে কয়েকটি দলীল পেশ করছি-

TOP

১. বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালাম তাওরাতের পান্ডুলিপিটি ইস্রায়েল সন্তানগণের যাজক ও গোত্রপতিগণের নিকট সমর্পণ করে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা যেন সে পান্ডুলিপিটি সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষণ করত প্রতি সাত বছর পর পর সকল ইস্রায়েলের সামনে তা পাঠ করেন। *সূত্র: দ্বিতীয় বিবরণ ৩১: ১০-১১*

ইস্রায়েল সন্তানগণের প্রথম প্রজন্ম মোশির (হযরত মূসার) এই নির্দেশ মেনে চলে। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম পাপাচারিতা ও ধর্মদ্রোহিতায় ডবে যায়। শলোমনের (হযরত সুলাইমান ‘আলাইহিস সালাম) রাজত্বকালে যখন তিনি সিন্দুকটি খুলেন, তখন তাতে তাওরাতের কোনো অস্তিত্ব তিনি পাননি। সিন্দুকটির মধ্যে কেবল দু’টি তাওরাত-বহির্ভূত প্রাচীন প্রস্তরফলকই অবশিষ্ট ছিলো। বাইবেলের ১ম রাজাবলির ৮ম অধ্যায়ে ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, “সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিলো না, কেবল সেই দুইখানা প্রস্তরফলক ছিলো, যাহা মোশি হোরেবে তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন . . .”

২. খ্রিস্টপূর্ব ৯৭৫ অব্দে হযরত সুলাইমান ‘আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর তার পুত্র ‘রাহবিআম’ (Rehoboam) ইসরাঈলীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তার অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে হযরত ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালামের দশজন পুত্রের বংশধরগণ তাঁর অপর দুই পুত্র হযরত ইউসুফ ‘আলাইহিস সালাম ও বিনইয়ামীন-এর বংশধরগণ থেকে পৃথক হয়ে ফিলিস্তিনের উত্তরদিকে একটি ভিন্ন রাষ্ট্র কায়েম করে। ফলে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় দু’টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়- (১) ফিলিস্তিনের দক্ষিণ ভূখন্ডে ‘যুডা’ (Judah)

TOP

রাষ্ট্র, যার রাজধানী ছিলো জেরুসালেম (Jerusalem) এবং তার নেতৃত্ব ছিলো ‘রাহবিআম’ (Rehoboam)-এর হাতে (২) বিদ্রোহী দশ গোত্রের সমন্বয়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তিনের উত্তর ভূখন্ডে ‘ইসরাঈল’ (Israel), যার রাজধানী ছিলো ‘স্যামারীয়া’ (Samaria)।

এ দু’টি রাষ্ট্র গঠন করলেও ইয়াহুদীরা এখানে তাদের ধর্মীয় স্বকীয়তা বেশিদিন বজায় রাখতে সক্ষম হননি। দু’টি রাষ্ট্রই একসময় পৌত্তলিকতা আর মূর্তিপূজায় চরমভাবে জড়িয়ে পড়ে। কাজেই মূর্তিপূজক জাতির দ্বারা যে তাওরাতের সংরক্ষণ সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। *সূত্র: ইয়াহুদীদের বিস্তারিত ইতিহাস জানার জন্য দেখুন ইয়াহুদী ঐতিহাসিক ‘শাহিন বেক ম্যকারিয়াস’ কৃত আরবী ইতিহাস গ্রন্থ ‘তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন’ (প্রকাশ: মিসর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ)*

৩. উপরন্তু ধর্মীয় এ অস্থিরতার মুহুর্তে আল্লাহ তা‘আলা ‘ইসরাইল রাষ্ট্রের’ উপরে ‘আশুরী’ জাতিকে চাপিয়ে দেন। খ্রিস্টপূর্ব ৭৪০ অব্দে আশুরীয় (Assyrians) সম্রাট Tiglath-Pileser III (745-727 BC) (তৃতীয় তিগলাস পিলেসার) ইসরাইল রাষ্ট্রের উপর বিভিষিকাময় তান্ডব চালান। এ সময় ইয়াহুদীদের একটি বড় অংশকে তিনি বর্তমান জর্ডানের কোনো এক স্থানে বন্দী করে নিয়ে যান। এরপর খ্রিস্টপূর্ব ৭২১ অব্দে আশুরী সম্রাট Sargon II (722-705 BC) (দ্বিতীয় সারগন) বেঁচে যাওয়া ইসরাঈলীদেরকে বন্দী করে ইরাকে নিয়ে যান। এভাবেই ইসরাঈল রাষ্ট্রের পতন ঘটে। ইসরাঈল রাষ্ট্রের পতন ঘটলেও দক্ষিণ ভূখন্ডের ‘জুডা’ (Judah) রাষ্ট্রটি তখনও ছিলো, যদিও কালক্রমে তা পরিণত হয়েছিলো

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

একটি মূর্তিপূজক রাষ্ট্রে। খ্রিস্টপূর্ব ৬১০ অব্দে মিসরীয়রা বেঁচে যাওয়া যুডা রাষ্ট্রের ইসরাঈলীদের উপর হামলা চালায় এবং তাদেরকে গোলামীর জীবন যাপনে বাধ্য করে। *সূত্র: ১ রাজাবলি ১৫: ২৫-২৬, তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন: পৃ. ২৫-২৬* এই তান্ডব এবং পলায়নরত অবস্থায় ইসরাঈলীদের জন্য তাওরাত সংরক্ষণ করা কীভাবে সম্ভব ছিলো?

৪. এর পরবর্তী সময়ে হযরত দাউদ 'আলাইহিস সালাম -এর বংশের শাসক Josiah, son of Amon (যোশিয়া বিন আমোন) খ্রিস্টপূর্ব ৬৪১ অব্দের কাছাকাছি সময়ে 'জুডা' (Judah) রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তার রাজত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাওরাতের কোনো প্রসিদ্ধি বা প্রচলন পাওয়া যায় না। তার সিংহাসনে আরোহণের ১৮ বছর পরে হিল্কিয় মাহাযাজক (Hilki'ah the high priest) 'সদাপ্রভুর গৃহে' অর্থাৎ যিরুশালেমের ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দিরের মধ্যে মূসা 'আলাইহিস সালামের তাওরাত পেয়েছেন বলে দাবী করেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, হিল্কিয় মাহাযাজক কর্তৃক তাওরাত প্রাপ্তির আগে 'সদাপ্রভুর গৃহ' দুই বার [আশুরিয়্যীনওমিসরীয়দের দ্বারা] লুণ্ঠিত হয়ে তা প্রতিমাগৃহে পরিণত হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত, সদাপ্রভুর গৃহের রক্ষক, প্রতিমাপূজারীগণ প্রতিনিয়তই এ ঘরে প্রবেশ করতো, তা সত্ত্বেও তারা কেউ তাওরাতটি দেখতে পাবে না- এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কাজেই বাস্তবতা এটাই যে, হিল্কিয় মাহাযাজক নিজে এ তাওরাত সংকলন করে হযরত মূসা

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

'আলাইহিস সালামের নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন! কাজেই তাওরাতের এ কপিটি মোটেও নির্ভরযোগ্য ছিলো না।

৫. এর কয়েক বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে যখন ব্যবিলন সম্রাট বুখতে নসর (Nebuchadnezzar II) *সূত্র: 1 now it came to pass in the ninth year of his reign, in the tenth month, on the tenth day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon and all his army came against Jerusalem and encamped against it; and they built a siege wall against it all around. 2 So the city was besieged until the eleventh year of King Zedekiah. (2 Kings 25:1-2; NKJV) বাদশাহ বুখতে নসরের হামলার বিবরণের জন্য পাঠক আরো দেখুন: (Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book VIII, ch. 6-8)*

জেরুসালেম নগরী ধ্বংস করে সকল ইয়াহুদীকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে যান, তখন এই অনির্ভরযোগ্য ও সূত্রবিহীন কপিটির প্রায় পুরোটুকুই হারিয়ে যায় এবং তাওরাত বা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পূর্বেকার সকল গ্রন্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে একেবারেই বিলীন হয়ে যায়।

৬. ইয়াহুদীরা দাবী করে, ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ইযরা [হযরত উযায়ের 'আলাইহিস সালাম] তাওরাত পুনরায় সংকলন করেছিলেন। যদি তাদের এ বক্তব্য মেনেও নেওয়া হয়, তবু বলতে হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সালে Antiochus (এন্টিওকাস) - এর হামলার পর সংকলিত এ পুস্তকগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়! *সূত্র: সূরা বনী ইসরাঈলে : ৫- ৭, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির উপর দু'টি হামলার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, প্রথম হামলার নায়ক ছিল সম্রাট দ্বিতীয় বুখতে নসর (Nebuchadnezzar II) খ্রিস্টপূর্ব সম্ভাব্য ৫৮৬ অব্দে। আর*

দ্বিতীয় হামলা সংঘটিত হয় রোমীয় সম্রাট এন্টিওকাস Antiochus এর মাধ্যম খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ অব্দে। তবে কারো কারো মতে- প্রথম হামলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূসা আলাইহিস সালামের পর থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত সকল হামলা এবং দ্বিতীয় হামলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈসা আলাইহিস সালামের পর থেকে আখেরী নবীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নির্যাতনসমূহ। এ ব্যাপারে ভিন্ন কিছু মতও রয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী: সূরা বনী ইসরাইল: ৫-৭ ও মা'আরিফুল কুরআন (মুফতী শফী রহ. কৃত): সূরা বনী ইসরাইল: ৫-৭)

ইয়াহুদীদের উপর আগ্রাসন এবং নিপীড়নের ব্যাপারে এন্টিওকাসের Antiochus আক্রমণ অন্যতম। সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত এন্টিওকাস ইয়াহুদীদের উপর গণহত্যা চালান। এটা এতটাই নির্মম ছিলো যে, ফিলিস্তিন ভূখন্ডে ইয়াহুদীদের রক্তের বন্যা বয়ে যায়! এ হামলার সময় তাওরাতের সমস্ত পুস্তক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এন্টিওকাসের এ হামলার বিবরণ রয়েছে 1 Maccabees (1:56-57) গ্রন্থে-

Any scrolls of law they found they tore up and burned. Whoever was found with a scroll of the covenant, and whoever observed the law, was condemned to death by royal decree.

'খোদায়ী আইন পুস্তকসমূহের এমন কোনো কপি ছিলো না, যা ফেঁড়ে ফেলা বা ভস্মীভূত করা হয়নি। এমন কোনো লোক পাওয়া গেলে যার নিকট এর কোনো কপি সংরক্ষিত আছে বা সে খোদার বিধি-বিধানের অনুসরণ করে (অর্থাৎ

ইয়াহুদী), রাজার নির্দেশ অনুসারে তাকে হত্যা করা হতো..! *সূত্র: এন্টিওকাসের* Antiochus *আক্রমণের বিবরণের জন্য পাঠক আরো দেখুন:* Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) 22/410

সম্রাট এন্টিওকাসের (Antiochus) - এর হামলার পরও বেশ কয়েকবার ইয়াহুদীরা গণহত্যা এবং নিধনের শিকার হন। এর মধ্যে ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus) - এর আগ্রাসন এবং ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হেডরিয়ান Hadrian *(117-138 CE) এর আগ্রাসন অন্যতম। (Titus) - এর পক্ষ হতে ইয়াহুদীরা ভয়াবহ হামলার শিকার হয়। হাজার হাজার ইয়াহুদীকে এ সময় সে হত্যা করে এবং তাদের বড় একটি অংশকে বন্দী করে। সম্রাট* Hadrian *এর আগ্রাসনও ছিলো অত্যান্ত ভয়াবহ। এ সময় তিনি ব্যাপকভাবে ইয়াহুদী নিধন করার পাশাপাশি* Jerusalem *(জেরুসালেম) শহরকে ধ্বংস করে দিয়ে ইয়াহুদেরকে ফিলিস্তিনের ভূখ- হতে তাড়িয়ে দেন এবং এ শহরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। ইয়াহুদী মুক্ত করে তিনি এখানে রোমীয় দেবতা 'জুপিটার'এর উপাসনালয় তৈরি করেন। (*Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) 22/416, *ডা. মাহমূদ আব্দুর রহমান কৃত ''মুযিযু তারীখিল ইয়াহুদ ওর্য়া রদ্দি আলা মাযায়িমিহিমিল বাতিলাহ: পৃ. ২৬০)*

ইয়াহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকরিয়াস বলেন-

এ সময়েই (তথা জেরুসালেম ধ্বংসের পর) ইসরাঈলীদের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। জেরুসালেমের ধ্বংসের পর ইয়াহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী

সময়ে সে সকল দেশেই তাদের ইতিহাস রচিত হয়, যেখানে তারা আবাস গড়েছিলো। নির্বাসিত সময়ে তারা বিভিন্ন নির্যাতন এবং নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। কেননা, (ফিলিস্তিনের দখলদার) রোমানরা তাদেরকে জেরুসালেমে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। (তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন: ৭৭)

ফিলিস্তিন ভূখন্ডে বিভিন্ন বাদশাহর উপর্যুপরি আক্রমণ এবং আগ্রাসনের দরুন ইয়াহুদীদের সহাবস্থান অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। পারসিকদের শাসনামলে ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর সহাবস্থানের আংশিক পরিবেশ তৈরি হলেও এ পর্যায়ে এসে তা পুরোপুরি ধ্বসে পরে। ফলে ইয়াহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিছু তো রয়ে গিয়েছিলো ব্যবিলনে, আর অবশিষ্টরা আরব, ইংল্যান্ড, জার্মানী, স্পেন, ইতালী, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার ছায়া এসব দেশেও তাদের পিছু ছাড়েনি। (তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন: ৮১-৯৫)

এই তান্ডব, গণহত্যা এবং পলায়নরত অবস্থায় ইয়াহুদীদের পক্ষে তাওরাত সংরক্ষণ করা কিভাবে সম্ভবপর ছিলো? উপরন্তু মুসলমানরা যেভাবে কুরআনে কারীমের হাফেয হয় এবং আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে যেভাবে মানুষের হৃদয়ে সংরক্ষণ করেছেন, তাওরাত সংরক্ষণের ব্যবস্থা তেমন ছিলো না। বর্তমান ইয়াহুদী জাতির প্রতি তাকালেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুরো পৃথিবীতে তাওরাত বলে খ্যাত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যে কয়জন 'হাফেয' পাওয়া যাবে, পৃথিবীর একটি ছোট্ট মুসলিম দেশ বাংলাদেশের ছোট একটি জেলার

TOP

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

ক্ষুদ্র একটি গ্রামেও তার চেয়ে বেশি সংখ্যক কুরআনে কারীমের হাফেয পাওয়া যাবে। কাজেই তাওরাতের লিখিত কপি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর স্মৃতিশক্তি থেকে তাওরাত সংকলনের কথাও চিন্তা করা যায় না!

বাইবেলের আলোকে 'নতুন নিয়ম' পর্যালোচনা

নতুন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তক মথি, মার্ক, লূক, যোহন (যোহন) নামে প্রচারিত সুসমাচারগুলোকে তারা ইঞ্জিল বলে অভিহিত করে।

নতুন নিয়মের যে চারটিকে ইঞ্জিল বলা হচ্ছে, তা মূলত পৌলীয় ধর্মের প্রাধান্য লাভের পর তার অনুসারীদের দ্বারা গ্রীক ভাষায় সংকলিত বেনামী ইঞ্জিল। খ্রিস্টানরা নতুন নিয়মের ২৭টি পুস্তকের সমষ্টিকে বাইবেল বললেও খ্রিস্টানদের গির্জা কর্তৃক স্বীকৃত ইঞ্জিলের পুস্তক চারটি এবং অধিকাংশ খ্রিস্টান বন্ধু মনে করেন, (যেমনটি ইঞ্জিল শরীফের বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে) ইঞ্জিল শরীফ নামে খ্যাত এ চারটি পুস্তক রচনা করেছেন, ঈসা 'আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনয়নকারী একান্ত অনুগত বারজন শিষ্যের অন্যতম চারজন শিষ্য। যথা: মথি, মার্ক, লূক ও যোহন ওরফে ইউহোন্না। এছাড়া বাকি ২৩টি পুস্তককে বিগত দুই হাজার বৎসরে কোনো একজন খ্রিস্টানও 'ইঞ্জিল' বলে দাবি করেননি। [যদিও বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ জেনেশুনে ২৭ গ্রন্থের এ পুস্তকের পুরোটাকেই "ইঞ্জিল শরীফ" নামে আখ্যায়িত করে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোকাদিচ্ছে।] যে চারটি পুস্তককে খ্রিস্টান বন্ধুগণ ইঞ্জিল বলে প্রচার

করছেন, সেগুলোও আল্লাহর নাযিলকৃত মূল ইঞ্জিল কখনই নয়। এর কিছু তথ্য প্রমাণ নিম্নরূপ-

১. বাইবেলের নামকরণ প্রসঙ্গ

মূল গ্রীক বা ইংরেজি বাইবেলে এগুলোর নাম নিম্নরূপ:

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Saint Matthew (সাধু মথির মতানুসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল)

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Saint Mark (সাধু মার্কের মতানুসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল)

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Saint Luke (সাধু যোহনের মতানুসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল)

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Saint Luke (সাধু লুকের মতানুসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল)

তারমানে এগুলোর ইঞ্জিল হওয়ার বিষয়টি নিছক 'ব্যক্তির মত'। আর কোনো ব্যক্তির মতানুসারে একটি গ্রন্থ নিশ্চয় 'আসমানী গ্রন্থ' - এর মর্যাদা পেতে পারে না!

২. বাইবেলের লেখক প্রসঙ্গ

খ্রিস্টধর্মে দাবী করা হয় যে, "কথিত ইঞ্জিলের চার পুস্তকের লেখক হলেন ঈসা 'আলাইহিস সালামের বারজন শিষ্যের অন্যতম চারজন"। কিন্তু এ দাবী সঠিক নয়, বরং অজ্ঞাতনামা কেউ তা লিখে উল্লিখিত চারজন শিষ্যের নামে চালিয়ে দিয়েছে। সত্যাশ্রয়ী অনেক খ্রিস্টান পন্ডিতও তা স্বীকার করেছেন-

TOP

(ক) ইংল্যান্ডের চিচেস্টার (Chichester) ক্যাথিড্রালের পাদ্রী জে. বি. ফিলিপ্স 'মথিলিখিত ইঞ্জিলের ভূমিকায় লিখেছেন: *Early tradition ascribed this Gospel to the apostle Matthew, but scholars nowadays almost all reject this view.*

"প্রাচীন ঐতিহ্য প্রথম সুসমাচারের রচনা কার্যকে প্রেরিত মথির প্রতি আরোপ করেছিল, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের প্রায় সকলেই আজকাল এ মত পরিত্যাগ করেছেন"।

(খ) বাইবেলের ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশনের ভাষ্যকাররা বলেন:
The majority of critics do not accept the hypothesis that the Gospel was written by John, although this possibility cannot be entirely ruled out. Everything points however towards the fact that the text we know today had several authors. সূত্র: Bucaille, The Bible, The Qur'an, and Science, 54.

'আজ যোহনের নামে যে সুসমাচারটি আমরা পাচ্ছি, তার লেখক ছিলেন একাধিক ব্যক্তি।

(গ) খ্রিস্টান পন্ডিতদের লেখা ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার Biblical Literature - এর বক্তব্য হলো-
Indeed, until c. AD 150, Christians could produce writings either anonymously or preudonymously - i.e., using the name of some acknowledged important biblical or apostolic figure. The practice was not believed to be either a trick or fraud.

১৫০ খৃস্টাব্দের দিকে যে কোনো খ্রিস্টান নাম প্রকাশ না করে, অথবা কোনো প্রসিদ্ধ বাইবেলীয় ব্যক্তিত্ব বা যীশুর

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

শিষ্যদের নামে বই লিখতে পারতো। এরূপ কর্মকে ছলচাতুরি বা প্রতারণা বলে গণ্য করা হতো না।

কাজেই সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, অজ্ঞাত কেউ মথি, মার্ক, লূক, যোহন নাম দিয়ে এগুলোকে তাদের লিখিত বাইবেল বলে প্রচার করেছে।

(ঘ) আর লূক তো হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের মনোনীত বারজন শিষ্যের তালিকায় তার নাম নেই। উপরন্তু মথি এবং লূকের বর্ণনায় উল্লিখিত সে বারোজন শিষ্যের নামের মধ্যেও রয়েছে মতবিরোধ। পাঠক লক্ষ করুনঃ সেই বারো জন প্রেরিতের নাম এই এই- প্রথম, শিমোন, যাঁহাকে পিতর বলে, এবং তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের পুত্র যাকোব এবং তাঁহার ভ্রাতা যোহন, ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও করগ্রাহী মথি, আল্ফেয়ের পুত্র যাকোব ও থদ্দেয়, কানানী শিমোন এবং ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, যে তাঁহাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিল। *(মথি ১০: ২-৪)*

আর লূকের বর্ণনায় রয়েছে, "পরে যখন দিবস হইল, তিনি আপন শিষ্যগণকে ডাকিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে বারো জনকে মনোনীত করিলেন, আর তাঁহাদিগকে প্রেরিত নাম দিলেন- শিমোন, যাঁহাকে তিনি পিতর নামও দিলেন, ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এবং যাকোব ও যোহন, এবং ফিলিপ এবং বর্থলময়, এবং মথি ও থোমা, এবং আল্ফেয়ের [পুত্র] যাকোব ও উদ্যোগী আখ্যাত শিমোন, যাকোবের [পুত্র] যিহূদা, এবং ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, যে তাঁহাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করে।" *(লূক ৬: ১৩-১৬) সূত্র: 2 Now the names of the twelve apostles are these: first, Simon, who is called Peter,*

and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; 3 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; 4 Simon the Cananite,and Judas Iscariot, who also betrayed Him. (Matthew 10:2-4; NKJV). 13 And when it was day, He called His disciples to Himself; and from them He chose twelve whom He also named apostles: 14 Simon, whom He also named Peter, and Andrew his brother; James and John; Philip and Bartholomew; 15 Matthew and Thomas; James the son of Alphaeus, and Simon called the Zealot; 16 Judas the son of James, and Judas Iscariot who also became a traitor. (Luke 6:13-16; NKJV)

পাঠক! উভয় বর্ণনাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। মথি এবং লূক- কারো বর্ণনাতেই ‘লূক’ -এর নাম নেই। দ্বিতীয়ত, মথির বর্ণনায় ‘থদ্দেয়’ -এর নাম রয়েছে, যা লূকের বর্ণনায় নেই। আর লূকের বর্ণনায় ‘যাকোবের [পুত্র] যিহূদা’র নাম রয়েছে, যা মথির বর্ণনায় নেই. . ! !

(ঙ) যোহন লিখিত সুসমাচারে (২১:২৪-২৫) রয়েছে, সুসামাচারের লেখক লিখছেন “২৪ সেই শিষ্যই এ সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং এই সকল লিখিয়াছেন; আর আমরা জানি, তাহার সাক্ষ্য সত্য। ২৫ যীশু আরও অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না।’ *সূত্র: 24 This is the disciple who testifies of these things, and wrote these things; and we know that his testimony is true. 25 And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. (John 21:24-25; NKJV)*

এই আয়াত দু'টির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা হলে এবং "আমার" ও "আমরা"- এর সঙ্গে "সেই শিষ্য". . . ও "তাহার". . . তুলনা করা হলে, এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, "সেই শিষ্য" ও "তাহার" দ্বারা লেখক যোহনকে বুঝিয়েছেন এবং "আমার" ও "আমরা" দ্বারা নিজেকে/ নিজেদেরকে বুঝিয়েছেন। এর স্পষ্ট অর্থ তো এটাই যে, যোহন এবং এ সুসমাচারের লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই ব্যক্তি! এই অজ্ঞাত লেখক যোহনের লিখিত কিছু পেয়েছিলেন, অতঃপর তিনি তা নিজের পছন্দমত কমবেশি করে নিজের ভাষায় লিখেছেন!

সারকথা, খ্রিস্টানদের গির্জা কর্তৃক ইঞ্জিল হিসেবে স্বীকৃত চার পুস্তকের লেখকও অজ্ঞাতনামা। অবশিষ্ট ২৩টির ১৪টি যে পলের চিঠি তা তারাও মানে। অথচ সেন্ট পল নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার সব কথাই ঈশ্বরের আদেশে লেখা হয় নাই। *(১ করিন্থীয় ৭: ১২, ২৫) সূত্র: 12 But to the rest I, not the Lord, say: If any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. 25 Now concerning virgins: I have no commandment from the Lord; yet I give judgment as one whom the Lord in His mercy has made trustworthy. (1 Corinthians 7:12, 25; NKJV)*

৩. বাইবেলের ভাষা প্রসঙ্গ

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম কথা বলতেন 'আরামাইক' ভাষায়, (আরবীতে 'আরামিয়া') যা মূলত 'হিব্রু' ভাষার একটি আঞ্চলিক রূপ। আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিল শরীফ এ ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে 'মূল' - এর খেতাব পাওয়া ইঞ্জিল হলো গ্রীক ভাষায় রচিত। হিব্রু

TOP

ভাষায় সংকলিত বাইবেলের মূল ইঞ্জিল দুনিয়া থেকে অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি হিব্রু ভাষার কোনো বাইবেল সংস্করণ খ্রিস্টসমাজের কাছে 'মূল' -এর খেতাবও লাভ করেনি। কাজেই গ্রীক [কিংবা অন্য কোনো] ভাষায় সংকলিত ইঞ্জিল কিভাবে হিব্রু ভাষায় নাযিলকৃত মূল আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিল হতে পারে?

৪. স্ববিরোধী বক্তব্য প্রসঙ্গ

দ্বিতীয়ত তাদের কথিত ইঞ্জিলে স্ববিরোধী বক্তব্য রয়েছে। এটা স্পষ্টতই এ কথা প্রমাণ করে যে, তাদের কথিত ইঞ্জিল প্রকৃত আসমানী গ্রন্থ নয়। একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন- মথি এবং লূক উভয়ে যীশুর বংশ তালিকা প্রদান করেছেন, *সূত্র: মথি ১: ১-১৬ ও লূক ৩: ২৩-৩৮, 1 The book of the genealogy of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham: 2 Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers. 3 Judah begot Perez and Zerah by Tamar, Perez begot Hezron, and Hezron begot Ram. 4 Ram begot Amminadab, Amminadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon. 5 Salmon begot Boaz by Rahab, Boaz begot Obed by Ruth, Obed begot Jesse, 6 and Jesse begot David the king. David the king begot Solomon by her who had been the wife of Uriah. 7 Solomon begot Rehoboam, Rehoboam begot Abijah, and Abijah begot Asa. 8 Asa begot Jehoshaphat, Jehoshaphat begot Joram, and Joram begot Uzziah. 9 Uzziah begot Jotham, Jotham begot Ahaz, and Ahaz begot Hezekiah. 10 Hezekiah begot Manasseh, Manasseh begot Amon, and Amon begot Josiah. 11 Josiah begot Jeconiah and his brothers about the time they were carried away to Babylon. 12 And after they were brought to Babylon, Jeconiah begot Shealtiel, and Shealtiel begot Zerubbabel. 13 Zerubbabel begot Abiud, Abiud begot Eliakim, and Eliakim begot Azor. 14 Azor begot Zadok, Zadok begot Achim, and Achim begot Eliud. 15 Eliud begot Eleazar, Eleazar begot Matthan, and Matthan*

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

begot Jacob. 16 And Jacob begot Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus who is called Christ. (Matthew 1:1-16; NKJV)

23 Now Jesus Himself began His ministry at about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, the son of Heli, 24 the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janna, the son of Joseph, 25 the son of Mattathiah, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai, 26 the son of Maath, the son of Mattathiah, the son of Semei, the son of Joseph, the son of Judah, 27 the son of Joannas, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri, 28 the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er, 29 the son of Jose, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi, 30 the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim, 31 the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattathah, the son of Nathan, the son of David, 32 the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon, 33 the son of Amminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah, 34 the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, 35 the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah, 36 the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech, 37 the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Cainan, 38 the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. (Luke 3:23-38; NKJV)

কিন্তু উভয়ের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য স্ববিরোধিতা। পাঠক! লক্ষ্য করুন-

(ক) যীশুর দাদার নাম প্রসঙ্গ: মথি বলেন, ‘যাকোব’। কিন্তু লূক বলেন, ‘এলি’!

(খ) মথির বর্ণনামতে, যীশু দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশধর। লূক থেকে জানা যায় যে, যীশু দায়ূদের পুত্র নাথন- এর বংশধর।

(গ) মথির ভাষ্যমতে দায়ূদ থেকে ব্যবিলনের নির্বাসন পর্যন্ত যীশুর পূর্বপুরুষগণ সকলেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। লূকের বর্ণনায় দায়ূদ ও নাথন বাদে যীশুর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেউই রাজা বা কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না।

(ঘ) মথির বর্ণনামতে দায়ূদ থেকে যীশু পর্যন্ত উভয়ের মাঝে ২৬ প্রজন্ম। আর লূকের বর্ণনামতে উভয়ের মাঝে ৪১ প্রজন্ম।

৫. অপবিত্র কথাবার্তা: আল্লাহ পাক প্রসঙ্গে

বাইবেল প্রকৃত আসমানী গ্রন্থ ‘ইঞ্জিল’ না হওয়ার একটি সুস্পষ্ট দলীল হলো, এতে মহান আল্লাহ পাক সম্পর্কে অপবিত্র কথাবার্তা রয়েছে-

(ক) যাত্রাপুস্তক ৩৪: ৬- ৭ -এর বর্ণনামতে স্রষ্টা অপরাধীর অপরাধের জন্য নিরপরাধকে শাস্তি দেন। পিতার অপরাধের কারণে ৪ পুরুষ পর্যন্ত বংশধরগণ শাস্তি পাবে বলে বিধান দিয়েছেন। *সূত্র: 6 And the Lord passed before him and proclaimed, "The Lord, the Lord God, merciful and gracious, longsuffering, and abounding in goodness and truth, 7 keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation." (Exodus 34:6-7; NKJV)*

(খ) আদিপুস্তক ৩২: ২৪- ৩০ -এর বর্ণনামতে আল্লাহ সারারাত ধরে ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালামের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেন! শেষ রাতে ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালাম তাকে ছেড়ে

দেন!! এজন্য ইয়াকুবের নাম হলো “ইসরাঈল” অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে মল্লযুদ্ধকারী!!! *সূত্র: 24 Then Jacob were left alone; and a Man wrestled with him until the breaking of day. 25 Now when He saw that He did not prevail against him, He touched the socket of his hip; and the socket of Jacob's hip was out of joint as He wrestled with him. 26 And He said, "Let Me go, for the day breaks." But he said, "I will not let you go unless you bless me!" 27 So He said to him, "What is your name?" He said, "Jacob." 28 And He said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel; for you have struggled with God and with men, and have prevailed." 29 Then Jacob asked, saying, "Tell me your name, I pray." And He said, "Why is it that you ask about my name?" And He blessed him there. 30 So Jacob called the name of the place Peniel: "For I have seen God face to face, and my life is preserved." (Genesis 32:24-30; NKJV)*

৬. অপবিত্র কথাবার্তা: আম্বিয়া 'আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে

আম্বিয়া 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে প্রচলিত বাইবেলে অনেক অশ্লীল কথাবার্তা রয়েছে, যা প্রমাণ করে, প্রচলিত বাইবেল কখনই আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিল নয়।

(ক) বাইবেলের বর্ণনামতে আম্বিয়া 'আলাইহিস সালাম এবং তাদের সন্তানগণ ছিলেন ব্যাভিচারী ও ধর্ষক *সূত্র: আদিপুস্তক 19:31-38 31 Now the firstborn said to the younger, "Our father is old, and there is no man on the earth to come in to us as is the custom of all the earth. 32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve the lineage of our father." 33 So they made their father drink wine that night. And the firstborn went in and lay with her father, and he did not know when she lay down or when she arose. 34 It happened on the next day that the firstborn said to the younger, "Indeed I lay with my father last night; let us make him drink wine tonight also, and you go in and lie with him, that we may preserve the lineage of our father." 35 Then they made their father drink wine that night also.*

And the younger arose and lay with him, and he did not know when she lay down or when she arose. 36 Thus both the daughters of Lot were with child by their father. 37 The firstborn bore a son and called his name Moab; he is the father of the Moabites to this day. 38 And the younger, she also bore a son and called his name Ben-Ammi; he is the father of the people of Ammon to this day. (Genesis 19:31-38; NKJV) এবং মদ্যপ। *সূত্র: আদিপুস্তক 9:20-21 20 And Noah began to be a farmer, and he planted a vineyard. 21 Then he drank of the wine and was drunk, and became uncovered in his tent. (Genesis 9:20-21; NKJV)*

(খ) আদিপুস্তক ৯: ২০- ২৫ রয়েছে যে, হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম মদপান করে মাতাল হয়ে উলঙ্গ হন। তাঁর ছোট ছেলে হাম হঠাৎ পিতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেন। মাতলামী কাটার পর বিষয়টি জেনে নূহ ‘আলাইহিস সালাম ক্রুদ্ধ হয়ে হামের ছেলে কেনানকে অভিশাপ দেন! *সূত্র: 20 And Noah began to be a farmer, and he planted a vineyard. 21 Then he drank of the wine and was drunk, and became uncovered in his tent. 22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside. 23 But Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see their father's nakedness. 24 So Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done to him. 25 Then he said: "Cursed be Canaan; A servant of servants, He shall be to his brethren." (Genesis 9:20-25; NKJV)*

(গ) হযরত দাঊদ ‘আলাইহিস সালাম তাঁর এক প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে ধর্ষণ করেন। এতে উক্ত মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়লে তিনি তার স্বামীকে কৌশলে হত্যা করান এবং উক্ত মহিলাকে বিয়ে করেন। *(২ শমূয়েল ১১: ২- ৫, ১৪- ১৭) সূত্র: 2 Then it happened one evening that David arose from his*

bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. 3 So David sent and inquired about the woman. And someone said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" 4 Then David sent messengers, and took her; and she came to him, and he lay with her, for she was cleansed from her impurity; and she returned to her house. 5 And the woman conceived; so she sent and told David, and said, "I am with child." 14 In the morning it happened that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. 15 And he wrote in the letter, saying, "Set Uriah in the forefront of the hottest battle, and retreat from him, that he may be struck down and die." 16 So it was, while Joab besieged the city, that he assigned Uriah to a place where he knew there were valiant men. 17 Then the men of the city came out and fought with Joab. And some of the people of the servants of David fell; and Uriah the Hittite died also. (2 Samuel 11:2-5, 14-17; NKJV)

বাইবেলের আলোকে 'গীতসংহিতা' পর্যালোচনা

১. খ্রিস্টানদের বাইবেলের শুরুতে বলা হয়েছে, গীতসংহিতা তথা যবুর লিখেছেন হযরত দাউদ 'আলাইহিস সালাম। তবে তিনি পুরোটা লেখেননি। পক্ষান্তরে যাবুর শরীফ বা গীতসংহিতা নামে যে গ্রন্থটি রয়েছে, তার শুরুতে কিতাবুল মোকাদ্দাসে বলা হয়েছে, লেখক হযরত দাউদ 'আলাইহিস সালাম কমপক্ষে ৭৩টি কাওয়ালী লিখেছিলেন। আর যাদের নাম জানা যায় না, তারা লিখেছিলেন ৪৯টি কাওয়ালী। এছাড়া হযরত আসাফ ১২টি, কারুনের ছেলেরা ১০টি, হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম ১টি, হযরত এথন ১টি, হযরত হেমল ১টি এবং হযরত উযায়ের একটি কাওয়ালী লিখেছেন। কিন্তু সর্বমোট ১৫০টি কাওয়ালীর মধ্যে কোন্

কোন্টি দাউদ 'আলাইহিস সালামের আর কোন্ কোন্টি অন্যদের বা অজ্ঞাতনামা লেখকদের তা চিহ্নিত করা হয়নি।

তাদের এ কথা থেকেই প্রমাণ হয় যে, তাদের কথিত যবুর প্রকৃত আসমানী গ্রন্থ যবুর নয়। কেননা দাউদ 'আলাইহিস সালাম লিখেছেন বলে নির্ভরযোগ্য অবিচ্ছিন্ন কোন সূত্র খ্রিস্টানদের কাছে নেই। আর তাছাড়া অজ্ঞাতনামা লেখকদের লেখা গ্রন্থ কীভাবে আসমানী গ্রন্থ হতে পারে তা বোধ করি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের বোধগম্য নয়।

২. অধিকন্তু মঙ্গলবার্তা নামে কলকাতা হতে মুদ্রিত ক্যাথলিক ইঞ্জিলের (নবসন্ধি) শেষে সাম সঙ্গিত নামে এই যবুর কিতাবটি সংযুক্ত আছে। সেখানে ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, 'সাম সঙ্গিত রচয়িতাদের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা নেই! '

বাইবেলের অন্যান্য সুসমাচার প্রসঙ্গে

ইউশা 'আলাইহিস সালামকে ৬ষ্ঠ গ্রন্থটির লেখক বলা হয়। কিন্তু এতেও তার নিজের মৃত্যু ও দাফন করার স্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই স্পষ্টই বুঝা যায়, এ গ্রন্থটিও অজানা কেউ লিখে তার নামে চালিয়ে দিয়েছে।

৭নং গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'লেখক সম্ভবত হযরত শমূয়েল।' এর অর্থ হচ্ছে, এটাও অনিশ্চিত।

৮ থেকে ১২ এবং ১৭ ও ১৮নং গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এগুলোর লেখকের নাম জানা যায়নি।' ১৩ থেকে ১৬নং পর্যন্ত গ্রন্থগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'লেখক সম্ভবত হযরত উযায়ের 'আলাইহিস সালাম।' আর অবশিষ্ট গ্রন্থগুলো যাদের

নামে, তাদেরকেই লেখক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এগুলোর লেখকও হয় অজ্ঞাতনামা, নতুবা অনিশ্চিত।

যুক্তির আলোকে বাইবেল প্রসঙ্গ

কুরআন-হাদীস এবং বাইবেলের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের আলোকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে, খ্রিস্টান সমাজে প্রচলিত বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দাস আল্লাহর নাযিলকৃত তাওরাত বা ইঞ্জিল কিংবা যাবূর কোনটাই নয়, বরং তা মানবরচিত কিছু পুস্তিকার সংকলন মাত্র। যুক্তি ও বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকেও এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। পাঠক লক্ষ্য করুন-

১. যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া হয় যে, খ্রিস্টানরা তাদের বাইবেলের মধ্যকার কথিত তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূর-এর লেখক হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, উল্লিখিত ব্যক্তিরাই সংশ্লিষ্ট পুস্তকগুলো রচনা করেছেন, তবে তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, মনুষ্য রচিত গ্রন্থ কীভাবে আসমানী কিতাব হতে পারে?

২. বর্তমান বাইবেলে মোটামুটি তিন প্রকারের বাণী পাওয়া যায়।

(ক) আল্লাহর বাণী।
(খ) নবীর বাণী।
(গ) আল্লাহ ও নবী ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির বাণী।

কিন্তু অনুপাত হিসেবে সেখানে আল্লাহ ও নবীর বাণীর চেয়ে অন্য লোকদের বাণীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যহারে বেশী। সুতরাং এ কারণে বাইবেলকে ‘আল্লাহর কিতাব’ বলার পরিবর্তে

সাধারণ গ্রন্থ সাব্যস্ত করা ছাড়া উপায় নেই। নিম্নে কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা হল।

(ক) “কিন্তু পিতর এগার জনের সহিত দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিয়া কহিলেন “হে ইস্রায়েলীয়েরা, এই সকল কথা শুন। নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন সমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর-কর্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেরাই জান;” *(প্রেরিত ২: ১৪, ২২) সূত্র: 14 But Peter, standing up with the eleven, raised his voice and said to them, “Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. 22 “Men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a Man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through Him in your midst, as you yourselves also know.”* (Acts 2:14,22; NKJV)

(খ) “আর শলোমন তের বৎসর আপন বাটী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত থাকিলেন; পরে আপনার সমুদয় বাটীর নির্ম্মাণ সমাপন করিলেন। আর তিনি লিবানোন অরণ্যের বাটী নির্মাণ করিলেন; তাহার দীর্ঘতা একশত হস্ত, প্রস্থ পঞ্চাশ হস্ত ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত ছিল, তাহা চারি শ্রেণী এরসকাষ্ঠের স্তম্ভের উপরে স্থাপিত এবং স্তম্ভগুলির উপরে এরসকাষ্ঠের কড়ি বসান ছিল।” *(১ রজাবলি ৭: ১-২) সূত্র: 1 But Solomon took thirteen years to build his own house; so he finished all his house. 2 He also built the House of the Forest of Lebanon; its length was one hundred cubits, its width fifty cubits, and its height thirty cubits, with four rows of cedar pillars, and cedar beams on the pillars.* (1 Kings 7:1-2; NKJV)

(গ) “তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে

বৈৎ- পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশির বয়স একশত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও তাঁহার তেজও হ্রাস হয় নাই। পরে ইস্রায়েল- সন্তানগণ মোশির নিমিত্ত মোয়াবের তলভূমিতে ত্রিশ দিন রোদন করিল; এইরূপে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের দিন সম্পূর্ণ হইল।" *(দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪: ৫- ৮) সূত্র: 5 So Moses the servant of the Lord died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. 6 And He buried him in a valley in the land of Moab, opposite Beth Peor; but no one knows his grave to this day. 7 Moses was one hundred and twenty years old when he died. His eyes were not dim nor his natural vigor diminished. 8 And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days. So the days of weeping and mourning for Moses ended. (Deuteronomy 34:5-8; NKJV)*

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলো বক্তারূপে আল্লাহ বা কোনো নবীকে নির্দেশ করে না, বরং তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি দেখে অথবা শুনে অথবা নিজে এরূপ ভেবে এগুলো রচনা করেছেন। বস্তুত প্রত্যক্ষদর্শী বা শ্রোতার কিছু কিছু বাণীকে বাদ দিয়ে বাইবেলের অধিকাংশ পাঠই জনশ্রুতি থেকে লিখিত ইতিহাস।

জেরুসালেমের বাইবেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফাদার ডি. ভো (de Vaux) ১৯৬২ সালে লিখিত আদি পুস্তকের ফরাসী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন,

It was in the Sixteenth century that Calstadt noted that Moses could not have written the account of his own death in Deuteronomy (34:5-12).

ষোড়শ শতাব্দীতে কালস্ট্যাট যুক্তি পেশ করে বলেন, এই দ্বিতীয় বিবরণে (৩৪: ৫-১২) হযরত মূসার মৃত্যুর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা হযরত মূসার নিজের পক্ষে রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়। *সূত্র: Bucaille, The Bible, The Qur'an, and Science, 16.*

এ ছাড়া পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তিকার মধ্যে সাত শতেরও অধিক এমন বিবরণ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ এসব পুস্তিকার অবতীর্ণকারী তো নন-ই, এমনকি হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামও এগুলোর লেখক ছিলেন না।

এতে দেখা যাচ্ছে, বাইবেলের অধিকাংশ পাঠই অন্য লোকদের বর্ণিত পরোক্ষ বিবরণী। সেই তুলনায় সেখানে আল্লাহ ও নবীর বাণীকে খুবই সামান্য বলা যায়। অথচ খ্রিস্টনরা জেনে-বুঝেও এই সবকিছুকে একই মলাটের নিচে একই বাইবেলে সংকলন করে 'ঈশ্বরের বাণী' বলে চালিয়ে দিচ্ছে। এ দিকেই ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে বলা হয়েছে-

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

"তারা কিতাব লেখে নিজেদের হাতে, তারপর বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট থেকে আসা বাণী. . . ।" (সূরা বাক্বারা: আয়াত নং ৭৯)

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা বুঝা গেলো, বর্তমানে ইসলাম ছাড়া অন্যসকল ধর্মের মৌলিক ধর্মগ্রন্থ বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং মূল ধর্মগ্রন্থরূপে একমাত্র কুরআন অবিকৃত রয়েছে। যেহেতু

TOP

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনই এ উম্মতের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র পালনীয় কিতাব এবং কুরআনের প্রদর্শিত ইসলামই একমাত্র পালনীয় ধর্ম, তাই মহান আল্লাহ হাফেযগণের মাধ্যমে কুদরতীভাবে এ কিতাবের হেফাযত করেছেন। বস্তুত এটা মহান আল্লাহরই কারিশমা। আর এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলা নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“নিশ্চয় আমিই এ যিকরগ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর হেফাযতকারী।” (সূরা হিজর: আয়াত নং ৯)

তাই পবিত্র কুরআনকেই বর্তমান বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র ধর্মগ্রন্থরূপে এবং ইসলামকে একমাত্র দ্বীনরূপে মেনে চলা কর্তব্য; অন্য কোনো কিতাব বা অন্য কোনো ধর্ম নয়।

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-৩

খ্রিস্টধর্মে স্রষ্টা একজন, নাকি তিনজন?

আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস হলো, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। তার সমকক্ষ কেউ নেই। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় মানব জাতিকে জানানো হয়েছে। সূরা ইখলাসে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (٤)

বলে দিন, কথা হলো- আল্লাহ সব দিক থেকে এক। আল্লাহই এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তার কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন এবং তার সমকক্ষ নয় কেউ। (সূরা ইখলাস ১-৪)

মানব জাতির হিদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শনের নিমিত্তে মহান আল্লাহ যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, সকলেই আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন। তারা দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ বা বহু ঈশ্বরবাদ-এর মত শিরক ও কুফর থেকে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (٢٥) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ

আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া ২৫)

নবী-রাসূলগণের ধারাবাহিকতায় হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামও নিজ উম্মতকে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তার আনীত তাওহীদ ও একত্ববাদের ধর্মকে বিকৃত করে তাতে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্রিত্ববাদের শিরকী আকীদা। ত্রিত্ববাদের এই শিরকী আকীদার জনক হলেন (হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীন ও শরী'আত বিকৃতকারী) আদতে ইয়াহুদী ছদ্মবেশী খ্রিস্টান সেন্ট পল। হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের আনীত শরী'আতকে বিকৃত করতে গিয়ে ছদ্মবেশী সেন্ট পল যেসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো- 'ত্রিত্ববাদ' আকীদা। এর ব্যাখ্যায় খ্রিস্টান পন্ডিতগণ যা লিখেছেন, তার সার নির্যাস হলো-

'আল্লাহ তা'আলা, হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম এবং 'পাক রুহ' এই তিন ঐশ্বরিক সত্তার সমষ্টিই খোদা। এই তিনের প্রত্যেকেই আবার স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী।' *সূত্র: রুহুল কুদস বা পাক রুহ দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে, পিতা ও পুত্রের জীবন ও ভালোবাসার গুণকে। অর্থাৎ এ গুণের মাধ্যমে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে ভালোবাসে। গুণটি 'কালাম' গুণের মত বস্তুগতভাবে বিদ্যমান এবং পিতা-পুত্রের মত নিত্য ও চিরন্তন। এ কারণেই তা স্বতন্ত্র একক সত্তা-এর মর্যাদা রাখে।*

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় যে, তাহলে কি খোদা তিনজন? তিনজন হলে তো নিঃসন্দেহে এ আকীদা শিরক হবে! শিরকের এ

অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য খ্রিস্টান পন্ডিতগণ বলে থাকেন যে, ‘এ তিনের প্রত্যেকেই খোদা বটে, কিন্তু তাই বলে খোদা তিনজন নন, তিনে মিলে একই খোদা, একই আল্লাহ! অর্থাৎ তিনে এক, একে তিন! !’

খ্রিস্টান বন্ধুদের এ ত্রিত্ববাদের সারমর্মটি তাদের ভাষায় নিম্নরূপ-

“একজন ঈশ্বর বিদ্যমান, সম্পূর্ণ পৃথক তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তিনজনের প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর, পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্রআত্মা ঈশ্বর। পিতা পুত্র নন, পুত্র পবিত্র আত্মা নন, পিতা পবিত্র আত্মা নন।” *সূত্র: The idea that there is One God, who is Father, Son, and Holy Spirit means: There is exactly one God, The Father is God, The Son is God, The Holy Spirit is God,The Father is not the Son,The Son is not the Holy Spirit,The Father is not the Holy Spirit. (BBC, "The Trinity", Accessed May 8, 2018. (http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml)*

ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে সেন্ট পল ও প্রচলিত বাইবেলের বক্তব্য

ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে বাইবেলে সেন্ট পলের যে বর্ণনা রয়েছে, তা নিম্নরূপ-

ক. যীশুর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সেন্ট পল বলেন, “ইনিই (ঈসা ‘আলাইহিস সালাম) অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যাহা কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে;”

(কলসীয় ১: ১৫-১৬) সূত্র: 15 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. 16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. (Colossians 1:15-16; NKJV)

খ. এরপর তিনি লিখেছেন, "কেননা তাঁহাতেই [ঈসা 'আলাইহিস সালাম] ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে;" *(কলসীয় ২: ৯) সূত্র: For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. (Colossians 2:9; NKJV)*

গ. "তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার গৌরবের সুসমাচার-দীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়।" *(২ করীন্থীয় ৪: ৪) সূত্র: Whose minds the god of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. (2 Corinthians 4:4; NKJV)*

ঘ. "ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না" *(পবিত্র বাইবেল: ফিলিপীয় ২: ৬)*

ঙ. "আসলে তিনি আল্লাহ্ রইলেন, কিন্তু আল্লাহর সমান থাকা তিনি আঁকড়ে ধরে রাখবার মত এমন কিছু মনে করেন নি।" *(কিতাবুল মোকাদ্দস: ফিলিপীয় ২: ৬) সূত্র: Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. (Philippians 2:6; NKJV)*

চ. পলের এ দর্শনই আরও বিশেষিত হয়ে বর্ণিত হয়েছে যোহন'র বাইবেলে। তাতে আছে, "আদিতে বাকয ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।"

TOP

(যোহন১: ১) সূত্র: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (John 1:1; NKJV)

ছ. এরপর বলা হয়েছে, "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।" *(যোহন১: ১৪) সূত্র: And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.* (John 1:14; NKJV)

জ. পাকরূহের ঈশ্বরত্ব: পাক রূহকেও খ্রিস্টানরা খোদা মনে করে। তাদের রচিত ইঞ্জিলের শেষে 'শব্দের অর্থ ও টীকা' শিরোনামে পাক রূহ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'পাক রূহ খোদা। তিনি এ দুনিয়াতে বিশেষ করে মানুষের মন ও অন্তরের মধ্যে কাজ করেন।' কিন্তু বড়ই তাজ্জবের ব্যাপার, পাক রূহ খোদা হওয়া সম্পর্কে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম ও তার শিষ্যগণের কারো কোনো বক্তব্য না থাকলেও পলের বক্তব্য কিন্তু ঠিকই বিদ্যমান আছে। এজন্য এ আক্বীদার জনকও তিনি। রোমীয়দের নিকট লেখা পত্রে তিনি লিখেছেন, "কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে।" *(পবিত্র বাইবেল: রোমীয় ৮: ২)*

ঝ. তিনি আরো বলেন, "জীবনদাতা পাক-রূহের নিয়মই মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে আমাকে গুনাহ্ ও মৃত্যুর নিয়ম থেকে মুক্ত করেছে।" *(কিতাবুল মোকাদ্দস: রোমীয় ৮: ২) সূত্র: For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. (Romans 8:2; NKJV)*

ঞ. সেন্ট পল আরো লিখেছেন: "কিন্তু হৃদয় যখন প্রভুর প্রতি ফিরে, তখন আবরণ উঠাইয়া ফেলা হয়। আর প্রভুই সেই আত্মা (পাক-রূহ্); এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা।" *(২ করীন্থীয় ৩:১৬-১৭) সূত্র: 16 Nevertheless when one turns to the Lord, the veil is taken away. 17 Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. (2 Corinthians 3:16-17; NKJV)*

এভাবেই পল ঈসা 'আলাইহিস সালামকে খোদা বানিয়ে দিয়েছেন। পাক রূহকে খোদা বানিয়েছেন। হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের তাওহীদ ও একত্ববাদের ধর্মে পৌত্তলিকতার মিশ্রণ ঘটিয়ে সেটাকে শিরকী ধর্মে পরিণত করেছেন।

এবার ত্রিত্ববাদের পক্ষে খোদ সেন্ট পলের বক্তব্য ছাড়া হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামেরও কোনো বক্তব্য রয়েছে, নাকি খ্রিস্টান বন্ধুরা ত্রিত্ববাদের পক্ষে কেবল সেন্ট পলের বক্তব্যকেই যথেষ্ট মনে করেন- এ বিষয়টি নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করবো। অবশ্য এ আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ত্রিত্ববাদের আকীদা প্রমাণে খ্রিস্টানদের দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা আবশ্যক।

ত্রিত্ববাদ বিষয়ে বাইবেলে উল্লিখিত দলীলসমূহের পর্যালোচনা

মূল আসমানী ইঞ্জিল এখন বিলুপ্ত, তবুও প্রচলিত 'ইঞ্জিল শরীফ' নামক বাইবেল নিউ টেস্টামেন্ট জীবনী গ্রন্থসমূহে ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যতটুকু লেখা আছে, এর আলোকেও দেখা যায় যে, হযরত ঈসা মসীহের শিক্ষার

সাথে বর্তমান খ্রিস্টানদের ধর্মমতের মিল নেই। ত্রিত্ববাদের পক্ষে খ্রিস্টানগণ যে সকল দলীল পেশ করেন তা নিম্নরূপ-

প্রথম দলীল: পিতা- পুত্র পরিভাষা

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুত্রত্ব আকীদা.

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত সূরা ইখলাসে সুস্পষ্ট ভাষায় মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি পিতৃত্ব ও পুত্রত্বের বিশষণ থেকে পবিত্র। বিশেষত সূরা নিসার ৭১ ও ৭২নং আয়াতে ঈসা 'আলাইহিস সালাম যে আল্লাহ'র পুত্র ছিলেন না, বরং তার বান্দা এবং পয়গম্বর ছিলেন, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনে এ দ্ব্যর্থহীন বর্ণনার বিপরীতে ত্রিত্ববাদের আকীদার ক্ষেত্রে খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে এক আল্লাহর পুত্র বলেও বিশ্বাস করে থাকে এবং খোদার পুত্র হওয়ায় তাকেও খোদা আখ্যায়িত করে থাকে! এ ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা লক্ষ্য করা যাক-

ঈসা 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র জ্ঞান করার ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের দলীল হল, তাদের কথিত ইঞ্জিলের ঐ সকল বক্তব্য, যাতে ঈসা 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক নিজেকে পুত্র এবং আল্লাহ তা'আলাকে পিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন:

- "এবং অমনি সমাজ- গৃহে সমাজ- গৃহে যীশুকে এই বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র।" *(প্রেরিত ৯: ২০) সূত্র: Immediately he preached the Christ in the synagogues, that He is the Son of God. (Acts 9:20;NKJV)*

- “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।” *(যোহন ৩: ১৬) সূত্র: For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. (John 3:16;NKJV)*
- (যীশু বলিলেন) , আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি আমি এই দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনও পান করিব না, সেই দিন পর্যন্ত, যখন আমি আপন পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে ইহা নূতন পান করিব। *(মথি ২৬: ২৯) সূত্র: But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom." (Matthew 26:29;NKJV)*
- (যীশু দুআরত অবস্থায় বলিলেন,) হে আমার পিতঃ যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। *(মথি ২৬: ৩৯) সূত্র: "O My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; nevertheless, not as I will, but as You will." (Matthew 26:39)*
- (যীশু বলেন) ‘আমি পিতার নিকটে যাইতেছি; কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান। *(যোহন ১৪: ২৮) সূত্র: I am going to the Father, for My Father is greater than I.' (John 14:28;NKJV)*

দ্বিতীয় দলীল: ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ‘ভিন্ন জগতের’ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা

খ্রিস্টানগণ তাদের ত্রিত্ববাদ বিশ্বাসের প্রমাণে দ্বিতীয় এই দলীল দেন যে, ইঞ্জিলে রয়েছে-
“তিনি (ঈসা ‘আলাইহিস সালাম) তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অধঃস্থানের, আমি ঊর্ধ্বস্থানের; তোমরা এ জগতের, আমি এ জগতের নহি।” *(যোহন ৮: ২৩) সূত্র: And He said to them, “You are from beneath; I am from above. You are of this world; I am not of this world. (John 8:23; NKJV)*

এ বাণী পেশ করে খ্রিস্টানগণ দাবী করেন যে, যীশুই খোদা। কারণ, তিনি এ জগতের নন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আসমান হতে অবতরণ করে মানবাকৃতি ধারণা করেছেন।

তৃতীয় দলীল : ‘আল্লাহ ও ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এক ও অভিন্ন’ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা

খ্রিস্টানগণ ত্রিত্ববাদ প্রমাণের জন্য এ দলীল দেন যে, ইঞ্জিল কিতাবে রয়েছে, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বলেছেন, “আমি ও পিতা, আমরা এক।” *(যোহন ১০: ৩০) সূত্র: I and My Father are one. (John 10:30; NKJV)*

তারা এ বাক্য উদ্ধৃত করে খ্রিস্টানগণ দাবী করেন যে, এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, যীশু ও খোদা এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ যীশুই খোদা।

চতুর্থ দলীল: ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অলৌকিকত্ব

পিতা ব্যতিত জন্মগ্রহণ করা, মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করা ইত্যাদি অলৌকিক বিষয়, যা হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলো, এ কর্মকা- গুলোকে খ্রিস্টান বন্ধুরা হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ঈশ্বর হওয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকেন।

আমরা প্রথমত কুরআন-হাদীস ও প্রচলিত বাইবেলের আলোকে সেন্ট পলের আবিষ্কৃত ত্রিত্ববাদের আকীদার ব্যাপারে সঠিক পর্যালোচনা করবো। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খ্রিস্টধর্মের দলীল-প্রমাণের পর্যালোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

কুরআনে কারীমের আলোকে ত্রিত্ববাদ পর্যালোচনা

১. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٧)

অর্থ: *“যখন আল্লাহ বলবেন- হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনি কি মানুষকে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো? তিনি বলবেন, এ কথা থেকে আপনি পবিত্র, আমার জন্য এটা কী করে সম্ভব যে, আমি এমন কথা বলি-যার অধিকার আমার নেই? যদি আমি সে কথা বলে থাকতাম, তাহলে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আপনি জানেন যা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আপনার গুপ্ত বিষয় আমি জানি না। নিশ্চয় আপনি যাবতীয় গুপ্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানী। আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি সেই কথা ছাড়া, যা আপনি আমাকে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন; তা এই যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। আর আমি তাদের বিষয়ে প্রত্যক্ষকারী ছিলাম যতোদিন তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে তুলে*

নিয়েছেন, তখন স্বয়ং আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর আপনি- তো সর্ববিষয়েই পূর্ণ প্রত্যক্ষকারী।" (সূরা মায়িদা: আয়াত নং ১৬)

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে ৫টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, যার বর্ণনা সূরা আলে ইমরান- এর ৫৫নং আয়াতে রয়েছে। উক্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো- হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে কাফেরদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে। বর্ণিত আয়াতে এরই একটি বিশেষ বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে, খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের অপবাদ থেকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে মুক্ত করা।

মহান আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন। তারপরও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার রহস্য হলো, বিষয়টি তার মুখ থেকেই খ্রিস্টানদের সামনে প্রকাশ করা এবং তাদেরকে সেই 'শিরক' অপরাধের জন্য ধিক্কার দেওয়া যে, তোমরা যাকে উপাস্য মনে করছো, তিনি স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে মহান আল্লাহর দাস বলে ঘোষণা করছেন এবং তিনি তোমাদের অপবাদ থেকে মুক্ত। *(তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৩য় খন্ড; পৃ. ২৫০-৫১)*

২. আল্লাহ তা'আলা ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে সতর্ক করে ইরশাদ করেন-

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً

অর্থ: *“হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালংঘন করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কথা বলো না। ঈসা ইবনে মারইয়াম তো আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি এক রূহ, যা তারই নিকট হতে সৃজিত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করো এবং ‘তিন খোদা’ বলো না; এর থেকে বিরত থাকো, এরই মধ্যে তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তো একই ইলাহ। ‘তাঁর কোনো পুত্র থাকবে’ এর থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। আকাশম- লী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সকলের তত্ত্বাবধানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।” (সূরা নিসা: আয়াত নং ১৭১)*

৩. আল্লাহ তা‘আলা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীদের ভয়ানক শাস্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে বলেন-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ: *“তারা নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে গিয়েছে যারা বলে, ‘আল্লাহ তিনজনের তৃতীয়জন’। অথচ এক ইলাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তারা যদি তাদের এ কথা থেকে বিরত না হয় আর তাদের মধ্যে যারা কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।” (সূরা মায়িদা: আয়াত নং ৭৩)*

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

৪. দ্বিত্ববাদকে বর্জন করে মহান আল্লাহর একত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

অর্থ: *"আর আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দু'জন ইলাহ স্থির করো না। তিনি তো একজন মাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।" (সূরা নাহল: আয়াত নং ৫১)*

৫. যে সকল খ্রিস্টান সরাসরি হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকেই আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে এবং বলে যে, আল্লাহ যীশুর আকৃতিতে দুনিয়াতে এসেছেন, তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস খন্ডন করত এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ: "যারা বলে, 'আল্লাহ তো ঈসা মাসীহ ইবনে মারইয়ামই', নিঃসন্দেহে তারা কাফের (আল্লাহকে অস্বীকারকারী) হয়ে গিয়েছে। অথচ ঈসা মাসীহ বলেছেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা-রব এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-রব। নিশ্চিত জেনো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর এ জালেমদের জন্য কেউ সাহায্যকারী হবে না।" (সূরা মায়িদা: আয়াত নং ৭২)

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

৬. হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম খোদা নন, বরং তিনি মহান আল্লাহর বান্দা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন-

إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

অর্থ: *“তিনি (হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম) তো আমার একজন বান্দা, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি।” (সূরা যুখরুফ: আয়াত নং ৫৯)*

৭. হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম খোদা নন, তিনি মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থ: *“ঈসা মাসীহ ইবনে মারইয়াম তো একজন রাসূল বৈ কিছু নন। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন।” (সূরা মায়িদা: আয়াত নং ৭৫)*

৮. মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম মানুষকে মহান আল্লাহর ইবাদতের দিকেই ডাকতেন। যদি তিনি খোদা হতেন, তবে তো তিনি নিজের ইবাদাতের দিকে ডাকতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

অর্থ: (ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বলেন,) “নিশ্চয় আল্লাহই আমার রব এবং তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো।” (সূরাহ যুখরুফ: আয়াত নং ৬৪)

এভাবে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা খ্রিস্টানদের দ্বিত্ববাদ বা ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসকে

খন্ডন করে তা বর্জনপূর্বক মহান আল্লাহর একত্বের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং একমাত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বনের মাধ্যমে সৎপথে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই খ্রিস্টান বন্ধুদের উচিত, তাদের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করা। এ ছাড়া পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য লাভের অন্য কোনো পথ নেই।

হাদীসে পাকের আলোকে ত্রিত্ববাদ পর্যালোচনা

ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

انَّ مَثَلَ عِيْسى عِندَ اللّٰه كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ، الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنفُسَنَا وَاَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদমের ন্যায়। তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। অতঃপর বলেছেন, হয়ে যাও, অমনিই তা হয়ে গেল। এটা নিরেট সত্য, যা এসেছে আপনার রবের পক্ষ হতে। অতএব, আপনি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার নিকট (হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে) প্রকৃষ্ট জ্ঞান এসেছে। এরপরও যারা এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে বিবাদ করে তাদেরকে বলে দিন, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের

নারীদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর আমরা প্রার্থনা করি এবং যারা মিথ্যাবাদী তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ দিই।" (সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ৬১)

এ আয়াতে বর্ণিত চ্যালেঞ্জকে 'মুবাহালা' বলা হয়েছে। হক ও বাতিলের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে, বাতিলপন্থীদের সামনে যাবতীয় দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরও যদি তারা হঠকারিতা করে, তবে তাদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করা বিধেয়। এর নিয়ম হলো : উভয়পক্ষ নিজেদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনকে নিয়ে উপস্থিত হবেন। অতঃপর প্রত্যেক পক্ষ বলবেন, 'আমরা যদি বাতিল পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি তবে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ)'। এটাই হচ্ছে মুবাহালা। এমতাবস্থায় যারা বাতিলপন্থী হবে, আল্লাহর লা'নত দ্বারা তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

উল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তৎকালীন নাজরানের খ্রিস্টানদের সঙ্গে এভাবে মুবাহালা করার নির্দেশ দেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে তাদের সামনে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে প্রকৃত সত্য অবস্থা বর্ণনা করার পরও তারা মানতে চাচ্ছিল না। তাই তাদের প্রতি মুবাহালার চ্যালেঞ্জ জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

নাজরান তৎকালীন ৭৩টি পল্লী সমৃদ্ধ খ্রিস্টানদের একটি বিরাট নগরীর নাম। নগরীটি মক্কা হতে ইয়ামানের দিকে সাত

মনযিল দূরত্বে অবস্থিত ছিলো। রাষ্ট্রনেতা, ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা, অর্থনৈতিক নেতা প্রভৃতি পদবীধারী দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ দ্বারা নগরীটি পুরোদস্তুর একটি সুশৃঙ্খল নগর-রাষ্ট্ররূপে সারা আরবে সুপরিচিত ছিলো।

নাজরানের প্রতিনিধি দলের মদীনায় দুই বার আগমন ঘটেছিলো। প্রথমবার তিনজনের এবং পরের বার ৬০ জনের দল আগমন করেন। দু'টি দলই অল্পদিনের ব্যবধানে ৯ম হিজরীতে মদীনায় এসেছিলেন এবং কয়েকজন ইসলাম কবুল করা ছাড়াও অন্যরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিযিয়া (কর) প্রদানের সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

ইমাম বাইহাকী রহ. কৃত 'দালায়িলুন নবুওওয়া' গ্রন্থে হযরত ইউনুস ইবনে বুকাইর রাযি. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে নিম্নের পত্র লিখেন-

"(এই পত্র) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হতে নাজরানের বিশপ-এর প্রতি প্রেরিত। আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান, আমি আপনাদের কাছে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করছি, যিনি ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব 'আলাইহিস সালামের রব। অতঃপর কথা এই যে, আমি আপনাদেরকে বান্দাদের ইবাদত ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি এবং বান্দাদের আধিপত্য ছেড়ে আল্লাহর আধিপত্য মেনে নেওয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যদি আপনারা ইসলাম কবুলের দাওয়াত না মানেন, তাহলে

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

'জিযিয়া' (বশ্যতা স্বীকার করত কর প্রদানের অধীনতা) মেনে নিন। আর যদি সেটাও না করেন তাহলে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। ওয়াস্সালাম।"
(বাইহাকী- দালায়িলুন নবুওওয়া: ৫ম খ-; পৃ. ৩৮৫)

পত্র পাওয়ার পর নাজরানের ধর্মনেতা 'বিশপ' সকলের সঙ্গে আলোচনা করে তিনজন প্রতিনিধিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করেন। তারা হলেন, হামদান গোত্রের শুরাহবীল বিন ওয়াদা'আহ হামদানী, হিমইয়ার গোত্রের আবদুল্লাহ বিন শুরাহবীল আসবাহী এবং বনুল হারিস গোত্রের জাব্বার বিন ফাইয হারিসী। তারা মদীনায় গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দাওয়াতপত্রের বিষয়ে আলোচনা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের লোকদেরকে বললেন, ইসলাম গ্রহণ করুন; শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন। জবাবে তারা বললেন, আমরা তো মেনে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনারা মিথ্যা বলছেন। ইসলাম গ্রহণ করতে তিনটি জিনিস আপনাদেরকে বাধা প্রদান করছে- (১) ক্রুশের প্রতি ভালোবাসা। (২) আপনাদের একথা বলা যে, ঈসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। (৩) মদ্যপান। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, ঈসা 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে রইলেন। তারা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

স্রষ্টা ও খোদা প্রমাণের জন্য বাড়াবাড়ি করলেন। আসলে তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র এবং মারয়াম ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহর স্ত্রী বলে বিশ্বাস করতেন। আর তাদের ধারণা ছিলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিকারের নবী হলে উক্ত আকীদায় বিশ্বাসী হবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ওহীর আগমনের প্রতীক্ষায় তখন কোনো উত্তর দিলেন না; বললেন, আপনারা আগামীকাল আসুন।

পরদিন সকালে পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হয়। এ আয়াতসমূহে বলা হয় যে, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম স্বয়ং আল্লাহ নন, বরং তিনি আল্লাহর একজন বান্দা। তবে অন্যান্য মানুষের ন্যায় মা-বাবার মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম যেমন মা-বাবা ছাড়া কুদরতীভাবে সৃষ্টি হয়েছেন, তেমনি হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামও বাবা ছাড়া মায়ের গর্ভে কুদরতীভাবে সৃষ্টি হয়েছেন। আর এতে তিনি খোদা হয়ে যাননি, বরং তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

উক্ত আয়াতসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিনিধিদলকে শুনিয়ে দিলেন এবং ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বাস্তব-সত্য বিবরণ তুলে ধরলেন। কিন্তু তবু তারা ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারটি নিয়ে ঝগড়ায় অবতীর্ণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দেন এবং (স্বীয় দৌহিত্রদ্বয়) হযরত

হাসান, হুসাইন ও তাদের মা (স্বীয় কন্যা) ফাতেমাকে এবং কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী (হযরত ফাতেমার স্বামী) হযরত আলীকেও নিয়ে মুবাহালার জন্য বেরিয়ে আসেন। এর দ্বারা তিনি তাদের জানিয়ে দিতে চাইলেন যে, মুবাহালার জন্য তিনি এখনই প্রস্তুত। যদিও প্রতিনিধি দলের পরিবার তাদের সঙ্গে ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দৃঢ় মনোভাব দেখে নাজরানের প্রতিনিধি দলের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। তারা প্রথমদিন অস্বীকার করলেও পরের দিন রাতের বেলা একান্তে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, মুবাহালা করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার চাইতে তার অধীনতা স্বীকার করার মধ্যেই আমাদের মঙ্গল রয়েছে। অতএব, সকালে এসে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং সন্ধিচুক্তির আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঐ সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি তারা আমার সঙ্গে মুবাহালা করতো, তাহলে এ উপত্যকায় আগুন বর্ষিত হতো (এবং তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হতো)।" *(আসবাবু নুযুলিল কুরআন: পৃ. ১০৮)*

এমতাবস্থায় তাদের সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিযিয়া কর দেবার শর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। অতঃপর প্রতিনিধিদল নিজ এলাকার লোকদেরকে তা জানানোর জন্য প্রত্যাবর্তন করেন। এ দলটি তাদের এলাকায় পৌঁছার পর বিস্তারিত সবকিছু জেনে সেখানকার খ্রিস্টানদের অনেকেই

ইসলাম কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। আর অন্যরা জিযিয়ার শর্ত মেনে নিয়ে করের বন্দোবস্ত করতে প্রয়াস চালান। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই ৬০ সদস্যের বিরাট প্রতিনিধিদল নিয়ে স্বয়ং বিশপ আবুল হারিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন। ৬০জনের মধ্যে ২৪জন ছিলেন বিভিন্ন গোত্রপ্রধান। এই ২৪জনের মধ্যে আবার আবুল হারিসসহ ৩জন ছিলেন সর্বোচ্চ পদমর্যাদার। আবুল হারিস ছাড়া অন্য দু’জনের একজন হলেন, নাজরানের শাসক আব্দুল মাসীহ এবং প্রধান বিচারপতি ও প্রশাসক আইহাম, অথবা শুরাহবীল, যিনি সামাজিক ও আর্থিক বিষয়াদিও দেখাশোনা করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সাহ্ল রাযি.-এর বর্ণনায় আছে, এই প্রতিনিধিদল মদীনায় অবস্থানকালীন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা আলে ইমরানের শুরু থেকে ৮০নং পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়। এসব আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

প্রতিনিধিদলটি বিদায় গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাবর আর্জি পেশ করেন যে, তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের জন্য একজন আমানতদার-বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হোক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূউবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.-কে নির্বাচন করেন এবং খ্রিস্টানদেরকে বলেন, “ইনি (আবূ উবাইদা) হলেন এই উম্মতের আমানতদার।” বর্ণিত আছে, পরবর্তীতে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে এবং আবূ উবাইদা রাযি.-এর সর্বোত্তম

আমানতদারী, অনুপম চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নাজরানবাসী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি তাদের শাসক এবং প্রধান বিচারপতিও মুসলমান হয়ে যান।

পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে সেখানে অমুসলিমদের থেকে জিযিয়া-কর ও মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহের জন্য পাঠান। এরপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত নাজরানবাসী মুসলমান হয়ে যান। *(বাইহাকী- দালায়িলুন নবুওওয়া: ৫ম খ-; পৃ. ৩৮২)*

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিত্ববাদ খ-নের জন্যই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দেন। তবে তারা গজবে পতিত হওয়ার ভয়ে মুবাহালা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেলো, তারাও ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ঈশ্বরত্বে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিলো না। এমন অবাস্তব আকীদা-বিশ্বাস তারা অকাট্যভাবে পোষণ করবেই বা কেমন করে, যা দলীল-প্রমাণ ও বুদ্ধি-বিবেচনা কোনোদিক থেকেই প্রমাণিত হয় না!

বাইবেলের আলোকে ত্রিত্ববাদ পর্যালোচনা

আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে হযরত ঈসা মসীহ ‘আলাইহিস সালাম যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা তাওহীদ ও একত্ববাদ ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ আল্লাহ এক, চিরঞ্জীব; তাঁর কোনো শরীক নেই। কোনো কিছুই তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নয় এবং তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। মূল ইঞ্জিল শরীফে এ শিক্ষাই ছিলো। এমনকি বর্তমানে তাদের বিকৃত ইঞ্জিলেও-

যা বাইবেল নিউ টেস্টামেন্ট নামে পরিচিত- এ শিক্ষাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন:

১. একবার এক ইয়াহুদী ঈসা 'আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলো, তাওরাতের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী বিধান কোনটি? জবাবে তিনি বললেন, সবচেয়ে দরকারী বিধান হলো- বনী ইসরাঈলেরা শোনো, আমাদের মাবূদ আল্লাহ এক। এক্ষেত্রে বাইবেলের বর্ণনা নিম্নরূপ- "আর অধ্যাপকদের একজন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটি প্রথম? যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। দ্বিতীয়টি এই, তোমার প্রতিবেসীকে আপনার মত প্রেম করিবে। এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই। অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই; আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করা সমস্ত হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ। তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্তী নও। ইহার পরে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর কাহারও সাহস হইল না।" (মার্ক ১২: ২৮- ৩৪) *সূত্র: 28 Then one of the scribes came, and having*

heard them reasoning together, perceiving that He had answered them well, asked Him, "Which is the first commandment of all?"29 Jesus answered him, "The first of all the commandments is: 'Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. 30 And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.' This is the first commandment. 31 And the second, like it, is this: 'You shall love your neighbor as yourself.' There is no other commandment greater than these." 32 So the scribe said to Him, "Well said, Teacher. You have spoken the truth, for there is one God, and there is no other but He. 33 And to love Him with all the heart, with all the understanding, with all the soul, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself, is more than all the whole burnt offerings and sacrifices." 34 Now when Jesus saw that he answered wisely, He said to him, "You are not far from the kingdom of God." But after that no one dared question Him. (Mark 12:28-34;NKJV)

২. অপরদিকে যোহনের ইঞ্জিলে "শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা" অংশে আছে, হযরত মসীহ 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে মুনাজাত করতে গিয়ে বলেছিলেন-

"আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।" (যোহন ১৭:৩) *সূত্র: This is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent. (John 17:3;NKJV)*

৩. প্রচলিত বিকৃত ইঞ্জিলের মধ্যেও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে, যেখানে তিনি নিজেকে আল্লাহর নবী (Prophet) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। দেখুন: মার্ক ৬:৪, লূক ১৩:৩৩ *সূত্র: 4 But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house." (Mark 6:4;NKJV),*

Nevertheless I must journey today, tomorrow, and the day following; for it cannot be that a prophet should perish outside of Jerusalem. (Luke 13:33;NKJV)

৪. “এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে [ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে] বলিল, হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম করিব? তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ এর বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর? সৎ একজন মাত্র আছেন। কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর।” (মথি ১৯: ১৬-১৭) *সূত্র: জন কেরির অনুবাদকৃত ‘পবিত্র বাইবেল’ এবং ‘কিতাবুল মোকাদ্দাস’-এর অনুবাদ এভাবেই করা হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি কিং জেমস ভার্সনের বর্ণনা হলো - 16 Now behold, one came and said to Him, “Good Teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?” 17 So He said to him, “Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God. But if you want to enter into life, keep the commandments.” (Matthew 19:16-17;NKJV) –এর অনুবাদ দাঁড়ায়- “হে সৎ শিক্ষক! অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম করিব? তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে কেনো সৎ আখ্যায়িত করছো? সৎ একজন মাত্র আছেন. . . !*

৫. “আর অধ্যাপকদের (ফরীশীদের) একজন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটি প্রথম? যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ,

তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।” (মার্ক ১২: ২৮- ৩০) *সূত্র: 28 Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that He had answered them well, asked Him, "Which is the first commandment of all?"29 Jesus answered him, "The first of all the commandments is: 'Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. 30 And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.' This is the first commandment. (Mark 12:28-30;NKJV)*

এখানে আল্লাহর ইচ্ছামতো চলতে বলা, আল্লাহর ইবাদতে রত থাকার আদেশ দেওয়া, আল্লাহর শুকরিয়া জানানো, আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলা, আল্লাহকে সর্বজ্ঞ বলে উল্লেখ করা, আল্লাহর রাজ্যে প্রবেশে উৎসাহিত করা, আল্লাহর কালাম প্রচার করা, আল্লাহর নিকট থেকে আসা ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার কথা বলা, এভাবে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহকেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শন গোটা বাইবেল জুড়ে দেখা যায়। এতে কি খ্রিস্টধর্ম তাওহীদ ও আল্লাহর একত্বেরই নির্দেশ করে না? সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই, অন্যসব নবী-রাসূলের মতোই হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর তাওহীদ ও একত্বই শিক্ষা দিয়েছেন, ত্রিত্ববাদ নয়।

৬. কেবল হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের বক্তব্যই নয়; বরং বাইবেলে একত্ববাদ সম্পর্কে হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামের বক্তব্যও সুস্পষ্ট রয়েছে। মোশি (মূসা 'আলাইহিস সালাম) বলেন,

“হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার

সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬: ৪-৫) *সূত্র: 4 "Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one! 5 You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. (Deutoronomy 6:4-5; NKJV)*

এ সকল বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম যে দ্বীন ও শরী'আত নিয়ে এসেছিলেন, তা অন্যান্য আম্বিয়া 'আলাইহিস সালামের আনীত শরী'আতের মতই তাওহীদ ও একত্ববাদ ছিলো; দ্বিত্ববাদ বা ত্রিত্ববাদ কখনোই নয়। ত্রিত্ববাদের এ বিশ্বাস সেন্ট পলের সৃষ্টি করা ভ্রান্ত বিশ্বাস। আফসোসের বিষয়, আমাদের খ্রিস্টান বন্ধুরা এ ভ্রান্ত আকীদাকেই যীশু খ্রিস্টের নির্দেশ মনে করছে!

যুক্তির নিরিখে ত্রিত্ববাদ পর্যালোচনা

আমাদের খ্রিস্টান বন্ধুরা যীশুকে ঈশ্বর আখ্যা দিয়েছেন। অথচ উল্লিখিত দলীল-প্রমাণের পাশাপাশি যদি যুক্তির নিরিখেও চিন্তা করা হয় তাহলেও যীশুর ঈশ্বরত্বের আকীদা অসার প্রমাণিত হয়। পাঠক একটু চিন্তা করুন-

১. পবিত্র কুরআনের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের খোদা না হওয়া এবং তিনি মহান আল্লাহর নবী ও বান্দা হওয়ার বিষয়ে দলীল-প্রমাণভিত্তিক আলোচনা উপরে বিবৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে যুক্তির নিরিখেও একাধিক খোদার অসারতা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত বিদ্যমান। যেমন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَبْتَغَوْا إِلَى ذِى الْعَرْشِ سَبِيلاً

অর্থ: বলে দিন, আল্লাহর সঙ্গে যদি আরো খোদা থাকতো, তবে তারা আরশ- অধিপতি (প্রকৃত খোদা) - এর উপর প্রভাব বিস্তারের কোন পথ খুঁজে নিতো। (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত নং ৪২)

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ করেন-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

অর্থ: যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মা'বুদ থাকতো, তাহলে আসমান ও জমিন ধ্বংস হয়ে যেতো। সুতরাং তারা যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। (সূরা আম্বিয়া: আয়াত নং ২২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

অর্থ: আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সঙ্গে অন্য কোন মা'বুদ নেই। সে রকম হলে প্রত্যেক মা'বুদ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো, তারপর তারা একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র। (সূরা মু'মিনূন: আয়াত নং ৯১)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাওহীদের সহজ- সরল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হলো, বিশ্ব জগতে যদি একের বেশি প্রভু থাকতো, তবে প্রত্যেক প্রভু স্বতন্ত্র প্রভুত্বের অধিকারী হতেন এবং কেউ কারো অধীন হতেন না। সেক্ষেত্রে কখনো তাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত আলাদা হতো। ফলে

TOP

পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার দ্বারা আসমান-জমিনের শৃঙ্খলা নস্যাৎ হয়ে জগতে বিপর্যয় দেখা দিতো। এর আরেক ব্যাখ্যা এই হয় যে, যারা আসমান-জমিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খোদার কথা বলে, তারা কি বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? তা করলে তাদের এ আকীদা এমনিতেই বাতিল প্রমাণিত হয়। কেননা, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সমগ্র জগত একই নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা, একই সূত্রে গাঁথা। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থ পর্যন্ত সবকিছুই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ; কোথাও একটুও বৈসাদৃশ্য নেই। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এগুলোতে একই সত্তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিফলিত এবং একই পরিকল্পনার অধীনে এরা নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত।

আসমান ও জমিনের খোদা একাধিক হলে, মহাবিশ্বের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হতো না। সর্বত্র এমন সাজুয্য থাকতো না। বরং নানা ক্ষেত্রে নানারকম অসঙ্গতি দেখা দিতো। ফলে বিশ্বজগতে মহাবিপর্যয় ঘটতো। *(তাওযীহুল কুরআন: সূরা আম্বিয়ার ২২নং আয়াতের টীকা।)*

মহান আল্লাহর বান্দা হওয়াই নবী হিসেবে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্য গর্বের বিষয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন-

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

অর্থ: মাসীহ ঈসা কখনো আল্লাহর বান্দা হওয়ায় কুণ্ঠাবোধ করবেন না এবং নিকটতম ফেরেশতাগণও না। (সূরা নিসা: আয়াত নং ১৭২)

TOP

আর তাই তো হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম স্বয়ং মহান আল্লাহকে একমাত্র মা’বুদ-রব বলে ঘোষণা দেন এবং নিজেকে তাঁর বান্দা বলে প্রকাশ করেন। আর তিনি মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন এবং উম্মতকেও আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানান। *(সূরা মারইয়াম: আয়াত নং ৩০/ সূরা যুখরুফ: আয়াত নং ৬৪/ সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ৫১)*

২. ঈশ্বর হচ্ছেন অনাদি-অনন্ত, অপরিবর্তনীয় সত্তা। পক্ষান্তরে যীশু হচ্ছেন মানবীয় দেহের অধিকারী আদি ও অন্তবিশিষ্ট একটি পরিবর্তনশীল সত্তা, যিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেন। কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করা, মলমুত্র ত্যাগ করা, ঘুমানো ইত্যাদি মানবীয় দুর্বলতা এবং পরিশেষে (খ্রিস্টানদের ধারণামতে) মানুষের হাতে ‘নিহত’ হওয়ার বিষয়গুলো ঈশ্বরের অনাদি-অনন্ত, অপরিবর্তনীয় সত্তার সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যশীল নয়।

৩. যীশু যদি ঈশ্বর হতেন, তবে তিনি কেনো শূলি থেকে আত্মরক্ষা করলেন না, কেনো তিনি তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অপরাধীদেরকে শাস্তি দিলেন না?

৪. যীশু ঈশ্বর হওয়ার অর্থ যদি এটা হয় যে, বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর যীশুর মানবীয় দেহটি পরিগ্রহ করে জগতে এসেছিলেন, তবে তো যীশুর শূলিতে আরোহন করার সাথে সাথে বিশ্বস্রষ্টাও শূলিবিদ্ধ হয়েছেন..!! ঈশ্বরের মৃত্যুর পরে ঈশ্বরবিহীন বিশ্ব কিভাবে চললো এবং চলছে?

TOP

৫. অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করা যদি যীশুর ঈশ্বরত্বের দলীল হয়, তবে প্রাণহীন মানবদেহকে প্রাণবন্ত করার চেয়ে প্রাণহীন জড় বস্তু লাঠিকে প্রাণবন্ত সাপে পরিণত করা আরো বেশি বিস্ময়কর! তাহলে তো হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামকেও ঈশ্বর বলতে হয়! কেননা, তিনি তো লাঠিকে সাপে পরিণত করেছিলেন. . . ! ! !

৬. যদি তিন সত্তা স্বতন্ত্র হয় এবং প্রত্যেকেই খোদা হয়, তবে প্রশ্ন হলো, তাহলে এটা তো স্পষ্ট শিরক। শিরকের এই অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য কোনো কোনো খ্রিস্টান পন্ডিত একটি দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এ তিনের প্রত্যেকেই খোদা বটে, কিন্তু তাই বলে খোদা তিনজন নন; তিন মিলে একই খোদা, একই আল্লাহ!

সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, তিনজনই যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান খোদা হয়ে থাকেন, তবে খোদা তো তিনজনই হলেন, স্বতন্ত্র তিন অস্তিত্ব। এক খোদা হয় কী করে? আবার খোদা যদি একজনই হন, তবে তার আলাদা তিন অস্তিত্বে।র ধারক হওয়া কী করে সম্ভব? একই তিন, আবার তিনই এক- এটা তো আশ্চর্য গোলক ধাঁধাঁ! খ্রিস্টধর্ম তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বপ্রধান বিশ্বাস নিয়ে এই যে গোলকধাঁধাঁর দুর্ভেদ্য মায়াজালে বন্দী হয়ে আছে, যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টান পন্ডিতগণ খ্রিস্টসমাজকে কোনোভাবেই তা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হননি!

৭. মানুষ যীশুর সাথে পুত্র ঈশ্বরের সমন্বয় কিভাবে হয়? মানুষ যীশু কিভাবে এবং কখন থেকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্র?

জন্ম থেকে, না পরবর্তী কোনো সময়ে? তার মধ্যে কয়টি সত্তা বিদ্যমান ছিলো? একটি, না দু'টি? তৃতীয় ঈশ্বর 'পবিত্র আত্মার'র উৎস কী- প্রথম ঈশ্বর, না প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ঈশ্বর? এ সকল জটিল প্রশ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে খ্রিস্টানদের অগণিত দল-উপদলের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ মূলত এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই।

কাজেই বুঝা গেলো, যুক্তির দৃষ্টিতেও খ্রিস্টানদের দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ সম্পূর্ণ অসার ও অমূলক আকীদা। তাই খ্রিস্টান বন্ধুদের উচিত ত্রিত্ববাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার করে একত্ববাদের ধর্ম ইসলামকে সত্য দিলে গ্রহণ করে নেওয়া। তেমনিভাবে ইয়াহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধসহ সকল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও কর্তব্য একমাত্র ইসলাম গ্রহণ করে তা পালন করা। কারণ, এই উম্মতের জন্য একমাত্র ইসলামই মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ১৯) কাজেই ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কারো জন্য মুক্তির কোন পথ নেই। আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ৮৫)

ত্রিত্ববাদের দলীলসমূহের পর্যালোচনা

প্রথম দলীল 'পিতা-পুত্র পরিভাষা' প্রসঙ্গপ

‘পিতা-পুত্রের পরিভাষাটি হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পুত্রত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এ পরিভাষাটি ‘প্রকৃত অর্থে’ (অর্থাৎ হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর পিতৃত্বের সম্পর্ক বুঝাতে) ব্যবহৃত হয়নি। বরং ‘রূপক অর্থে’ (আল্লাহর প্রিয় এবং বিশিষ্ট বান্দা বুঝাতে) ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা আমাদের এ দাবীর পক্ষে দু’টি অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করছি-

১. আল্লাহকে পিতা বলা এবং বান্দাকে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলা হিব্রু ভাষার বাক্রীতি। পিতা অর্থ জগৎপিতা বা প্রতিপালক। আর ইবন বা পুত্র (Son) অর্থ বান্দা। হিব্রুভাষী হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উম্মত ইয়াহুদীগণ জানতেন যে, কাউকে ইবনুল্লাহ, বা আল্লাহর পুত্র বলার অর্থ হলো, সে আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা। অর্থাৎ ‘ইবনুল্লাহ পরিভাষাটি তাদের নিকটে ‘সম্মান ও মর্যাদা’র জন্য ব্যবহৃত হতো। এর প্রমাণ হলো-

(ক) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের একটি দাবী উল্লেখ করে ইরশাদ করেন-

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه

অর্থ: আর ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানগণ বলে, ‘আমরা আল্লাহর পুত্র, এবং তার প্রিয়!

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ‘আবনাউল্লাহ’ (আল্লাহর পুত্র) বলার দ্বারা হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালাম ও ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উম্মত ইয়াহুদী-নাসারাগণের

উদ্দেশ্য হতো 'আহিব্বাউহু' [আল্লাহর প্রিয় বান্দা]! (তাফসীরে ইবনে কাসীর: সূরা মায়িদা: আয়াত নং ১৮)

(খ) হিব্রুভাষী হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের উম্মত ইয়াহুদীগণের নিকট 'আবনাউল্লাহ' (আল্লাহর পুত্র) বলার দ্বারা 'আহিব্বাউহু' (আল্লাহর প্রিয় বান্দা) উদ্দেশ্য হওয়ার কারণেই কিতাবুল মোকাদ্দাসে সকল আদম সন্তানকে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলা হয়েছে। দেখুন, আদিপুস্তক ৬: ২-৪, ও ইয়োব ৩৮: ৭। *সূত্র: 2 That the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful; and they took wives for themselves of all whom they chose. 3 And the Lord said, "My Spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh; yet his days shall be one hundred and twenty years." 4 There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men and they bore children to them. Those were the mighty men who were ofold, men of renown. (Genesis 6:2-4; NKJV), When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy? (Job 38:7; NKJV)*

(গ) হিব্রুভাষী হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের উম্মত ইয়াহুদীগণের নিকট 'আবনাউল্লাহ' (আল্লাহর পুত্র) বলার দ্বারা 'আহিব্বাউহু' (আল্লাহর প্রিয় বান্দা) উদ্দেশ্য হওয়ার কারণেই মথির ইঞ্জিলের ৫নং আয়াতের ৯নং বাক্যে ধার্মিক বান্দাদেরকে আল্লাহর পুত্র বলা হয়েছে- "ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়। কারণ, তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।" *সূত্র: Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. (Matthew 5:9; NKJV)*

এর কয়েকটি বাক্যের পর ৪৪-৪৫নং বাক্যে বলা হয়েছে- “কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা করিও, যেনো তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও।” *সূত্র: 44 But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, 45 that you may be sons of your Father in heaven. (Matthew 5:44-45; NKJV)*

(ঘ) হিব্রুভাষী হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উম্মত ইয়াহুদীগণের নিকট ‘আবনাউল্লাহ’ (আল্লাহর পুত্র) বলার দ্বারা ‘আহিব্বাউহু’ (আল্লাহর প্রিয় বান্দা) উদ্দেশ্য হওয়ার কারণেই অনেক স্থানে বিশেষ বান্দা হিসাবে সকল ইসরাঈল সন্তানকে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করা হয়েছে। দেখুন, দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:১, ৩২:১৯, ও যিশাইয় ১:২। *সূত্র: You are the children of the Lord your God. (Deuteronomy 14:1; NKJV), And when the Lord saw it, He spurned them, because of the provocation of His sons and His daughters. (Deuteronomy 32:19; NKJV), For the Lord has spoken: "I have nourished and brought up children. (Isaiah 1:2; NKJV)*

(ঙ) হিব্রুভাষী হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উম্মত ইয়াহুদীগণের নিকট ‘আবনাউল্লাহ’ (আল্লাহর পুত্র) বলার দ্বারা ‘আহিব্বাউহু’ (আল্লাহর প্রিয় বান্দা) উদ্দেশ্য হওয়ার কারণেই বিশেষ করে আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলা হয়েছে- “যত লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র। (রোমীয় ৮:১৪) *সূত্র: For as many as*

are led by the Spirit of God, these are sons of God. (Romans 8:14; NKJV)

(চ) হিব্রুভাষী হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের উম্মত ইয়াহুদীগণের নিকট 'আবনাউল্লাহ' (আল্লাহর পুত্র) বলার দ্বারা 'আহিব্বাউহু' (আল্লাহর প্রিয় বান্দা) উদ্দেশ্য হওয়ার কারণেই বিশিষ্ট বান্দা হিসেবে ইয়াকুব 'আলাইহিস সালাম এবং তার পৌত্র ইফ্রিমিয়কে আল্লাহর প্রথমজাত পুত্র বা বড় পুত্র বলা হয়েছে। যাত্রাপুস্তক ৪: ২২ এবং যিরমীয় ৩১: ৯ অনুরূপভাবে হযরত দায়ূদ (দাউদ) 'আলাইহিস সালামকে এক আল্লাহর পুত্র, প্রথমজাত পুত্র ও জন্ম দেওয়া বা ঔরসজাত পুত্র বলা হয়েছে। (গীতসংহিতা ২: ৭) *সূত্র: Then you shall say to Pharaoh, 'Thus says the Lord: "Israel is My son, My firstborn." (Exodus 4:22;NKJV), For I am a Father to Israel, and Ephraim is My firstborn. (Jeremiah 31:9;NKJV),The Lord has said to Me, 'You are My Son, Today I have begotten You.' (Psalm 2:7;NKJV)*

(ছ) হিব্রুভাষী হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের উম্মত ইয়াহুদীগণের নিকট 'আবনাউল্লাহ' (আল্লাহর পুত্র) বলার দ্বারা 'আহিব্বাউহু' (আল্লাহর প্রিয় বান্দা) উদ্দেশ্য হওয়ার কারণেই তারা ইয়াকুব 'আলাইহিস সালামকে, তার পুত্র ইফ্রিমিয়কে এবং দাউদ 'আলাইহিস সালামকে [বর্তমানের খ্রিস্টানরা যে অর্থে ঈসা 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, সেভাবে] অলৌকিক সত্তা দাবী করেনি। বরং ইয়াহুদীরা হযরত দাউদ 'আলাইহিস সালামকে (Servant David) 'সেবক দাউদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন, ১ রাজাবলি ৩: ৬, গীতসংহিতা

১৩২: ১০, ও লূক ১: ৬৯। *সূত্র: And Solomon said: "You have shown great mercy to Your servant David my father." (1 Kings 3:6; NKJV), For Your servant David's sake, Do not turn away the face of Your Anointed. (Psalm 132:10; NKJV), And has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. (Luke 1:69; NKJV)*

সুতরাং বাইবেলে যে সকল স্থানে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে 'ইবন' (Son) বা পুত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা সত্যিকারের পিতৃত্বের সম্পর্ক বুঝানোর জন্য নয়; বরং তা ছিল এ কথা বুঝানোর জন্য যে, পিতা ও পুত্রের মাঝে যেমন ভালবাসার সম্পর্ক হয়, আল্লাহ এবং তার এক পয়গম্বর- হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের মাঝেও তেমনি, বরং তার চেয়েও বেশি ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে! অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো "তিনি আল্লাহর প্রিয় এবং বিশিষ্ট বান্দা"। এর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো-

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তা'আলার পরিবারভুক্ত।" এই হাদীসের অর্থ এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা পিতা আর সমস্ত মাখলুক তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার! কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তো তার সন্তান সন্ততি ও পরিবার না থাকার কথা পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাসে বর্ণনা করেছেন! সুতরাং এ হাদীসের অর্থ হলো, যেভাবে একজন অভিভাবক বা পিতা তার পরিবার ও সন্তানদেরকে ভালবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তার সৃষ্টিকে তেমনই, বরং তার চেয়েও বহু গুণ বেশি ভালবাসেন। একই অর্থ প্রযোজ্য হবে আল্লাহ তা'আলা ও ঈসা 'আলাইহিস সালামের 'পিতা' ও 'পুত্র' সম্বোধনের ক্ষেত্রে।

আমাদের সাধারণ কথাবার্তায়ও ‘পিতা’ ও ‘পুত্রের’ ব্যবহার অনেক সময় সত্যিকারের পিতা-পুত্রের ক্ষেত্রে হয় না; বরং রূপক অর্থে নিজের অনুসৃত, বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা অধিক যোগ্যতাবান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে ‘পিতা’ এবং অনুসরণকারী কিংবা মতাদর্শের অধিকারী কিংবা বয়সে ছোট কারো প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশার্থে ‘পুত্রের’ ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। যেমন অনেক সময় কোন শিক্ষক তার স্নেভাজন ছাত্রকে ‘পুত্র’ বলে এবং ছাত্র তার শ্রদ্ধাভাজন আদর্শ শিক্ষককে ‘পিতা’ বলে সম্বোধন করে। তেমনি হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামকেও বাইবেলে ‘আল্লাহর প্রিয় এবং খাস বান্দা’ হিসেবে ‘ইবনুল্লাহ’ বা আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম যে সকল ইয়াহুদীর নিকটে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে ‘ইবনুল্লাহ’ বলার দ্বারা রূপক অর্থ (আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় এবং সম্মানিত) উদ্দেশ্য নিতেন। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা সেন্ট পলের প্রতারণার ফলে প্রকৃত অর্থেই হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র ভাবতে শুরু করে।

সেন্ট পলের এ প্রতারণার প্রেক্ষাপট হলো, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন কেবল ইসরাঈল বংশের [ইয়াহুদীদের] প্রতি। তাদের জন্য ঈশ্বরের পুত্র পরিভাষাটির ব্যবহারে কোনো অসুবিধা ছিলো না। এজন্য তিনি অ-ইসরাইলীদের কাছে তার ধর্ম প্রচার করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেন। দেখুন, মথি ৭:৬, ১০:৫-৬,

১৫: ২৪। *সূত্র: "Do not give what is holy to the dogs; nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn and tear you in pieces. (Matthew 7:6;NKJV), 5 These twelve Jesus sent out and commanded them, saying: "Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans. 6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel." (Matthew 10:5-6;NKJV), But He answered and said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." (Matthew 15:24;NKJV)*

কিন্তু সেন্ট পল তার বিকৃত খ্রিস্টধর্মকে এশিয়া মাইনর ও ইউরোপের রোমীয় অঞ্চলে প্রচার করেন। এ সকল এলাকার লোকেরা ঈশ্বরের পুত্র পরিভাষাকে আক্ষরিক অর্থেই বুঝতো এবং তাদের দেবদেবীদেরকে ঈশ্বরের পুত্র বা কন্যা হিসাবেই পূজা করতো। ফলে তারা ঈসা 'আলাইহিস সালামকেও আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর পুত্র মনে করে বসে! সেন্ট পল এখানে যে চাতুরতার আশ্রয় নেন, তা হলো, ইবনুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র শব্দটিকে হিব্রু ভাষার পরিবর্তে গ্রীক- রোমীয় পৌত্তলিকদের পরিভাষায় ব্যবহার করে আক্ষরিক অর্থে তাকে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করেন। (যোহন ১: ১৪, ১৮, ৩: ১৮) *সূত্র: And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. (John 1:14;NKJV), No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. (John 1:18;NKJV) "He who believes in Him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. (John 3:28;NKJV)*

২. "পিতা- পুত্রের পরিভাষাটি 'প্রকৃত অর্থে' (অর্থাৎ হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর পিতৃত্বের সম্পর্ক

বুঝাতে) ব্যবহৃত হয়নি। বরং ‘রূপক অর্থে’ (আল্লাহর প্রিয় এবং বিশিষ্ট বান্দা বুঝাতে) ব্যবহৃত হয়েছে।”- এর দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, বাইবেলে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে ইবন বা পুত্র শব্দের পাশাপাশি অসংখ্য স্থানে মনুষ্যপুত্র (Son of Man) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দাসে মনুষ্যপুত্র বলতে ‘মরণশীল মানুষ ও আল্লাহর বান্দা’ বুঝানো হয়েছে। আম্বিয়া ‘আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে মনুষ্যপুত্র বলার কারণ হলো, তাদের অলৌকিক কার্যাদি দেখে কেউ যেন তাদেরকে ঈশ্বর না ভেবে বসে। এর পাশাপাশি বাইবেলে এ-ও বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মনুষ্যপুত্র নন, মনুষ্যপুত্র কখনো ঈশ্বর হতে পারে না। (গীতসংহিতা ১৪৬: ৩, ওযিশাইয় ৫১: ১২) *সূত্র: Do not put your trust in princes, nor in a son of man, in whom there is no help. (Psalm 146:3; NKJV), Who are you that you should be afraid of a man who will die, and of the son of a man who will be made like grass? (Isaiah 51:12; NKJV)*

সুতরাং ঈসা ‘আলাইহিস সালাম মনুষ্যপুত্র হয়ে কখনই ঈশ্বর হতে পারেন না। অনুরূপভাবে তিনি ইশ্বরের ঔরসজাত পুত্রও হতে পারেন না! *সূত্র: ঈসা আলাইহিস সালাম মনোনীত বারজন শিষ্যের অন্যতম বার্নাবাস তার লিখিত সুসমাচারের ২২২নং অধ্যায়ে পলের এই “পুত্রত্ব” মতবাদের খন্ড করে বলেন, “আর অপর ব্যক্তিরা, যাদের মধ্যে প্রতারিত সেন্ট পল অন্যতম, প্রচার করেছিল এবং এখনও প্রচার করে যে, যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু আমরা, আমি যা লিপিবদ্ধ করেছি, তারই প্রচার করি, ঐ সমস্ত লোকদের নিকট যারা স্রষ্টাকে ভয় করে।” Others preached, and yet preach, that Jesus is the Son of God, among whom is Paul deceived. But we - as much as I have written - we preach to those that*

fear God, that they may be saved in the last day of God's Judgment. (The Gospel of Barnabas: Chapter 222)

দ্বিতীয় দলীল 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম ভিন্ন জগতের' মর্মে বাইবেলের বর্ণনা প্রসঙ্গ

বাইবেলের উক্ত বর্ণনার দ্বারাও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে ঈশ্বর প্রমাণ করা সঠিক নয়। কেননা, উক্ত বর্ণনার অনুরূপ কথা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম ছাড়াও তার অন্যান্য অনুসারী সাথীবর্গের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: "তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব বলিয়া ভালবাসিত; কিন্তু তোমরা ত জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্য জগৎ তোমাদিগকে দ্বেষ করে। (যোহন ১৫: ১৯) *সূত্র: If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. (John 15:19; NKJV)*

"(যীশু বলিলেন) আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।" (যোহন ১৭: ১৪) *সূত্র: I have given them Your word; and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. (John 17:14; NKJV)*

পূর্বোল্লিখিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে যদি হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে খোদা বলতে হয়, তাহলে তো পরবর্তী এ বর্ণনার কারণে তার অনুসারী সাথীবর্গকেও খোদা বলতে হয়!! অথচ খ্রিস্টানগণ তা বলেন না।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, তারা উক্ত বাক্যের যে অর্থ করেছেন তা সঠিক নয়। বরং এখানে 'হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম

এ জগতের নন’ বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেমন দুনিয়া অন্বেষণকারী, তিনি তা নন। বরং তিনি চিরস্থায়ী পরকাল ও মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় রূপক অর্থ বিশিষ্ট বাক্য প্রত্যেক ভাষায়ই পাওয়া যায়। যেমন: ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে বলা হয় যে, “তারা এ দুনিয়ার নয়’!

এভাবে অপর বর্ণনাটির ব্যাখ্যা এই হবে যে, তোমরা দুনিয়াদার হলে দুনিয়াদার লোকেরা তোমাদেরকে ভালবাসতো। কিন্তু তোমরা দুনিয়ার ধান্ধা ছেড়ে পরকালের পথে এসেছো। তাই দুনিয়াদার লোকেরা তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে।

উল্লিখিত বর্ণনাদ্বয়ের এ ব্যাখ্যাই অপরাপর অকাট্য বর্ণনা, যুক্তি ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এছাড়া উল্লিখিত বর্ণনার মাধ্যমে কিছুতেই হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের খোদা হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তৃতীয় দলীল ‘আল্লাহ ও ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এক ও অভিন্ন’ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা প্রসঙ্গ

বাইবেলের উক্ত বর্ণনার দ্বারাও হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে ঈশ্বর প্রমাণ করা সঠিক নয়। আর তা দুই কারণে-

১. কেননা, এ ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতা অসম্ভব। কারণ, প্রথমত হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম জাগতিক দেহ ও জাগতিক আত্মার ধারক একটি সত্তা। এ হিসেবে আল্লাহর সঙ্গে তার একীভূত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়ত এতে একই সত্তায় দু’টি অস্তিত্বের বিদ্যমানতার বৈপরীত্য দৃশ্যমান। একবার ‘আমি ও পিতা’ বলে যিশুকে এবং খোদাকে আলাদারূপে চিত্রিত করা

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

হয়, আবার 'আমরা এক' বলে তাকে খোদার সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রকাশ করা হয়- এটা একেবারেই অযৌক্তিক। কেননা, একটা জিনিস হয়তো আরেকটা জিনিসের 'মৌল' (হুবহু একই সত্তা) হবে, নয়তো তার 'যৌগ' (ভিন্ন সত্তা) হবে। একই স্থানে, একই কালে ও একই পাত্রে মৌল ও যৌগ উভয়টির একীভূত হওয়া অসম্ভব।

কাজেই বাক্যটির বাহ্যিক অর্থ এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না। বরং অবধারিতভাবে এ বাক্যের রূপক অর্থ করতে হবে। আর তা হলো, রাসূল হিসেবে মহান আল্লাহর বাণীই তিনি ধারণ করে আছেন। তাই আল্লাহর বাণীর সাথে তার বাণী এক ও অভিন্ন।

২. ইঞ্জিলে এ ধরনের কথা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের অনুসারী সাথীবর্গের ব্যাপারেও বলা হয়েছে। যেমন: একস্থানে বলা হয়েছে- "পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগেতে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক; ' (যোহন ১৭: ২১- ২২) *সূত্র: 21 that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me. 22 And the glory which You gave Me I have given them, that they may be one just as We are one. (John 17:21-22; NKJV)*

উল্লিখিত বাক্যে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের অনুসারী সাথীবর্গের ব্যাপারে খোদার সাথে এক হওয়ার কথা বলা

হয়েছে। তাহলে কি তারাও স্বয়ং খোদা এবং এটা কোন খ্রিস্টান বন্ধু মেনে নিবেন? মানবেন না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, এখানে এক বলে হুবহু এক সেটা বুঝানো হয়নি। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, সকলের এক ও অভিন্ন দীনের অনুগামী হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে দ্বীন মনোনীত করেছেন, তা-ই হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছেন এবং সেই দ্বীনই তার অনুসারী সাথীবর্গ পালন করছেন। এদিক দিয়ে তারা সবাই এক।

চতুর্থ দলীল 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের অলৌকিকত্ব দ্বারা ঈশ্বরত্ব প্রমাণ' প্রসঙ্গ

বাইবেলের উক্ত বর্ণনার দ্বারাও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে ঈশ্বর প্রমাণ করা সঠিক নয়। কেননা, হযরত ঈসা. -এর এ সকল অলৌকিক কর্মকাণ্ডগুলোর কারণে যদি তাকে ঈশ্বর বলতে হয়, তবে তো খোদ বাইবেলের বর্ণনানুযায়ীই আরো অনেককেই ইশ্বর বলতে হবে। পাঠক লক্ষ্য করুন -

ক. ইব্রীয় ৭: ১-৩ এর বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সমসাময়িক যাজক মল্কীষেদক পিতামাতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেন। *সূত্র: 1 For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, 2 to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated "king of righteousness," and then also king of Salem, meaning "king of peace," 3 without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually. (Hebrews 7:1-3; NKJV)*

খ. ইঞ্জিলের বর্ণনা মতে যীশু মাত্র তিনজন মৃতকে জীবিত করেছিলেন। *(মার্ক ৫:২১-৪৩, লূক ৭:১১-১৭, ইউহোন্না ১১:১-৪৪)*

আর যিহিস্কেল ৩৭: ১- ১৪- এর বর্ণনা মতে যিহিস্কেল ভাববাদী হাজার হাজার মৃত মানুষকে জীবিত করেন। *সূত্র: 1 The hand of the Lord came upon me and brought me out in the Spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley; and it was full of bones. 2 Then He caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley; and indeed they were very dry. 3 And He said to me, "Son of man, can these bones live?" So I answered, "O Lord God, You know. " 4 Again He said to me, "Prophesy to these bones, and say to them, 'O dry bones, hear the word of the Lord! 5 Thus says the Lord God to these bones: "Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. 6 I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you; and you shall live. Then you shall know that I am the Lord.""" 7 So I prophesied as I was commanded; and as I prophesied, there was a noise, and suddenly a rattling; and the bones came together, bone to bone. 8 Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over; but there was no breath in them. 9 Also He said to me, "Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, 'Thus says the Lord God: "Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live.""" 10 So I prophesied as He commanded me, and breath came into them, and they lived, and stood upon their feet, an exceedingly great army. 11 Then He said to me, "Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, 'Our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off!' 12 Therefore prophesy and say to them, 'Thus says the Lord God: "Behold, O My people, I will open your graves and cause you to come up from your graves, and bring you into the land of Israel. 13 Then you shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O My people, and brought you up from your graves. 14 I will put My Spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall*

know that I, the Lord, have spoken it and performed it," says the Lord."' (Ezekiel 37:1-14; NKJV)

আর ১ রাজাবলি ১৭: ১৭-২২-এর বর্ণনামতে এলীয় একটি মৃত শিশুকে জীবিত করেছিলেন। *সূত্র: 17 Now it happened after these things that the son of the woman who owned the house became sick. And his sickness was so serious that there was no breath left in him. 18 So she said to Elijah, "What have I to do with you, O man of God? Have you come to me to bring my sin to remembrance, and to kill my son?" 19 And he said to her, "Give me your son." So he took him out of her arms and carried him to the upper room where he was staying, and laid him on his own bed. 20 Then he cried out to the Lord and said, "O Lord my God, have You also brought tragedy on the widow with whom I lodge, by killing her son?" 21 And he stretched himself out on the child three times, and cried out to the Lord and said, "O Lord my God, I pray, let this child's soul come back to him." 22 Then the Lord heard the voice of Elijah; and the soul of the child came back to him, and he revived. (1 Kings 17:17-22;NKJV)*

গ. এবং ২ রাজাবলি ৫: ১-১৪-এর বর্ণনামতে এলীয় কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করেন। *সূত্র: Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper. 2 And the Syrians had gone out on raids, and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. 3 Then she said to her mistress, "If only my master were with the prophet who is in Samaria! For he would heal him of his leprosy." 4 And Naaman went in and told his master, saying, "Thus and thus said the girl who isfrom the land of Israel."*

5 Then the king of Syria said, "Go now, and I will send a letter to the king of Israel." So he departed and took with him ten talents of silver, six thousand shekels of gold, and ten changes of clothing. 6 Then he brought the letter to the king of Israel, which said, Now be advised, when this

TOP

letter comes to you, that I have sent Naaman my servant to you, that you may heal him of his leprosy. 7 And it happened, when the king of Israel read the letter, that he tore his clothes and said, "Am I God, to kill and make alive, that this man sends a man to me to heal him of his leprosy? Therefore please consider, and see how he seeks a quarrel with me." 8 So it was, when Elisha the man of God heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king, saying, "Why have you torn your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel." 9 Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. 10 And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan seven times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean." 11 But Naaman became furious, and went away and said, "Indeed, I said to myself, 'He will surely come out to me, and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place, and heal the leprosy.' 12 Are not the Abanah and the Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean?" So he turned and went away in a rage. 13 And his servants came near and spoke to him, and said, "My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then, when he says to you, 'Wash, and be clean'?" 14 So he went down and dipped seven times in the Jordan, according to the saying of the man of God; and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. (2 Kings 5:1-14; NKJV)

কাজেই অলৌকিক কার্যাদি যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয়, তবে বাইবেলের বর্ণনার ভিত্তিতে ইবরাহীম, যিহিস্কিল, এলীয় এদের সকলকেই ঈশ্বর বলতে হবে...!!

'পবিত্র আত্মা'র ঈশ্বরত্ব

Holy Spirit/Holy Ghost/Spirit of God - (পবিত্র আত্মা, পবিত্র ভূত, ঈশ্বরের আত্মা) শব্দগুলি বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে অনেক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোথাও একে সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বর বা 'তিন ঈশ্বরীয় সত্তার একজন' বলে উল্লিখিত হয়নি। সেন্ট পলই সর্বপ্রথম পবিত্র আত্মা বলতে

TOP

পৃথক ঐশ্বরিক সত্তা ও স্বয়ম্ভু ঈশ্বর বলে দাবি করেন। বরং কখনো মানুষ, কখনো নবী, কখনো ফেরেশতা এবং কখনো আল্লাহর প্রেরণা বুঝানো হয়েছে।

পাঠক! এ মর্মে বাইবেলের বর্ণনা লক্ষ্য করুন-

ক. সদাপ্রভু কহিলেন, "আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবে না; কারণ সেও তো মাংস মাত্র। পরন্তু তাহাদের সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে" (আদিপুস্তক ৬: ৩) *সূত্র: And the Lord said, "My Spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh; yet his days shall be one hundred and twenty years." (Genesis 6:3; NKJV)*

এখানে আত্মা বলতে স্পষ্ট যে, আল্লাহর সৃষ্ট মানবাত্মা বা মানুষ বুঝানো হয়েছে। অথাৎ মানুষ অমর হবে না; বরং তার আয়ু ১২০ বছর হবে।

খ. হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম বলেন, "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যদের সকল পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে না। আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের (ঈসা মসীহের) বিরুদ্ধে কোনো কথা কহে সে ক্ষমা পাইবে, কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে সে ক্ষমা পাইবে না; ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।" (মথি ১২: ৩১- ৩২) *সূত্র: 31 "Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. 32 Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. (Matthew 12:31-32; NKJV)*

এখানে পবিত্র আত্মা অর্থ ওহীর বাহক। পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই নবীগণ ওহী লাভ করেন। কাজেই পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের উপর আসলে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের বক্তব্যের আলোকে সুস্পষ্ট কোনো দলীল নেই।

জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-৪

খ্রিস্টধর্মে ঈসা 'আলাইহিস সালামের অন্তর্ধান: ক্রুশে হত্যা করা হয়েছে, নাকি সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মে এ বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে,

১. (Crucifixion) তথা যীশু (ঈসা 'আলাইহিস সালাম)-কে ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

২. (The Atonement) তথা যীশু ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন।

Crucifixion:

বাইবেলের লূক ২২:২-৩, ৪১, ৪২; মথি ২৬:১৪-১৬, ৩৬-৩৯ এবং মার্ক ১৪:৪৩-৫২-এর বর্ণনায় হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের মৃত্যুর যে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সারমর্ম হলো, ইয়াহুদীরা [জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে] হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে। একপর্যায়ে তাদের ধর্মগুরুরা তদানীন্তন বাদশাহ পানতিয়ুস পিলাত (Pontius Pilatus)-এর কান ভারী করলো এই অভিযোগ তুলে যে, এ ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী এবং সে তাওরাত পরিবর্তন করতে চায় এবং সে সবাইকে বে-দ্বীন বানিয়ে ফেলছে। এতে

বাদশাহ ক্রোধান্বিত হয়ে ঈসা মসীহ 'আলাইহিস সালামকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়।

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের বারোজন শিষ্যের একজন 'ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা' ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইয়াহুদীদের হাতে তুলে দিয়েছিলো। যদিও সে পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনাবশত ঘুষের সম্পদ ফেরত দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো। এরপর ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করে!

The Atonement:

খ্রিস্টানদের এ বিশ্বাসের নাম হলো, 'পাপমোচন বিশ্বাস' (The Atonement)। খ্রিস্টধর্মে পাপমোচন বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলা হয়, আদম 'আলাইহিস সালাম নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে পাপ করেছেন, আর সেই সূত্রে তাদের ঔরসজাত পৃথিবীর সকল মানুষ সেই পাপের ভাগিদার হয়ে পৃথিবীতে পাপীরূপে জন্মগ্রহণ করে। তাদের এ পাপ মোচনের কোনো পথ ছিলো না। সেজন্য যীশু শূলিকাষ্ঠে জীবন দিয়ে সকলের পক্ষ থেকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। খ্রিস্টানরা তাদের এ বিশ্বাসকে ব্যাপ্টাইজ নামে অভিহিত করে এবং প্রচার করে যে, যে ব্যক্তি এ 'ব্যাপ্টাইজ বিশ্বাস' ধারণ করবে, সে সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে যাবে। আর এর দ্বারা তার শুধু আদিপাপই মোচন হবে না; বরং সেই পাপের সাথে আরো যতো পাপ সে করেছে, সব মোচন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা এ বিশ্বাস ধারণ করবে না, তাদের সেই পাপ থেকে

মুক্তি মিলবে না। দেখুন, খ্রিস্টান পন্ডিত Martin Luther (ক্যাথলিক হেরাল্ড: ভলিউম ৯, পৃ. ২৭৭)

পল দাবী করেন, "আমাদের আল্লাহ ও পিতার ইচ্ছামত মসীহ আমাদের গুনাহের জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন, যেন তিনি এখনকার খারাপ দুনিয়ার হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারেন। (গালাতীয় ১: ৪) *সূত্র: (কিতাবুল মুকাদ্দাস)* *Who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil age. (Galatians 1:4; NKJV)*

পল আরো বলেন, "মসীহ নিজের রক্তের মধ্য দিয়ে চিরকালের জন্য পাপ হতে মুক্তির উপায় করেছেন।" (ইব্রীয় ৯: ১২) *সূত্র: Not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the Most Holy Place once for all, having obtained eternal redemption. (Hebrews 9:12; NKJV)*

আর এর ভিত্তিতে পল বলেন, "যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে, তাকে উদ্ধারকর্তা বিশ্বাস করে, তারা যতো পাপই করুক না কেনো, খোদা তাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন। (দ্রষ্টব্য: রোমীয় ৩: ২৪, গালাতীয় ৩: ১৩, যোহন ৩: ১৬, কলসীয় ১: ১৪) *সূত্র: Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. (Romans 3:24; NKJV), Christ has redeemed us from the curse of the law. (Galatians 3:13;NKJV), For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. (John 3:16; NKJV), In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. (Colossians 1:14; NKJV)*

সেন্ট পল আরো বলেন, "একটা পাপের মধ্য দিয়া যেমন সমস্ত মানুষকেই আজাব পাইবার যোগ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে,

তেমনি একটি ন্যায্য কাজের মধ্য দিয়া সমস্ত মানুষকেই নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। যেমন একজন মানুষের অবাধ্যতার মধ্য দিয়া অনেকেই পাপী হইয়াছিলো, তেমনি একজন মানুষের বাধ্যতার মধ্য দিয়া অনেকেই নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে।” (রোমীয় ৫: ১৮-১৯) *সূত্র: 18 Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one Man's righteous act the free gift came to all men, resulting in justification of life. 19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one Man's obedience many will be made righteous. (Romans 5:18-19; NKJV)*

কুরআন-হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম (-এর অন্তর্ধান) সম্পর্কে আকীদা-বিশ্বাস

কুরআন-হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস হলো-

১. তিনি দুনিয়াতে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেননি, শত্রুদের হাতে নিহতও হননি; বরং মহান আল্লাহ তাঁকে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে সশরীরে সুস্থ অবস্থায় মাত্র ৩৩ বছর বয়সে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।

২. শেষ যামানায় তিনি বর্তমান ফিলিস্তিনের বাইতুল মোকাদ্দাসে আসমান হতে অবতীর্ণ হবেন।

৩. আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তার আনীত শরী‘আত রহিত যাওয়ার কারণে] তিনি আখেরী নবীর শরী‘আতের উপর আমল করবেন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

৪. দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

৫. তার যামানাতেই পঙ্গপালের ন্যায় ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ঘটবে এবং একসময় তারা ধ্বংসও হয়ে যাবে। এরপর পৃথিবীতে অনেক বরকত হবে। পরিশেষে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করবেন। তাঁর মৃত্যুর পরই কেয়ামতের বড় বড় নিদর্শন (যেমন : পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ‘দাব্বাতুল আরদ’ (ভূগর্ভের প্রাণিবিশেষ) বের হবে)। অবশেষে কেয়ামত সংঘটিত হবে। *(তাফসীরে ইবনে কাসীর: সূরা নিসা: ১৫৭, তাফসীরে রুহুল মাআনী: সূরা নিসা: ১৫৭, মিরকাতুল মাফাতীহ লিল কারী: হা. নং ৫৪৭৫, বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. কৃত আত্তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযূলিল মাসীহ)*

কুরআনের আলোকে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম -এর অন্তর্ধান প্রসঙ্গ

ক. হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের হত্যা প্রচেষ্টার ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا، بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

“তারা তাকে হত্যাও করেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি, বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিলো। নিশ্চয়ই মতভেদকারীরা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিলো। এ ব্যাপারে তাদের কাছে নিশ্চিত কোনো জ্ঞান ছিলো না কল্পনার অনুসরণ করা ছাড়া। অবশ্যই তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও হিকমতওয়ালা।” (সূরা নিসা: আয়াত নং ১৫৬-১৫৭)

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

এ আয়াতে মহান আল্লাহ খ্রিস্টানদের ক্রুশিফাইড বিশ্বাসকে খন্ডন করেছেন। অর্থাৎ খৃস্টানরা যে বলে থাকে, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে শূলিতে চড়িয়ে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে- এটা সম্পূর্ণ ভুল ও বানোয়াট কথা। তারা এ ব্যাপারে যা বলে, তা শুধুই অনুমান। এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে নেই। বাস্তব কথা হচ্ছে, মহান আল্লাহ সেখানে উপস্থিত অন্য এক ব্যক্তির চেহারাকে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ন্যায় বানিয়ে দিয়েছিলেন। ইয়াহুদীরা তাকেই ধরে নিয়ে শূলিতে চড়িয়েছে। আর হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। *(তাফসীরে কুরতুবী: ১ম খ-; পৃ. ১০৩)*

খ. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

اذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى اِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

অর্থ: “স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি আপনাকে (যথাসময়ে) মৃত্যু দিবো। (তবে আপাতত) আপনাকে আমার দিকে তুলে নিবো এবং কাফেরদের থেকে আপনাকে পবিত্র করে দেবো।” (সূরা আল ইমরান: আয়াত নং ৫৫)

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, (১) আল্লাহ তা‘আলা ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে তাঁর বর্তমান জীবদ্দশায় মৃত্যু দিবেন না, বরং কিয়ামতের পূর্বে তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন।

তখন নির্দিষ্ট সময় পৃথিবীতে জীবনযাপনের পর তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। (২) বিপথগামী কাফের ইয়াহুদীদের কবল থেকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে মুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা এখন তাকে আসমানে তুলে নিবেন।

কুরআনের আলোকে ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরায় আগমন প্রসঙ্গ

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً

অর্থ: "কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার (ঈসা আ. -এর) মৃত্যুর আগে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে না। আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।" (সূরা নিসা: আয়াত নং ১৫৯)

হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের অন্তর্ধান প্রসঙ্গ

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. -এর সূত্রে এক বর্ণনায় আছে, যখন হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ ১২ জন হাওয়ারী বা সহচর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ঈসা 'আলাইহিস সালাম এ ঘোষণা করলেন যে,

أيكم يلقى عليه شبهي، فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟

"তোমাদের মধ্যে কে প্রস্তুত আছে যে, তাকে আমার চেহারার সাদৃশ্য করে দেওয়া হবে এবং তাকে আমার স্থলে হত্যা করা হবে এবং এর বিনিময়ে সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে. . . ? হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম তিনবার এ ঘোষণা দিলেন এবং তিনবারই একজন যুবক দাঁড়ালেন।

ইয়াহুদীরা ঐ যুবককে 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম' মনে করে হত্যা করে ফেললো। *(আস্সুনানুল কবরা লিন নাসায়ী; হা. নং ১১৫২৭)*

হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরাগমন প্রসঙ্গ

১. বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. - এর সূত্রে দাজ্জালের আগমন এবং তাঁর পরে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম আগমন পূর্বক দাজ্জালকে হত্যার বিস্তারিত বিবরণ একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

عن جابر بن عبد الله، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يخرج الدجال في خفقة من الدين، وإدبار من العلم، فله أربعون ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا، فيقول للناس: أنا ربكم وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر - ك ف ر مهجاة - يقرؤه كل مؤمن كاتب، وغير كاتب، يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة، حرمهما الله عليه، وقامت الملائكة بأبوابها، ومعه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول الجنة، ونهر يقول النار، فمن أدخل الذى يسميه الجنة، فهو النار، ومن أدخل الذى يسميه النار، فهو الجنة "، قال: " ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس، لا يسلط على غيرها من الناس، ويقول: أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب "،قال: " فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم، فيحاصرهم، فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا، ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادى من السحر، فيقول: يا أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني، فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه "، قال: " فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه، فيقتله حتى إن الشجرة والحجر ينادى: يا روح الله، هذا يهودى، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله "

এ হাদীসের সারমর্ম হলো, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝে ‘কাফের’ লেখা থাকবে। তার এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো হবে বছরের সাধারণ দিনের সমান। সে নিজেকে ‘রব’ দাবী করে আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ, মৃতকে জীবিত করণ-সহ বিভিন্ন ধরণের অলৌকিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজের প্রভুত্বের দাবী প্রমাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। ফলে ইমানদারগণ ঈমানের ব্যাপারে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। এমনই সময় ফজরের নামাযের পূর্বমুহূর্তে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আগমন করবেন এবং মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে দাজ্জালকে এবং তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করবেন. . . । *(মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং ১৪৯৫৪)*

২. সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير...

“ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই অতিসত্বর তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতীর্ণ হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে। তিনি ক্রুশ নিশ্চিহ্ন করবেন এবং শূকর কতল করবেন. . . ।” (সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২২২২)

৩. হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত অপর হাদীসে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

TOP

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ

"কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত ঈসা ইবনে মারইয়াম পৃথিবীতে অবতরণ না করবেন।" (সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৪৭৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদীস নং ৪০৭৮)

৪. অপর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أنا اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بيني وبينه نبى وانه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه.

"নিশ্চয়ই সকল মানুষের চেয়ে ঈসা ইবনে মারইয়ামের সঙ্গে আমি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। কারণ, তার মাঝে আর আমার মাঝে অন্য কোনো নবী হননি। আর নিশ্চয়ই তিনি (কিয়ামতের পূর্বে) অবতরণকারী। সুতরাং যখন তোমরা তাকে দেখবে, তাকে চিনে নিবে. . . ।" (সুনানে আবূ দাঊদ: হাদীস নং ৪৩২৪)

বাইবেলের আলোকে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের অন্তর্ধান প্রসঙ্গ

প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনা দ্বারা বাহ্যিকভাবে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে Crucifixion ও The Atonement -এর বিষয়টি প্রমাণিত হলেও প্রচলিত এই বাইবেলেই যীশুর ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থান হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত কাহিনীগুলোর ফাঁক-ফোকরে এমন কিছু বাস্তবতার 'ঝলক'ও রয়ে গেছে, যা দ্বারা প্রকৃত ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন-

১. "যিনি তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন সেই আল্লাহর কাছে ঈসা এই দুনিয়াতে থাকবার সময় জোরে

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

চিৎকার করে কেঁদে অনুরোধ করেছিলেন এবং ভিক্ষা চেয়েছিলেন। তাঁর ভয়ের সঙ্গে বাধ্যতা ছিল বলে আল্লাহ তাঁর মুনাজাত শুনেছিলেন।" (ইবরানী ৫: ৭) *সূত্র: (কিতাবুল মুকাদ্দাস)* *When He had offered up prayers and supplications, with vehement cries and tears to Him who was able to save Him from death, and was heard because of His godly fear. (Hebrews 5:7; NKJV)*

২. "তখন বেহেশত থেকে একজন ফেরেশতা এসে ঈসাকে শক্তি দান করলেন" (লুক ২২: ৪৩) *সূত্র: (কিতাবুল মুকাদ্দাস)* *Then an angel appeared to Him from heaven, strengthening Him. (Luke 22:43; NKJV)*

যীশু খ্রিস্টকে যদি সত্যিই ক্রুশে হত্যা করা হয়ে থাকে, তবে "আল্লাহ তাঁর মুনাজাত শুনেছিলেন" এবং "তখন বেহেশত থেকে একজন ফেরেশতা এসে ঈসাকে শক্তি দান করলেন" এ দু'কথার আর কোনো অর্থ থাকে না। কেননা, মুনাজাত কবুল হওয়া আর ফেরেশতা কর্তৃক শক্তি দান করার দাবী হলো যে, তিনি তাঁর শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাবেন। কাজেই এটা হতে পারে যে, প্রকৃত ঘটনা এখানে 'আড়াল' করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করবেন।

সূত্র: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমন একটি বাইবেল থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, যা সেন্ট পলের স্বরূপ উদঘাটনের নিমিত্তে রচনা করেছিলেন ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারীদের একজন 'বার্নাবাস। বার্নাবাসের বাইবেলে এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ইয়াহুদীরা হত্যা করতে সক্ষম হয়নি; বরং ঈসা আলাইহিস সালামের মনোনীত বারোজন শিষ্যের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকেই ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতি দান করেন। ফলে ইয়াহুদীদের ভ্রম হয়েছিল এবং এভাবে তারা ঈসা

TOP

আলাইহিস সালামের পরিবর্তে সেই বিশ্বাসঘাতককেই হত্যা করেছিল। আর এদিকে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যান।

পাঠক! এ মর্মে বার্নাবাসের বাইবেলের বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করুন-

215: Divine Rescue of Jesus. When the soldiers with Judas drew near to the place where Jesus was, Jesus heard the approach of many people, wherefore in fear he withdrew into the house. And the eleven were sleeping. Then God, seeing the danger of his servant, commanded Gabriel;, Michael;, Rafael;, and Uriel, his ministers, to take Jesus out of the world. The holy angels came and took Jesus out by the window that looks toward the South;. They bare him and placed him in the third heaven in the company of angels blessing God for evermore.

216: Judas Transformed. Judas entered impetuously before all into the chamber whence Jesus had been taken up. And the disciples were sleeping. Whereupon the wonderful God acted wonderfully, in so much that Judas was so changed in speech and in face to be like Jesus that we believed him to be Jesus. And he, having awakened us, was seeking where the Master was. Whereupon we marvelled, and answered: 'You, Lord, are our master; have you now forgotten us?'

And he, smiling, said: 'Now are you foolish, that know not me to be Judas Iscariot!' And as he was saying this the soldiery entered, and laid their hands upon Judas, because he was in every way like to Jesus. We having heard Judas' saying, and seeing the multitude of soldiers, fled as beside ourselves. And John, who was wrapped in a linen cloth, awoke and fled, and when a soldier seized him by the linen cloth he left the linen cloth and fled naked. For God heard the prayer of Jesus, and saved the eleven from evil. (The Gospel of Barnabas: Chapter 215-216)

“[ইয়াহুদী] প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা ঈসাকে গোপনে মারিয়া ফেলিবার উপায় খুঁজিতেছিলেন, কারণ তাহারা লোকদের ভয় করিতেন। এই সময় এহুদা [জুদাস]- যাকে ইস্কারিয়োৎ বলা হইত- তাহার ভিতরে শয়তান ঢুকিল। এই এহুদা ছিল ঈসার বারজন সাহাবীর মধ্যে একজন। ...বিশ্বাসঘাতক জুদাস মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে শত্রু হস্তে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ...ঈসা (আলাইহিস সালাম) যখন জানতে পারলেন, তখন গেৎশিমানী বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, এবং অবশিষ্ট ১১ জন শিষ্যের আটজনকে মোতায়েন করে বললেন, আমি ঐখানে গিয়া যতক্ষণ মুনাজাত করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বসিয়া থাক...।”

এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম দু'আ করতে লাগলেন, "(হে ঈশ্বর) তোমার নিকট তো সমস্তই সম্ভব। এই দুঃখের [গুপ্ত হত্যার] পেয়ালা আমার নিকট হইতে তুমি লইয়া যাও...।"

ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রত্যক্ষ্যদর্শী হাওয়ারী বার্নাবাস লিখেছেন, "জুদাস ইয়াহুদী শত্রু ও রোমীয় সৈন্যদেরকে নিয়ে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর অবস্থানের নিকট আসিতেছিল। তিনি বহু লোকের আগমনের সংবাদ শুনে ভয়ে ঘরের দিকে প্রস্থান করলেন। তার এগারজন হাওয়ারী নিদ্রা যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তার প্রধান চারজন ফেরেশতা-জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আজরাঈল আলাইহিস সালামকে আদেশ করলেন ঈসা আলাইহিস সালামকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পবিত্র ফেরেশতারা দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে সশরীরে বের নিয়ে গেলেন। তাঁরা তাকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে গেলেন। ...জুদাস আবেগপ্রবণ হয়ে দ্রুতগতিতে সর্বাগ্রে কক্ষের সেই স্থানে পৌঁছল, যেখান হতে যীশুকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সূক্ষ্মদর্শী ও সুকৌশলী আল্লাহ তা'আলা বিস্ময়করভাবেই তার কার্য সম্পাদন করেছিলেন। যার ফলে জুদাস আকার-আকৃতি ও ভাষায় হুবহু যীশুর মত এরূপ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা নিঃসন্দেহে তাকেই ঈসা বলেই বিশ্বাস করছিলাম। সে আমাদেরকে নিদ্রা হতে জাগ্রত করে জিজ্ঞেস করল, "গুরু কোথায়?" আমরা আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আপনিই প্রভু! আপনিই তো আমাদের প্রভু! আপনি কি এখন আমাদেরকে ভুলে গেলেন?" মুচকি হেসে জুদাস উত্তর দিল, "এখন তোমরা এমন বোকা হয়েছ যে, আমাকে জুদাস ইস্কারিয়োৎ বলেও চিনতে পারছ না।" জুদাস যখন এভাবে কথা বলছিল, সৈন্যদল সেখানে ঢুকে পড়ল এবং জুদাসকে পাকড়াও করল, কারণ সর্বদিক দিয়ে সে তখন অবিকল যীশুর মতই হয়েছিল..!"

"আল্লাহ তার প্রধান চারজন ফেরেশতা জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আজরাঈল আলাইহিস সালামকে আদেশ করিলেন যীশুকে পৃথিবী হইতে তুলিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য। পবিত্র ফেরেশতারা দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়া যীশুকে সশরীরে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। তাহারা তাহাকে তৃতীয় আসমানে পৌঁছাইয়া দিলেন। সেখানে সতত প্রার্থনারত ফেরেশতাদের সাথে তিনি অবস্থান করিতেছেন।" বলা বাহুল্য, এরপর যীশুর আকৃতিধারী জুদাসকেই তারা যীশু মনে করে ক্রুশে ঝুলিয়েছিল। (বার্নাবাস লিখিত সুসমাচার: অধ্যায় ২১৫-২১৬)

প্রত্যক্ষদর্শী বার্নাবাসের লিখিত বাইবেলের উল্লিখিত বর্ণনা পবিত্র কুরআনের বর্ণনার সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলিবিদ্ধ করতে পারেনি। এর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর ওদিকে জুদাস বা ইয়াহুদের চেহারাকে

ঈসা আলাইহিস সালামের মতো করে দেয়া হয়- যাকে ধরে নিয়ে ইয়াহুদীরা শূলিতে চড়িয়েছে।

প্রচলিত বাইবেলের (লূক ২২:২-৩, ৪১, ৪২; মথি ২৬:১৪-১৬, ৩৬-৩৯ এবং মার্ক ১৪:৩৫-৩৬, ১৪:৪৩-৫২,)-এর আলোকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যে ঘটনা প্রথমত খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাস হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে, বার্নাবাসের বাইবেলের সঙ্গে তার বর্ণনাগত অমিল সুস্পষ্ট। আমরা কিতাবের ভূমিকায় এ কথা স্পষ্ট করে এসেছি যে, প্রচলিত বাইবেলকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনার পর কোনো যুক্তিতেই খ্রিস্টান বন্ধুদের জন্য বার্নাবাসের বাইবেলকে অস্বীকার করার সুযোগ থাকে না। কাজেই যে যুক্তিতে প্রসিদ্ধ বাইবেলকে তারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন, সে যুক্তিতেই বার্নাবাসের বাইবেলকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে যীশুর কল্পকাহিনী থেকে তাদের ফিরে আসা কাম্য।

সুতরাং এর মাধ্যমে পরবর্তীতে ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত হওয়ার ব্যাপারে যে কথা প্রচার করা হয়েছে, তা অলীক বর্ণনা ও অবান্তর বলে প্রমাণিত হয়। আর এতে ঈসা আলাইহিস সালামের শূলিতে প্রাণ দিয়ে সকল মানুষের পাপমোচন করার ব্যাপারে খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাসও ভুল প্রতিপন্ন হয়।

বাইবেলের আলোকে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম -এর পুনরাগমন প্রসঙ্গ

বাইবেলের উল্লিখিত দলীল-প্রমাণের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে হত্যা করা হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, শত বিকৃতি সত্ত্বেও উল্লিখিত দলীল-প্রমাণের পাশাপাশি বাইবেলে এমন দলীলও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। এ মর্মে বাইবেলের নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে-

১. বাইবেলের প্রকাশিত বাক্য ১:৭-এ রয়েছে, (ঈশ্বর বলেন), “দেখ, তিনি “মেঘ সহকারে আসিতেছেন, ” আর প্রত্যেক চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে এবং “যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলো,

তাহারাও দেখিবে।” *সূত্র: Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. (Revelation 1:7; NKJV)*

এখানে সুস্পষ্টভাবেই ঈসা’ আলাইহিস সালামের অন্তর্ধানের ভবিষ্যত ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আসবেন।

২. বাইবেলের ১ পিতর ১:১৩-এ রয়েছে, “অতএব তোমরা আপন আপন মনের কটি বাঁধিয়া মিতাচারী হও এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে যে অনুগ্রহ তোমাদের নিকটে আনীত হইবে, তাহার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ। *সূত্র: Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. (1 Peter1:13; NKJV)*

৩. বাইবেলের থিষলনীকীয় ৪: ১৩- ১৮- এ রয়েছে, ‘প্রভু যীশুর পুনরাগমন। ১৩. কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমরা চাহি না যে, যাহারা নিদ্রাগত হয়, তাহাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাক; যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই, সেই অন্য সকল লোকের মত তোমরা দুঃখার্ত্ত না হও। ১৪. কেননা, আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, যীশু মরিয়াছেন এবং উঠিয়াছেন, তখন জানি, ঈশ্বর যীশু দ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকেও সেইরূপে তাঁহার সহিত আনয়ন করিবেন। ১৫. কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত আবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমে সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। ১৬. কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া

আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। ১৭. পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। ১৮. অতএব তোমরা এই সকল কথা বলিয়া এক জন অন্য জনকে সান্তনা দেও।"

সূত্র: 13 But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. 14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. 15 For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. 16 For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17 Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. 18 Therefore comfort one another with these words. (1 Thessalonians 4:13-18;NKJV)

৪. যোহনের বাইবেলে রয়েছে, যীশু বলেন, "তোমরা শুনিয়াছো যে, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি যাইতেছি, আবার তোমাদের কাছে আসিতেছি। যদি তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, তবে আনন্দ করিতে যে, আমি পিতার নিকটে যাইতেছি; কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান। আর এখন, ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর। (যোহন ১৪: ২৮-৩০) *সূত্র: 28 You have heard Me say to you, 'I am going away and coming back to you.' If you loved Me, you would rejoice because I said, 'I am going to the Father,' for My Father is greater than I.*

29 "And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. 30 I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. (John 14:25-30; NKJV)

পাঠক! এখানে রেখাযুক্ত অংশটুকুতে গভীরভাবে চিন্তা করলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন, ঈসা 'আলাইহিস সালাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার এবং আবার তাদের নিকটে ফিরে আসার সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বানী করছেন।

৫. যোহন'র বাইবেলে আরো রয়েছে, যীশু বললেন, "অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইতেছ না; এবং আবার অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে। ইহাতে শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, উনি আমা-দিগকে এ কি বলিতেছেন, 'অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইতেছ না; এবং আবার অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে', আর, 'কারণ আমি পিতার নিকটে যাইতেছি'। অতএব তাহারা কহিলেন, ইনি এ কি বলিতেছেন, 'অল্প কাল'? ইনি কি বলেন, আমরা বুঝিতে পারি না। যিশু জানিলেন যে, তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছেন; তাই তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি যে বলিয়াছি, 'অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইতেছ না; এবং আবার অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে', এই বিষয় কি পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছ? সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করিবে; তোমরা দুঃখার্ত্ত হইবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হইবে।" (যোহন ১৬: ১৬-২০) *সূত্র: 16 "A*

little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me, because I go to the Father." 17 Then some of His disciples said among themselves, "What is this that He says to us, 'A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me'; and, 'because I go to the Father'?" 18 They said therefore, "What is this that He says, 'A little while'? We do not know what He is saying." 19 Now Jesus knew that they desired to ask Him, and He said to them, "Are you inquiring among yourselves about what I said, 'A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me'? 20 Most assuredly, I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice; and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. (John 16:16-20; NKJV)

উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করলে যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি বুঝতে পারবেন, এখানে জীবিত অবস্থায় ঈসা 'আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার কথাই বলা হয়েছে। বিষয়টি যেহেতু সাধারণভাবে বোধগম্যের বাইরে, তাই ইয়াহুদীরাও এ কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি এবং তার সাথীবর্গও পূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হননি। তাই তো ঈসা 'আলাইহিস সালাম বিষয়টি বারবার স্বীয় সাথীবর্গকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন।

ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরাগমন: খ্রিস্টধর্মের প্রচার করবেন, নাকি ইসলাম ধর্মের?

কুরআন-হাদীস এবং বাইবেলের পর্যালোচনায় এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে হত্যা করা হয়নি। বরং তাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কেয়ামাতের পূর্বে তিনি পুনরায় এ দুনিয়াতে আগমন করবেন।

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

প্রশ্ন হলো, দুনিয়াতে আগমনের পরে তিনি কি খ্রিস্টধর্ম পালন করবেন? নাকি আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী‘আত অনুযায়ী উম্মাতের মাঝে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন?

একাধিক হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম কিয়ামতের পূর্বে যখন আগমন করবেন, তখন তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রচার করবেন না; বরং তিনি আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী‘আত অনুযায়ী আমল করবেন এবং উম্মাতের মাঝে আখেরী নবীর শরী‘আত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। এ বিষয়ে আমরা দু’টি হাদীস উল্লেখ করছি-

১. সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. -এর সূত্রে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

ثم ينزل عيسى ابن مريم مصدقا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - على ملته إماما مهديا وحكما عدلا فيقتل الدجال»

এরপর ঈসা ইবনে মারয়াম ‘আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যায়ন করবেন, তার ধর্ম অনুযায়ী (আমল করবেন)। হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম হিসেবে, ন্যায়পরায়ন শাসক হিসেবে। এরপর তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা. নং ১২৫০১)

২. সাহাবী হযরত আবূ হুরাইয়া রাযি. - এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, নবীজীসাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ألا إن عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول، ألا إنه خليفتي في أمتي بعدى،

শুনে রাখো! নিশ্চয় ঈসা ইবনে মারয়াম, তার মাঝে এবং আমার মাঝে কোনো নবী রাসূল নেই। শুনে রাখো! নিশ্চয় তিনি আমার পরে আমার উম্মাতের মাঝে আমার খলীফা। (তাবারানী আওসাত হা. নং ৪৮৯৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা. নং ১৩৭৮৮)

ঈসা 'আলাইহিস সালাম ৪০ বছর দুনিয়াতে থাকবেন। এরপর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকে তার পাশে শায়িত হবেন। *(মুসনাদে আহমাদ হা. নং ২৪৪৬৭, তিরমিজী হা. নং ৩৬১৭)*

কাজেই খ্রিস্টধর্মকে সর্বজনীনতার দাবী প্রমাণসিদ্ধ যেমন নয়, তেমনি তা যৌক্তিকও নয়। কেননা, স্বয়ং ঈসা 'আলাইহিস সালামও দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর যখন দ্বিতীয়বার আগমন করবেন, তখন নিজ শরী'আত অনুযায়ী আমল করবেন না। বরং আখেরী নবীর শরী'আত অনুযায়ী আমল করবেন।

ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরুত্থান ঘটনার পর্যালোচনা

Crucifixion ও The Atonement বিশ্বাসের পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মে ঈসা 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে তৃতীয় বিশ্বাস হলো যে, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার এবং তারপরে কবরে

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

সমাহিত হওয়ার পর তৃতীয় দিন পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন এবং নিজ অনুসারীদেরকে কিছু উপদেশও দিয়েছিলেন।

প্রথমোক্ত দুই বিশ্বাসের পাশাপাশি ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে তৃতীয় এ বিশ্বাসটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এ ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয়। এমনকি এ বিষয়ে বর্ণনাগুলোও পরস্পর বিরোধী। যদ্দরুণ অনেক খ্রিস্টান পন্ডিতও এ পুরুত্থান ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন-

১. ডা. মরীস বুকাইয়্যে (Dr. Maurice Bucaille) লিখেছেন, *A prime example of imagination at work ina description has already been given in the portrayal of the abnormal phenomena said to have accompanied Jesus's death given in Matthew's Gospel. The events that followed the Resurrection provided material for contradictory and even absurd descriptions on the part of all the evangelists. সূত্র: Bucaille, The Bible, The Qur'an and Science, 70.*

“মথি লিখিত সুসমাচারে যীশুর মৃত্যুর পরবর্তী যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো অতি-প্রাকৃতিক ঘটনার সমাহার ছাড়া কিছু নয়। এই সুসমাচারে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের সমাবেশ-তো আছেই, সেই সাথে রয়েছে যতোসব উদ্ভট ও অবাস্তব ঘটনার বিবরণ- যার কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই।”

২. Father Kannengiesser (ফাদার কানেনগিয়েসার) যীশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে সুদীর্ঘ গবেষণা পরিচালনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, *“একমাত্র পল ছাড়া বাইবেলের নতুন নিয়মের আর কোনো লেখকই যীশুর পুনরুত্থান ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন।” সূত্র: Father Kannengiesser, in his study on the Resurrection, arrives at the conclusion that none of the New Testament*

authors, save Paul, can claim to have been eyewitnesses to Jesus's Resurrection. (Bucaille, The Bible, The Qur'an and, Science, 98)

কাজেই সারকথা হলো যে, বাইবেলে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরাগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তা বাস্তবায়ন হয়নি। কেয়ামতের পূর্বেই তা বাস্তবায়ন হবে।

পাপমোচনের বিশ্বাস প্রসঙ্গ

পাপমোচনের দর্শন ঈসা 'আলাইহিস সালাম ও তাঁর শিষ্যবর্গের কারো বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত নয়। বরং পলের ডকুমেন্টসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায়, তিনিই এর আবিষ্কারক।

পলের এ বানানো বক্তব্য ছাড়া খ্রিস্টান বন্ধুদের কাছে পাপ-মোচন দর্শনের আর কোনো ভিত্তি নেই। ঈসা 'আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া বাণীর মধ্যে তো নয়ই।

খ্রিস্টানদের এ পাপমোচন বিশ্বাসের ভিত্তি এ কথার উপর যে, হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং ভিত্তিহীন, ইতোপূর্বে যা আমরা প্রমাণ করেছি। কাজেই তাদের পাপমোচনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ কাল্পনিক। উপরন্তু তা অযৌক্তিকও বটে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে পাপমোচনের বিশ্বাস

কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে উক্ত বিশ্বাসের অসারতা অনায়াসেই বুঝা যায়। সে বিষয়গুলো হচ্ছে-

১. হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম পাপী ছিলেন না এবং তিনি ও তার স্ত্রী হযরত হাউওয়া আলাইহাস সালাম কোনক্রমেই পাপী নন।

২. আদম সন্তান পৃথিবীতে পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বরং সকল শিশু নিষ্পাপরূপে জন্মগ্রহণ করে।

৩. পাপ হয় পাপের কাজ করার দ্বারা। এক্ষেত্রে নিজে পাপ না করলে, অন্যের পাপের কারণে তাকে পাপী বলা যায় না। কেননা, একের পাপ অন্যের উপর বর্তায় না।

৪. পাপমোচনের অনবদ্য ব্যবস্থা হলো তাওবা করা এবং সৎকর্ম করা। মানুষ তাওবা ও সৎকর্মের দ্বারা পাপ থেকে ক্ষমা পেয়ে শাস্তিমুক্ত হতে পারে।

এ মূলনীতিসমূহের দ্বারা খ্রিস্টধর্মের পাপমোচন বিশ্বাসের মূলোৎপাটন হয়ে যায়।

আদম 'আলাইহিস সালামের কথিত পাপ প্রসঙ্গ

খ্রিস্টানদের পাপমোচন বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো, হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের আদিপাপী সাব্যস্ত হওয়া। অথচ হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের পাপ বলতে কিছুই নেই। তিনি ছিলেন একজন নিষ্পাপ নবী। এমনিভাবে সকল নবী ও রাসূলগণই নিষ্পাপ ছিলেন।

সকল নবী ও রাসূলের নিষ্পাপ ও মাসুম হওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীস এবং বাস্তবতার আলোকে সুপ্রমাণিত। এ ব্যাপারে মাযহাবের ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহুর উম্মত একমত যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সকলেই ছোট-বড় সব

ধরণের গুনাহ থেকে মাসুম ও মাহফুজ। তাফসীর ও আকাইদের কিতাবে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

বলা বাহুল্য, নবী ও রাসূলগণের মাসুম ও নিষ্পাপ হওয়া তাদের নবুওয়াত ও রিসালাতের গ্রহণযোগ্যতার জন্য অতীব জরুরী। কারণ, নবীগণকে লোকদের অনুসরণীয় বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের থেকে আল্লাহর মর্জির খেলাফ ছোট-বড় কোনো গুনাহ প্রকাশ পায়, তাহলে তাদের কথা ও কাজের প্রতি মানুষের আস্থা উঠে যাবে। ফলে তারা আর নির্ভরযোগ্য থাকবেন না। এভাবে দীনের প্রতিই মানুষের আস্থা উঠে যাবে।

পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রনায়ক এমন কোনো ব্যক্তিকে যিনি রাষ্ট্রের আইনের প্রতি পুরোপুরি অনুগত নন অথবা দেশের কোনো শত্রুর সঙ্গে তার গোপন সম্পর্ক রয়েছে তা জানার পর তাকে বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত করতে পারেন না এবং করবেনও না। তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ব্যাপারে এরূপ ধারণা কীভাবে শুদ্ধ হতে পারে যে, তিনি পূর্ণ জ্ঞান ও আনুগত্য ছাড়াই এমন একজন ব্যক্তিকে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব দিবেন- যিনি তাঁর নাফরমানী বা পাপে লিপ্ত?

প্রশ্ন উঠতে পারে, আদম ‘আলাইহিস সালাম যে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন, সে জন্য আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ

(*অর্থ: আদম তার প্রতিপালকের আদেশের অন্যথা করেছে।)* বাক্য ব্যবহার করেছেন। *(সূরা ত্বহা: আয়াত নং ১২১)* এতে কি হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের পাপী হওয়া প্রমাণিত হয় না?

এর উত্তর হলো, এ আয়াত দ্বারা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের পাপী হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা, এখানে বলা হয়েছে, আদম ‘আলাইহিস সালাম আদেশের অন্যথা করেছেন। এরপর আদম ‘আলাইহিস সালামের নির্দোষতা বুঝাতে গিয়ে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আদম ‘আলাইহিস সালাম আদেশের অন্যথা ইচ্ছাপূর্বক করেন নি। বরং তিনি এ ব্যাপারে বে-মালুম হয়ে গিয়েছিলেন। যেমন, পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বহায় আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

“আমি ইতোপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে (অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার) সংকল্প পাইনি।” (সূরা ত্বহা: আয়াত নং ১১৫)

দেখুন, আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে হযরত আদমের প্রতি একটা অভিযোগ আরোপ করেছেন। তারপর ‘সে ভুলে গিয়েছিল’ বলে নিজেই হযরত আদমের পক্ষে সাফাই পেশ করেছেন। অতঃপর বলেছেন, আমি তার মাঝে সংকল্প পাইনি। বলাবাহুল্য, ‘ভুলে গিয়েছিল’ বলে সাফাই পেশ করার পর ‘সংকল্প পাইনি’ কথাটির মর্ম এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আদম ‘আলাইহিস সালামের সেই ভুলে কৃত কাজটিতে তার কোনরূপ ইচ্ছার দখল ছিল না।

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম কীভাবে বেমালুম হলেন, সে সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যথা-

ক. হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে একটি নির্দিষ্ট গাছের দিকে ইশারা করে উক্ত গাছের কাছে যেতে বারণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিলো ঐ জাতীয় সকল গাছ। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটুকরো রেশমের কাপড় এবং এক খন্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে ইরশাদ করলেন, “এ উভয় জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।” এক্ষেত্রে যে রেশমী কাপড়ের টুকরো ও স্বর্ণ খন্ডটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর হাত মুবারকে ছিলো, শুধু সে বস্তু দু’টিই হারাম নয়, বরং সব রেশমী কাপড় ও স্বর্ণই হারাম বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে কারো মনে হতে পারে যে, নিষিদ্ধতা শুধু ঐ রেশমী কাপড় ও স্বর্ণের টুকরোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ- যা সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বিদ্যমান ছিলো। তেমনি হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামেরও মনে হয়েছিলো যে, নিষিদ্ধতা কেবল উক্ত গাছের সঙ্গে নির্দিষ্ট, যার দিকে ইশারা করা হয়েছিল। আর শয়তানও তাকে কসম খেয়ে এ ধোঁকাই দিয়েছিলো যে, আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনার ক্ষতি হয় এমন কাজের কথা আমি বলবো না। নিষিদ্ধ গাছ এটা নয়, অন্যটা। ফলে তিনি এ ভুলের শিকার হয়েছিলেন।

খ. শয়তান এ ধোঁকা দিয়েছিলো যে, “আপনার সৃষ্টিলগ্নের সাথে এ নিষিদ্ধতা সীমাবদ্ধ ছিলো। এখন আর তা বহাল

নেই”। যেমন, বাচ্চাদেরকে প্রথমে শক্ত খাবার থেকে বারণ করা হয়, নরম খাবারের অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে সব ধরনের খাবারের অনুমতি দেওয়া হয়।

গ. এটাও হতে পারে যে, শয়তান যখন হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে ধোঁকা দেয়, তখন আদম ‘আলাইহিস সালাম ঐ ফল নিষিদ্ধ থাকার বিষয়টি বাস্তবিকই ভুলে গিয়েছিলেন। আর ইচ্ছাকৃত অহমিকার সাথে শাহী ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করাই হচ্ছে অপরাধ। ভুলবশত আইন ভঙ্গ করা সে ধরনের অপরাধ নয়। যেমন, রোযাবস্থায় ভুলবশত পেট পুরে পানাহার করলেও রোযা ভঙ্গ হয় না। তেমনি হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম নিষিদ্ধতার কথা ভুলে গিয়ে সেই গাছের ফল খেয়েছেন। তাই একে কিছুতেই অপরাধ বা পাপ বলা যায় না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন- “আমি ইতোপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে (অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার) সংকল্প পাইনি।” *(সূরা ত্বহা: আয়াত নং ১১৫)*

বস্তুত ইচ্ছাপূর্বক অন্যায় না করার কারণে আদম ‘আলাইহিস সালাম অপরাধী না হওয়া সত্ত্বেও যে এ বিষয়কে ‘আদেশের অন্যথা’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের উচ্চমর্যাদা ও অনন্য নৈকট্যের কারণে হয়েছে। কেননা, নৈকট্যবানদের সামান্য স্খলনও বড় করে দেখা হয় এবং সতর্ক করা হয়।

TOP

তবে এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো, গুনাহ না হওয়া সত্ত্বেও হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম এ জন্য অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। আর এতে মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তাওবার কতিপয় বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আদম ‘আলাইহিস সালাম সেই বাক্যগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

“আদম তার প্রতিপালক কর্তৃক (তাওবার) বাক্য লাভ করেছেন। আর তার প্রতিপালক তার তাওবা গ্রহণ করেছেন।” (সূরা বাক্বারা: আয়াত নং ৩৭)

অতএব, যেখানে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম কর্তৃক বর্ণিত গাছের ফল খাওয়াকে অপরাধ বলা যায় না, তদুপরি তার অনুতপ্ত হওয়া ও তাওবা করার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেখানে তার এ বিষয়কে পুনঃ উত্থাপনের কোনো অবকাশ থাকে না। এমতাবস্থায় একে আদিপাপ গণ্য করে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে মহাপাপী বলা এবং সেই পাপে তার ঔরসজাত সকল মানবসন্তানের পাপীরূপে জন্মগ্রহণের কথা বলা নিতান্তই দুঃখজন অপব্যাখ্যা. . . ! !

সুতরাং যেহেতু আদিপাপেরই অস্তিত্ব নেই, তাই তা মোচনেরও প্রশ্ন আসে না এবং যীশুর শূলিবিদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনও হয় না। প্রমাণিত হলো খ্রিস্টানদের পাপমোচন বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

TOP

মানুষের কথিত পাপীরূপে জন্মগ্রহণ প্রসঙ্গ

পূর্বে বর্ণিত দলীল-প্রমাণ দ্বারা হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের পাপী হওয়ার বিষয়টির খন্ডন হয়ে গিয়েছে এবং এর সঙ্গে সকল আদম সন্তানের পাপীরূপে জন্মগ্রহণের বিষয়টিও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারাও সেই বিশ্বাস ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, পৃথিবীতে প্রত্যেক শিশুই জন্মলাভ করে নিষ্পাপ হয়ে। জন্মগতভাবে তাদের মধ্যে কোনো পাপ-পঙ্কিলতা থাকে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

"আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি দিয়ে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন।" (সূরা রূম: আয়াত নং ৩০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"প্রত্যেক শিশুই দ্বীনে ইসলামের প্রকৃতির উপর জন্মলাভ করে। পরবর্তীতে (পরিবেশের কারণে) তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা মুশরিক বানিয়ে ফেলে।" (সহীহ বুখারী: হাদীস নং ১২৯৩, সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ২৬৫৮)

বাইবেলের আলোকে আদিপাপ প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআন ও হাদীস যেমনিভাবে জন্মগতভাবে শিশুদেরকে নিষ্পাপ বলেছে, তেমনি খ্রিস্টধর্মের কিতাবেও এ কথাই রয়েছে এবং স্বয়ং হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামও স্বীয় বাণীতে শিশুদেরকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বাইবেলের বর্ণনা দেখুন, "[যীশু] তাঁহাদিগকে কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই" (মার্ক ১০: ১৪) *সূত্র: 14 "Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of God. (Mark 10:14; NKJV)*

অতএব, বুঝা গেলো, হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের বক্তব্যের আলোকেও আদিপাপ বলতে কিছু নেই। মানুষ নিষ্পাপ হয়েই জন্মগ্রহণ করে। বড় হয়ে পাপ করে। কেউ যদি বড় হয়ে শিশুদের মত [পাপ বর্জন করে] নিষ্পাপ হতে পারে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্য তথা জান্নাত পাবে।

মানুষ জন্মগতভাবে পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে বলে খ্রিস্টানরা যে প্রচারণা চালায়, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা। বরং বনী আদমের প্রত্যেক শিশুই নিষ্পাপ হয়ে দুনিয়াতে আগমন করে। অথচ খ্রিস্টানরা এ ধারণার ভিত্তিতেই পাপমোচন বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে অন্যের পাপের বোঝা বহন প্রসঙ্গ

হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছেন বলে যে খ্রিস্টানরা সকল মানুষকে জন্মসূত্রে পাপী বলে তা

অযৌক্তিক কথা। কেননা, একে তো হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের এতে পাপ ছিলো না, তদুপরি কথার কথা হিসেবে যদি একে কোনোরকম ভুল বলেও ধরে নেওয়া হয়, তবুও কেউ ভুল করলে তার সন্তানরা যারা সেই কাজ করেনি, তাদেরকে কেনো এর শাস্তি পেতে হবে?

ক. আল্লাহ তা‘আলার চিরন্তন নিয়ম হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করবে এবং এক্ষেত্রে কারো উপর অন্যের পাপের দায় চাপানো হবে না, যারা সেই কাজের সাথে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى

অর্থ: “কোনো ব্যক্তি অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না।” (সূরা আন‘আম: আয়াত নং ১৬৪, সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত নং ১৫, সূরা ফাতির: আয়াত নং ১৮, সূরা যুমার: আয়াত নং ৭, সূরা নাজম: আয়াত নং ৩৮)

খ. অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সৎ কাজের সুফল ও অসৎ কাজের কুফল নিজেই ভোগ করবে, অন্য কেউ নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا

অর্থ: “যে সৎকাজ করবে সেটা তারই উপকারার্থে হবে, আর যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করবে, পরিণাম তার উপরই বর্তাবে।” (সূরা জাসিয়া: আয়াত ১৫)

গ. এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَايُقَادُالْوَالِدُبِالْوَلَدِ

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

অর্থ: "সন্তানের অন্যায়ের শাস্তিতার পিতার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না।" (তিরমিযী শরীফ: হা. নং ১৪০০)

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের দ্বারা বুঝা গেলো, পাপ যে করবে, তার শাস্তি শুধু সে-ই ভোগ করবে, অন্য কেউ নয়। সুতরাং আদম 'আলাইহিস সালামের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার কারণে তার সন্তানরা কিছুতেই পাপী গণ্য হতে পারে না।

পাপ মোচনের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত পথ

হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের কাজের কারণে সমস্ত মানুষকে যেমন পাপী সাব্যস্ত করা যায় না, তদ্রূপ এদের সেই কথিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিষ্পাপ ঈসা 'আলাইহিস সালামকেও কিছুতেই শূলিদ- দেওয়া যেতে পারে না। কেননা, পৃথিবীর সকল মানুষের পাপের কারণে একজন নিষ্পাপ বেকসুর লোককে শূলে চড়ানো কখনো ন্যায়নীতি-সম্মত কাজ নয়, যদিও তা তার সন্তুষ্টি ও সম্মতিক্রমে হোক। আর তাই এ ধরনের কোনো বিধান মহান আল্লাহ কখনো দেননি। বরং পাপী বা গুনাহগার মানুষের পাপ বা গুনাহ মোচনের জন্য মহান আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেছেন যে, তাওবা-ইস্তিগফার ও নেক আমলের মাধ্যমে মানুষের পাপ মোচন হবে। এটাই পাপমোচনের সুনির্দিষ্ট পন্থা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সব ধরনের গুনাহ মাফের জন্য তাওবা-ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

অর্থ: আল্লাহ তাওবা কবুলের যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তা কেবল সেই সকল লোকের জন্য, যার অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহ করে ফেলে, তারপর জলদি তাওবা করে নেয়। সুতরাং আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা; ১৭)

হাদীসে পাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّ ذَنْبَ لَهُ.

অর্থ: “গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি এমনভাবে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, যেনো তার কোনো গুনাহই নেই।” (তাবারানী কাবীর: হাদীস নং ১০২৮১, মাজমাউয যাওয়াইদ; হাদীস নং ১৭৫২৬)

অনেক নেক আমলের দ্বারাও গুনাহ মাফ হয়। যেমন, পাঁচওয়াক্ত ফরয নামায ও জুমু‘আ আদায় করা, উজুর পর মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে তাহিয়্যাতুল উযু নামায পড়া, রমাযানের রোযা রাখা, শবে ক্বদরে ইবাদত করা, শাওয়ালের ছয় রোযা রাখা, আরাফার দিনে রোযা রাখা, আশুরার রোযা রাখা, প্রতি মাসে আইয়ামে বীজের তিনটি রোযা রাখা প্রভৃতি। এভাবে কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন নেক আমলের ফযীলতের বর্ণনায় গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে।

বাইবেলের আলোকে অন্যের পাপের বোঝা বহন প্রসঙ্গ

এক ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তির পাপের বোঝা বহন করবে না আমাদের খ্রিস্টান বন্ধুদের প্রচলিত বাইবেলেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন:

ক. খ্রিস্টানদের বাইবেলে রয়েছে, “সন্তানের জন্য পিতার কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদ- করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন আপন পাপপ্রযুক্তই প্রাণদ- ভোগ করিবে।” (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪: ১৬) *সূত্র: Fathers shall not be put to death for their children, nor shall children be put to death for their fathers; a person shall be put to death for his own sin. (Deuteronomy 24:16; NKJV)*

খ. বাইবেলের অন্যত্র রয়েছে, “যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা তাহার উপরে বর্ত্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্ত্তিবে।” (যিহিষ্কেল ১৮: ২০) *সূত্র: The soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. (Ezekiel 18:20; NKJV)*

গ. বাইবেলের অপর বর্ণনায় রয়েছে, “তৎকালে লোকে আর বলিবে না, পিতারা অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইয়াছিলেন, তাই সন্তানদের দাঁত টকিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে; যে ব্যক্তি অম্লদ্রাক্ষা ফল খাইবে, তাহারই দাঁত টকিয়া যাইবে।” (যিরমীয় ৩১: ২৯-৩০) *সূত্র: 29 In those days they shall say no more: ‘The fathers have eaten sour grapes, and the children’s teeth are set on edge.’ 30 But every one shall die for his own iniquity; every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge. (Jeremiah 31:29-30; NKJV)*

ঘ. অন্যত্র আছে, "প্রভু বলেন, সন্তানের জন্য পিতার কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদ- করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন আপন পাপপ্রযুক্তই প্রাণদ- ভোগ করিবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪: ১৬) *সূত্র: Fathers shall not be put to death for their children, nor shall children be put to death for their fathers; a person shall be put to death for his own sin. (Deuteronomy 24:16; NKJV)*

তাহলে পিতা আদমের জন্য সন্তান ঈসার প্রাণদ- কীভাবে বৈধ হতে পারে?

ঙ. বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে আছে, "এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে (ঈসাকে) বলিল, হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম্ম করিব? তিনি তাহাকে বলিলেন, আমাকে সত্যের বিষয়ে কেন জিজ্ঞাসা কর? সৎ মাত্র একজন আছেন। কিন্তু তুমি যদি অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন করো।" (মথি ১৯: ১৬-১৭, লূক ১৮: ১৮-২০) *সূত্র: 16 Now behold, one came and said to Him, "Good Teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?" 17 So He said to him, "Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God. But if you want to enter into life, keep the commandments." (Matthew 19:16-17; NKJV)*

খ্রিস্টধর্মের অযাচিত ক্রুশপ্রীতি

ক্রুশচিহ্ন নিয়ে খ্রিস্টানদের মধ্যে যে বাড়াবাড়ি, তার পেছনেও রয়েছে সেন্ট পলের হাত। সেন্ট পল সকলকে বিভ্রান্ত করে বলেন,

ক. "কিন্তু আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি আর যে আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করি, তাহা দূরে থাকুক; তাহারই

দ্বারা আমার জন্য জগত; এবং জগতের জন্য আমি ক্রুশারোপিত”। *(গালাতীয় ৬: ১৪) সূত্র: But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me, and I to the world. (Galatians 6:14; NKJV)*

খ. “হযরত ঈসা মসীহের ক্রুশ ছাড়া আমি যেন আর কিছুতে গর্ববোধ না করি। এই ক্রুশের মধ্য দিয়েই দুনিয়া আমার কাছে মরে গেছে এবং আমিও দুনিয়ার কাছে মরে গেছি।” *(গালাতীয় ৬: ১৪) সূত্র: কিতাবুল মুকাদ্দাস*

এতে করে মূল খ্রিস্টধর্মে একে গুরুত্ব দেওয়া না হলেও চতুর্থ শতাব্দীর পর সেন্ট পলের এই মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে খ্রিস্টসমাজে। সম্রাট কনস্টান্টাইন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, ৩১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার এক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় (স্বপ্নের মধ্যে) আকাশে একটি ক্রুশ চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তারপর ৩২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তার মা হেলেনার হাতে কোথাও থেকে একটি ক্রুশ আসে, যেটি সম্পর্কে অনেকের ধারণা ছিলো যে, এটিই সেই ক্রুশ যাতে (তাদের কথিত মতে) যীশুকে শূলে চড়ানো হয়েছিলো। তখন থেকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টানরা প্রতি বছর ৩ মে ‘ক্রুশপ্রাপ্তি’ নামে একটি উৎসব পালন করে থাকে। এভাবে আরো অনেক পরে ক্রুশচিহ্ন তাদের ধর্মীয় প্রতীকে পরিণত হয়। এখন তারা প্রতিটি কাজে এ প্রতীকটি ব্যবহার করে থাকে।

প্রখ্যাত খ্রিস্টান পন্ডিত টারটুলিয়ান (Tertullian (d. 240 CE) লিখেছেন, “আমরা প্রতিটি সফরে, গৃহে অবস্থানকালে, যাতায়াতের সময়, জুতো খোলা, গোসল করা, খাবার

গ্রহণ, বাতি জ্বালানো, ঘুমানো, উঠা-বসা মোটকথা যে কোনো রকমের কাজ-কর্মে ক্রুশচিহ্ন ব্যবহার করে থাকি এবং নিজেদের চেহারায় ক্রুশচিহ্ন এঁকে থাকি।” *(এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: ৬ষ্ঠ খ-; পৃ. ৭৫৩)*

প্রশ্ন হচ্ছে, খ্রিস্টধর্মে ক্রুশের এ মর্যাদার কারণ কী- যখন তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ বস্তুটির মাধ্যমেই যীশুকে চরম নির্যাতন করা হয়েছিলো? কোনো খ্রিস্টান পন্ডিতের লেখায় এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের চোখে পড়েনি। বাহ্যত মনে হয়, পাপমোচনের যে বিশ্বাস তারা পোষণ করে থাকে, ক্রুশকে পবিত্র মনে করার ভিত্তি তারই উপর অর্থাৎ তাদের মতে, ক্রুশ যেহেতু পাপমোচনের কারণ হয়েছিলো, সে কারণেই তারা একে সম্মান করে।

ঘটনা যদি তা-ই হয়, তাহলে-তো সম্মান পাওয়ার বেশি হকদার ইয়াহুদা- যে কিনা (তাদের ধারণা মতে) যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিলো। অথচ তারা তাকে মুনাফিক মনে করে। আরেকটু আগ বেড়ে বললে বলতে হয়, সম্মান পাওয়ার বেশি উপযুক্ত বিপথগামী ইয়াহুদীরা। কেননা, তারা যদি যীশুকে (ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত হয়ে) শূলে না চড়াতো, তাহলে পাপমোচনের কাজটাও সমাধা হতো না...!!

জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা–৫

হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবুয়ত সর্বজনীন, নাকি কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য?

আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণকে নির্দিষ্ট এলাকা বা গোত্র এবং নির্ধারিত মেয়াদের জন্য প্রেরণ করেছেন। সে হিসেবে তারা নির্দিষ্ট কওমের নিকট দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। পরবর্তী রাসূল ও পরবর্তী কিতাব নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত তাদের শরী‘আত বলবৎ ছিলো। এরপর পরবর্তী রাসূলের আগমন বা নতুন কিতাব নাযিল হলে, তখন সেই নতুন শরী‘আতই পালনীয় হয়েছে।

যেমন: হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের রিসালাতের গন্ডি সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِهِ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আমি নূহ ‘আলাইহিস সালামকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি. . . ।” (সূরা হূদ: আয়াত নং ২৫, সূরা মু’মিনূন: আয়াত নং ২৩, সূরা আনকাবূত: আয়াত নং ১৪)

তেমনি হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াতের পাত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا

অর্থ: "আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহ 'আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেছি. . . ।" (সূরা নামল: আয়াত নং ৪৫)

অনুরূপভাবে হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামের দাওয়াতের পরিধি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَاِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُوْنَ اَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ

অর্থ: "যখন মূসা 'আলাইহিস সালাম স্বীয় কওমকে বললেন, হে আমার কওম! তোমরা কেনো আমাকে কষ্ট দাও; অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।" (সূরা সফ: আয়াত নং ৫)

খ্রিস্টানরা বর্তমানে যেটাকে ইঞ্জিল বলেন, তা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের প্রতি নাযিলকৃত মূল আসমানী গ্রন্থ নয়, এবং হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের যুগেও লিখিত নয়; বরং তার অনেক পরে অজ্ঞাতনামা লেখকদের হাতে প্রস্তুতকৃত এবং এ প্রস্তুতকৃত ও বানোয়াট কপির উপর দিয়েও যুগ পরম্পরায় বয়ে গেছে অসংখ্য সংযোজন-বিয়োজন আর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পাদনার দুর্যোগ। যদি এ কিতাব সত্যিকারের আসমানী গ্রন্থ হতো এবং তাতে বিকৃতির কোনো 'অপছায়া' রেখাপাত না করতো, তবুও বর্তমানে তা পালনীয় হতো না। কেননা,

১. হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম ছিলেন কেবল বনী ইসরাঈলীদের প্রতি প্রেরিত নবী। জাতি, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল শ্রেণির বনী আদমের প্রতি তিনি প্রেরিত ছিলেন না।

২. হযরত ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের বংশে প্রেরিত হন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানব জাতির হেদায়াত ও সৎপথ প্রাপ্তি জন্য আখেরী নবীর আনীত শরী'আত তথা কুরআন-হাদীস মেনে চলা আবশ্যক। এখন আর কুরআন-সুন্নাহ ব্যতিত অন্য কোনো নবী বা আসমানী গ্রন্থ বলে প্রচারিত কিতাবের অনুসরণ করা মানব জাতির জন্য বৈধ নয়।

৩. হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীন ও শরী'আত পালনের সময়কাল ছিলো আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। আখেরী নবীর আগমনের পর হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের শরী'আত পালন আর বৈধ নয়, যদিও তাকে অবিকৃত দাবী করা হয়!

ইয়াহুদী সেন্ট পল সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্মকে বৈশ্বিক ও সার্বজনীন ধর্ম দাবী করেন এবং ঈসা 'আলাইহিস সালামকে সার্বজনীন নবী ঘোষণা করেন। পল ঈসা 'আলাইহিস সালামের নামে নিজের বানানো বাণী প্রচার করে দাবী করেন, হযরত ঈসা তাকে বলেছেন, "তুমি যাও আমি তোমাকে দূরে অ-ইয়াহুদীদের নিকট পাঠাবো।" (প্রেরিত ২২:২১) *সূত্র: কিতাবুল মুকাদ্দাস Depart, for I will send you far from here to the Gentiles.' (Acts 22:21; NKJV)*

রোমীয়দের নিকট লেখা পত্রে তিনি বলেছেন, "আর আমার লক্ষ্য এই, খ্রীষ্টের নাম যে স্থানে কখনও উচ্চারিত হয় নাই, এমন স্থানে যেন সুসমাচার প্রচার করি, পরের স্থাপিত

ভিত্তিমূলের উপরে যেন না গাঁথি;” (রোমীয় ১৫: ২০) *সূত্র: And so I have made it my aim to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build on another man's foundation. (Romans 15:20; NKJV)*

প্রথমত আমরা কুরআন-হাদীস থেকে ঐ সকল প্রমাণের সামান্য কিছু উল্লেখ করবো, যেগুলো দ্বারা আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীন সার্বজনীন প্রমাণিত হয়। সেই সাথে ঐ সকল দলীল উত্থাপনেরও প্রয়াস পাবো, যেগুলো দ্বারা হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীন ও শরী‘আত সার্বজনীন ছিলো না বলে প্রমাণিত হয়।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সর্বজনীনতা

কুরআনের আলোকে

১. আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থ: “(হে নবী!) আপনি বলুন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।” (সূরা আ‘রাফ: আয়াত নং ১৫৮)

২. মহান আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا

অর্থ: “আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে) সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।” (সূরা সাবা: আয়াত নং ২৮)

৩. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا

অর্থ: "পরম কল্যাণময় সেই সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর প্রতি ফুরকান তথা ফয়সালাকারী কিতাব নাযিল করেছেন। যাতে তিনি সারাবিশ্বের জন্যে সতর্ককারী হন।" (সূরা ফুরকান: আয়াত নং ১)

৪. আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন-

هُوَ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

অর্থ: "তিনিই স্বীয় রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে এ দ্বীনকে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করেন।" (সূরা ফাতহ: আয়াত নং ২৮, সূরা তাওবা: আয়াত নং ৩৩)

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তিনি হলেন বিশ্বনবী। তাঁর দ্বীন সমস্ত দ্বীন- ধর্মের উপর প্রাধান্য লাভ করবে অর্থাৎ পূর্বেকার সমস্ত দ্বীন- ধর্ম রহিত হয়ে যাবে।

এছাড়াও বহু আয়াতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বনবী ও সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. 'খতমে নবুওয়াত' গ্রন্থে প্রায় শ' খানেক আয়াতে কারীমা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়টিকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

TOP

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

হাদীসের আলোকে

কুরআনে পাকের পাশাপাশি হাদীসেও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী হওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী হওয়ার বিষয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা-সম্বলিত একটি হাদীস বুখারী শরীফে হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وفي رواية لم يعطهن احد من الأنبياء نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي المغانم و لم تحل لاحد قبلي واطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة.

"আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি। অপর বর্ণনায় আছে-সেগুলো (আমি ছাড়া) নবীগণের আর কাউকে দেওয়া হয়নি-

(ক) একমাস দূরত্বের ব্যবধানে ভয়ের প্রভাব দ্বারা আমাকে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করা হয়েছে।

(খ) জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতা দানকারী বানানো হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কেউ নামাযের ওয়াক্তের সম্মুখীন হলে, সে তৎক্ষণাৎ নামায পড়ে নিবে। (এবং পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নিবে।)

(গ) গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) আমার জন্য হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিলো না।

(ঘ) আমাকে শাফা'আত দান করা হয়েছে।

(ঙ) আগেকার নবীগণ নিজেদের কওমের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।" (সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৩৩৫ ও ৪৩৮)

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম কেবল বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত ছিলেন

কুরআনের আলোকে

১. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَرَسُوْلاً اِلَى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

"এবং তিনি তাঁকে [ঈসা 'আলাইহিস সালামকে] বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল মনোনীত করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ৪৯)

২. হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মেয়াদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এজন্যই হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করে তাঁর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আগমনের পরে তাঁকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) প্রদত্ত শরী'আত মেনে চলার জন্য বলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاْتِي مِن بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ

অর্থ: "[ঈসা 'আলাইহিস সালাম বললেন,] আমি সুসংবাদদাতা মহান রাসূলের, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম আহমাদ।" (সূরা সফ: আয়াত নং ৬)

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর ইয়াহুদী-খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর জন্য তাদের নিজেদের পূর্বধর্ম আঁকড়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। বরং সকলের জন্য কর্তব্য হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনে তার শরী‘আত তথা ইসলাম গ্রহণ করা এবং তা পালন করা। এছাড়া কোনো পথ নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থ: “যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করবে, তার থেকে তা কবুল করা হবে না এবং সে পরকালে অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ৮৫)

হাদীসের আলোকে

১. সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. -এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرءونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذى أنزل عليكم"

অর্থ: “হে মুসলমানগণ! কি করে তোমরা ‘আহলে কিতাব’ [ইয়াহুদী-খ্রিস্টান] -এর কাছে জিজ্ঞেস করো? অথচ আল্লাহ তাঁর নবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহ সম্পর্কিত তাজা তথ্য সম্বলিত, যা তোমরা তিলাওয়াত করছো এবং যার মধ্যে মিথ্যার কোনো সংমিশ্রণ নেই। তদুপরি আল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা

আল্লাহ যা লিখে দিয়েছিলেন, তা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করে তা দিয়ে তুচ্ছ মূল্য হাসিলের উদ্দেশ্যে (এই কথা বলে) প্রচার করেছে যে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ।' তোমাদেরকে প্রদত্ত মহাজ্ঞান কি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে পারে না? আল্লাহর শপথ! তাদের একজনকেও আমি কখনো তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি।" (সহীহ বুখারী; হা. নং ২৬৮৫)

২. সাহাবী আবুদ্দারদা রাযি. - এর সূত্রে এক বর্ণনায় রয়েছে,

جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق، فتغير وجه رسول الله، فقال عبد الله بن زيد الذى أرى الأذان: أمسخ الله عقلك؟ ألا ترى الذى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما. فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "والذى نفس محمد بيده، لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين

অর্থ: "একবার সাহাবী হযরত উমর রাযি. তাওরাতের কিছু কপি নিয়ে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। তা দেখে ক্রোধে নবীজীর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। উমর রাযি. ভুল বুঝতে পেরে বললেন, 'আমি আল্লাহকে রব হিসেবে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে এবং কুরআনকে অনুসরণকারী পেয়েই সন্তুষ্ট আছি। (অন্য কোন ধর্ম কিংবা ধর্মগ্রন্থের কোন প্রয়োজন নেই।)' নবীজীর চেহারা স্বাভাবিক হল। এরপর নবীজী বললেন, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, যদি স্বয়ং মূসা 'আলাইহিস সালামও তোমাদের মাঝে

উপস্থিত থাকতেন এবং তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে, তবে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হাদীস নং ৮১০)

এ হাদীসদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর হযরত মূসা ও ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সকল শরী‘আত রহিত হয়ে গেছে। কাজেই ঈসা ‘আলাইহিস সালামের শরী‘আত যদি সর্বজনীন হয়ে থাকে, তবে তা কিভাবে রহিত হতে পারে. . . ?

বাইবেলের আলোকে

শত বিকৃতি সত্ত্বেও প্রচলিত বাইবেলে মূল আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিলের সামান্য কিছু কথা রয়ে গেছে, যা ছাইচাপা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সাধারণের দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও আমাদের দাবী প্রমাণে যথেষ্ট!

১. ঈসা ‘আলাইহিস সালাম নিজেই বলেছেন, “ঈস্রায়েলকুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহার নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।” *(মথি ১৫: ২৪) সূত্র: “I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel.” (Matthew 15:24; NKJV)*

২. বাইবেলে আছে, “এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাহাদিগকে এই আদেশ দিলেন- তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না এবং শমরীয়দের কোনো নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগণের কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর ‘স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল’।” *(মথি ১০: ৫- ৭) সূত্র: 5 These twelve Jesus sent out and commanded them, saying: “Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans.*

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App www.islamijindegi.com

6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel. 7 And as you go, preach, saying, 'The kingdom of heaven is at hand.' (Matthew 10:5-7;NKJV)

এখানে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, তার ধর্ম সার্বজনীন নয়। পরজাতি অর্থাৎ অ-ইস্রায়েলীয় কোনো মানুষকে তার ধর্মে দীক্ষা দেওয়া যাবে না। এমনকি শমরীয়গণ, যারা মূল ইস্রায়েলীয়, কিন্তু অ-ইস্রায়েলীদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী করে অন্য বংশে মিশ্রিত হয়েছিলো, তাদেরকেও তার ধর্মে দীক্ষা প্রদান করা যাবে না. . . !

৩. "আর দেখ, ঐ অঞ্চলের একজন কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা, আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, 'ইস্রায়েল কুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই না'।" *(মথি ১৫:২২-২৪)* *সূত্র: 22 And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to Him, saying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David! My daughter is severely demon-possessed." 23 But He answered her not a word. And His disciples came and urged Him, saying, "Send her away, for she cries out after us." 24 But He answered and said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." (Matthew 15:22-24; NKJV)*

এখানে ঈসা 'আলাইহিস সালাম স্পষ্টই বলেছেন যে, তাকে পৃথিবীর সকল মানুষের মুক্তির জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তাকে

কেবল ইস্রায়েল বংশের মুক্তির জন্য দূত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের উর্ধ্বারোহনের পর হাওয়ারিয়্যীনদের (সাথীবর্গ) অন্যতম 'পিতর' অ-ইস্রায়েলী মানুষদের এক জমায়েতে বলেন, "আপনারা তো জানেন যে, একজন ইয়াহুদীর পক্ষে একজন অ-ইয়াহুদীর সংগে মিলামিশা করা বা তাহার সংগে দেখা করা আমাদের শরী'আতের বিরুদ্ধে।" *(প্রেরিত ১০: ২৮) সূত্র: Then he said to them, "You know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation. (Acts 10:28; NKJV)*

যীশুর প্রধান খলীফা 'পিতর' -এর এ বক্তব্য থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, যীশুর প্রকৃত শিষ্যগণ নিজেদেরকে ইয়াহুদী শরী'আতের অনুসারী বলেই বিশ্বাস করতেন এবং অ-ইয়াহুদীদের দাওয়াত দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্তাকেও শরী'আতবিরোধী বলে বিশ্বাস করতেন!

খ্রিস্টান বন্ধুদের আপত্তি ও তার জবাব

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীন ও শরী'আত সার্বজনীন হওয়ার ব্যাপারে খ্রিস্টানগণ বাইবেলের কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করে থাকেন-

১. যীশু কবর থেকে পুনরুত্থানের পর শিষ্যদেরকে বলেন, "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার করো।" *(মার্ক ১৬: ১৪-১৫) সূত্র: 14 Later He appeared to the eleven as they sat at the table; and He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen Him*

after He had risen. 15 And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. (Mark 16:14-15; NKJV)

২. "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য করো, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ স্নান করাও; দীক্ষা দাও) করো। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও।" *(মথি ২৮: ১৯- ২০) সূত্র: 19 Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all things that I have commanded you (Matthew 28:19-20;NKJV)*

বাইবেলের প্রাচীন পান্ডুলিপি ও অন্যান্য তথ্য উপাত্ত থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত বক্তব্যগুলো স্বয়ং হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের নয়; বরং তার নামে পরবর্তীতে সংযোজিত। এর প্রমাণ হলো-

ক. বাইবেলের প্রাচীন পান্ডলিপিগুলিতে মার্কের ইঞ্জিলের ১৬ অধ্যায়ের শেষে এ কথাগুলি নেই। বাইবেলের 'রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনের মথির (মার্কের) ইঞ্জিলের শেষে নিম্নের টীকা লেখা হয়েছে- "সবচেয়ে প্রাচীন ইঞ্জিলগুলির কয়েকটিতে এ ইঞ্জিলটির ১৬ অধ্যায়ের ৮ আয়াতেই সমাপ্ত হয়েছে।" *সূত্র: 8 And they went out and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to any one, for they were afraid. (Mark 16:8; Revised Standard Version) *Some of the most ancient authorities bring the book to a close at the end of verse 8*

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল জাতির কাছে প্রচারের নির্দেশনা পরবর্তীতে কারো মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে।

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

খ. হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উর্ধ্বারোহনের পরে হাওয়ারিয়্যীনদের অন্যতম ‘পিতর’ অ-ইস্রায়েলী মানুষদের এক জমায়েতে বলেন, “আপনারা তো জানেন যে, একজন ইয়াহুদীর পক্ষে একজন অ-ইয়াহুদীর সংগে মিলামিশা করা বা তাহার সংগে দেখা করা আমাদের শরী‘আতের বিরুদ্ধে। প্রেরিত ১০:২৮ বাইবেলে উল্লিখিত পিতর-এর এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের শিষ্যগণ অ-ইয়াহুদীরকে দাওয়াত দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তাকেও শরী‘আত বিরোধী মনে করতেন। *সূত্র: Then he said to them, “You know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation. (Acts 10:28; NKJV)*

কাজেই ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীন কিভাবে সার্বজনীন হতে পারে?

গ. সেন্ট পল নিজেই স্বীকার করেছেন যে, হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীনকে সার্বজনীনতার আবরণ দেওয়া পরবর্তীতে তার মাধ্যমে সৃষ্ট। তিনি লিখেছেন, “তাহারা দেখিলেন ইয়াহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করিবার ভার যেমন পিতরের উপর দেওয়া হইয়াছিলো, তেমনি অ-ইয়াহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করিবার ভার খোদা আমার উপর দিয়াছেন।” *(গালাতীয় ২:৭) সূত্র: But on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised had been committed to me, as the gospel for the circumcised was to Peter. (Galatians 2:7; NKJV)*

জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-৬

শেষ নবী কে?

হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম, নাকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতির হিদায়াত এবং পথপ্রদর্শনের নিমিত্তে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের যে পবিত্র ধারার সূচনা করেছিলেন, এ ধারার সমাপ্তি ঘটেছিলো আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। আখেরী নবীর শরী‘আত তথা কুরআন ও হাদীসের অবতরণকালে পূর্ববর্তী অন্যান্য দ্বীন ও শরী‘আত বিকৃতি ও অপ্রকৃতিস্থতার শিকার হওয়ার পাশাপাশি শেষ নবীর আগমনের কারণে সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে কুরআন- হাদীসের অসংখ্য উদ্ধৃতি যেমন রয়েছে, তেমনি শত সহস্র বিকৃতি সত্ত্বেও বাইবেলেও তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

কুরআনের আলোকে শেষ নবী প্রসঙ্গ

১. আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

অর্থ: “মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।” (সূরা আহযাব: আয়াত নং ৪০)

২. হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম স্বীয় উম্মত বনী ইসরাঈল-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখপূর্বক তাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَاذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسْرَائِيلَ انِّي رَسُولُ اللّٰه الَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاْتِي مِن بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ

অর্থ: “স্মরণ করো, যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম বলেছেন, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল; আমি সত্যায়নকারী আমার সামনে যে তাওরাত রয়েছে তার এবং আমি সুসংবাদ প্রদানকারী একজন রাসূলের- যিনি আগমন করবেন আমার পরে, তার নাম আহমাদ।” (সূরা সফ: আয়াত নং ৬)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কিতাবে ছিল বলেই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের জন্য অধীর প্রতীক্ষমান ছিলো এবং তাঁর নামের বরকত নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের আশা করতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰه مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

অর্থ: "যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছলো, যেটি সেই কিতাবকে সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা ইতোপূর্বে ভবিষ্যৎ- রাসূলের মাধ্যমে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দু'আ করতো। কিন্তু যখন তাদের নিকট সেই পূর্বপরিচিত কিতাব এলো, তখন তারা সেটাকে অস্বীকার করলো। এসব কাফিরদের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত (অভিশাপ)।" (সূরা বাক্বারাহ: আয়াত নং ৮৯)

৪. তাওরাত ও ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার আগমনের পর ভালো করেই চিনতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অর্থ: "আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা) তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) চিনে যেমনভাবে চিনে আপন সন্তানদেরকে।" (সূরা বাক্বারা: আয়াত নং ১৪৬)

বাস্তবিকই ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই রাসূল বলেই চিনত। এজন্য কুরআনের এ আয়াত নাযিলের পর কোনো ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান এ আয়াতকে চ্যালেঞ্জ করেনি। তবে তারা হঠকারিতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানেনি এবং সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে।

হাদীসের আলোকে শেষ নবী প্রসঙ্গ

TOP

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সর্বশেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেন-

إنه لا نبي بعدى

অর্থ: আমার পরে কোনো নবী নেই।” (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৩৪৫৫)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি. - কে লক্ষ্য করে বলেন-

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى

অর্থ: “(হে আলী!) তুমি আমার নিকট তেমন, যেমন হযরত হারূন ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট; তবে পার্থক্য এতোটুকু যে, আমার পরে কোনো নবী নেই।” (মুসলিম: হাদীস নং ২৪০৪)

বাইবেলের আলোকে শেষ নবী প্রসঙ্গ

বাইবেলের তাওরাত অংশে শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়টি শুধু কুরআন ও হাদীসেই নয়; বরং অন্যান্য আসমানী কিতাবেও এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

মুসলমানগণ- যারা কুরআনকে আল্লাহ তা‘আলার কালাম হিসেবে বিশ্বাস করেন- তাদের জন্য তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী ও সর্বশেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সেই প্রমাণই যথেষ্ট, যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের খ্রিস্টান বন্ধুদের জন্য আমরা তাদের ‘বিশ্বাসের ক্ষেত্র’ বাইবেল থেকেও কিছু তথ্য-প্রমাণ পেশ করছি-

ক. "একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী হযরত আবূ বকর রাযি. এবং হযরত উমর রাযি. -কে সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত পুত্রের শিয়রে বসে তাওরাত পাঠরত এক ইয়াহুদীর নিকট গমন করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন-

أنشدك بالذى أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟

ঐ সত্তার শপথ (দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি), যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তুমি কি তোমার কিতাবে আমার বর্ণনা এবং নবুয়তপ্রাপ্তির আলোচনা পেয়েছো? ইয়াহুদী মাথা নেড়ে নেতিবাচক উত্তর প্রদান করলে শায়িত পুত্র বলে উঠলো, ঐ সত্তার শপথ (দিয়ে আমি আমি বলছি), যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, নিশ্চয় আমরা আমাদের কিতাবে আপনার বর্ণনা এবং নবুয়তপ্রাপ্তির আলোচনা পেয়ে থাকি. . । এরপর সেই ইয়াহুদী পুত্র কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করলো! নবীজী উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা তোমাদের (মুসলমান) ভাইয়ের কাছ থেকে ইয়াহুদী (পিতা)-কে উঠিয়ে দাও। এরপর নবীজী তার কাফন-দাফন এবং জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করলেন।" *(মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ২৩৪৯২)*

খ. বাইবেলের তাওরাত বলে খ্যাত পুরাতন নিয়মে রয়েছে: "সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, অযুত অযুত পবিত্রের সহিত আসিলেন। " *(দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩: ২)*

এ উদ্ধৃতিতে বাংলা বাইবেলে 'নিকট হইতে' লেখা হয়েছে। যা মূলত ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্সন থেকে নেওয়া হয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করুন-

The Lord came from Sinai, and dawned from Se'ir upon us; he shone forth from Mount Paran, he came *from* the ten thousands of holy ones *(Deuteronomy 33:2; Revised Standard Version)*

আমরা আমাদের উদ্ধৃতিতে ইংরেজি বাইবেলের প্রাচীনতম সংস্করণ অথোরাইজড কিং জেমস ভার্সনের [প্রকাশকাল ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ] -এর অনুসরণ করেছি। যাতে সংশ্লিষ্ট বর্ণনায় From এর পরিবর্তে With রয়েছে। পাঠক! লক্ষ্য করুন-

The Lord came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came *with* ten thousands of saints *(Deuteronomy 33:2; Authorized King James Version)*

বাইবেলের 'সম্পাদক মন্ডলী' মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈঙ্গিতবহ এ ভবিষ্যদ্বাণীকে 'অস্পষ্ট' করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে From (সাথে) কে From (হইতে)-এ পরিবর্তন করেছে!

দ্বিতীয়ত, দশ সহস্র ব্যক্তির আগমন মোশি বা যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মক্কা বিজয়ের সময়ে তিনি দশ সহস্র সাহাবীসহ মক্কায় আগমন করেন!

তৃতীয়ত, 'সীনয় হইতে সদাপ্রভুর আগমনের' অর্থ মোশি (মূসা 'আলাইহিস সালাম)-কে তাওরাত প্রদান করা। এবং 'সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন' অর্থ যীশু (ঈসা 'আলাইহিস সালাম)-কে ইঞ্জীল প্রদান করা। আর 'পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন' অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন নাযিল করা। আর 'পারণ' পর্বত মক্কার একটি পর্বত, যাকে বর্তমানে হেরা গুহা বলা হয়। এর প্রমাণ হলো, আদিপুস্তকে ২১: ২০ হযরত ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম এবং তার মাতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্ধর হইল। সে পারণ-প্রান্তরে বসতি করিল। আর তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর দেশ হইতে এক কন্যা অনিল।"

এ কথা স্বীকৃত যে, ইশ্মায়েল (ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম) এবং তার মাতার অবস্থান মক্কায় ছিলো। কাজেই পারণ পর্বত বলতে মক্কার কোনো পর্বতই কেবল উদ্দেশ্য হতে পারে!

গ. বাইবেলের তাওরাত বলে খ্যাত পুরাতন নিয়মে রয়েছে, "যিহূদা হইতে রাজদ- যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদ- যাইবে না, যে পর্যন্ত শীলো না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই আজ্ঞাবহতা স্বীকার করিবে।" (আদিপুস্তক ৪৯: ১০) *সূত্র: The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes; and to Him shall be the obedience of the people. (Genesis 49:10; NKJV)*

TOP

উক্ত পদে 'শীলো' বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, এ শব্দের অর্থ হলো, সকলেই যার নিকট উৎসর্গিত। এ গুণটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই প্রযোজ্য হয়। কারণ, তিনিই সকল নবী- রাসূলগণের সরদার ছিলেন, তাই সকলেই তার জন্য উৎসর্গিত হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أنا سيد ولد آدم

অর্থ: "আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ" (মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং ১০৯৭২)

ঘ. তাওরাতের উল্লিখিত স্থানে আরো বলা হয়েছে- "জাতিগণ তাঁহারই আজ্ঞাবহতা স্বীকার করিবে।" (আদি পুস্তক ৪৯: ১০)

সূত্র: And to Him shall be the obedience of the people. (Genesis 49:10; NKJV)

এ কথাটি একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। তিনিই কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল জাতি ও সকল মানুষের নবী। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"(হে নবী! বলুন,) হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।" (সূরা আ'রাফ: আয়াত নং ১৫৮)

উপর্যুক্ত বাক্য থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শীলোর আগমন হলে ইয়াহুদীদের রাজত্ব ও জাতীয় প্রভাব-

প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ বিষয়টি যথার্থই ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর।

৬. “মূসা ‘আলাইহিস সালাম বলেন, “তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।” (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮: ১৭-১৯) *সূত্র: 17 “And the Lord said to me: ‘What they have spoken is good. 18 I will raise up for them a Prophet like you from among their brethren, and will put My words in His mouth, and He shall speak to them all that I command Him. 19 And it shall be that whoever will not hear My words, which He speaks in My name, I will require it of him. (Deuteronomy 18:17-19; NKJV)*

তাওরাতের উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসন্দেহে আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেই করা হয়েছে। কেননা, উক্ত বাণীতে বলা হয়েছে ‘তাদের ভাইদের মধ্য হতে একজন নবী প্রেরণ করবো’। এখানে ‘তাদের’ বলে বনী ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে এবং ‘ভাইদের’ বলে ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, বনী ইসরাঈল বা ইসহাক ‘আলাইহিস সালামের বংশধরগণ হলেন বনী ইসমাঈল বা ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের বংশধরগণের ভাই। তাওরাতের আদি পুস্তকের ১৬নং অধ্যায়ের ১২নং অনুচ্ছেদে বনী ইসমাঈলকে বনী ইসরাঈলের

ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ কথা সর্বজন বিদিত যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের বংশধরের মধ্যে প্রেরিত একমাত্র নবী ও রাসূল। সুতরাং তাওরাতের উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর আগমনেরই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত বাণীতে আরো বলা হয়েছে, ‘তার যবান দিয়েই আমি আমার কথা বলবো’। প্রাচীন বাংলা অনুবাদে লেখা আছে- ‘তাহার মুখে আমার বাক্য দিব’। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

অর্থ: “তিনি যা বলেন, তা ওহী (প্রত্যাদেশ), যা তার নিকট প্রদান করা হয়।” (সূরা নাজম: আয়াত নং ৩)

অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

অর্থ: “ওহীর বাণী সন্নিবেশন ও আপনার মুখে বর্ণনা করানো আমার উপর ন্যস্ত।” (সূরা কিয়ামা: আয়াত নং ১৭)

তাওরাতের বর্ণনায় বুঝানো হয়েছে- অন্যান্য নবীকে যেভাবে লিখিত আকারে আল্লাহর কিতাব দেওয়া হয়েছে, উক্ত নবীকে সেভাবে দেওয়া হবে না। বরং আল্লাহর কালাম তার মুখে তুলে দেওয়া হবে। আর এ কথা তো সবারই জানা যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লিখিত আকারে কোনো কিতাব দেওয়া হয়নি, বরং আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কালাম পবিত্র কুরআন মাজীদ তার উপর একটু একটু

করে অবতীর্ণ করেছেন, যা তার যবানেই পঠিত ও প্রচারিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আয়াতেও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

খ্রিস্টধর্মের একটি দাবী ও তার পর্যালোচনা

হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করার কারণেই ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম ছাড়াও আরো একজন আখেরী নবীর অপেক্ষায় ছিলো। আমাদের খ্রিস্টান বন্ধুরা দাবী করেন যে, হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামের উম্মত ইস্রায়েল জাতি বা ইয়াহুদীগণ যীশু খ্রিস্ট (ঈসা 'আলাইহিস সালাম) ও এলীয় (ইলিয়াস 'আলাইহিস সালাম) ছাড়া অন্য কোনো ভাববাদীর বা আখেরী যামানার নবীর আগমনের আশা করতো না! বাইবেলের বর্ণনামতে তাদের এ দাবী সঠিক প্রমাণিত হয় না।

যোহন ১: ১৯-২২-এ রয়েছে, "আর যোহনের সাক্ষ্য এই, যখন ইহুদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলো, আপনি কে? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট (The Christ/the Messiah/the Annointed) নই। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি নাকি এলিয় (Elias)? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী (The Prophet)? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহারা তাহাকে কহিল, আপনি কে?. . ." *সূত্র: 19 Now this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from*

Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 He confessed, and did not deny, but confessed, “I am not the Christ.” 21 And they asked him, “What then? Are you Elijah?” He said, “I am not.” “Are you the Prophet?” And he answered, “No.” 22 Then they said to him, “Who are you?” (John 1:19-22; NKJV)

বাইবেলের উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের আগে থেকেই ইয়াহুদীরা যীশু খ্রিস্ট ও এলিয়ের ন্যায় আরো একজন ভাববাধীর আগমনের প্রতীক্ষা করতো। আর এই ভাববাদীর বিষয়টি তাদের মাঝে এতটা প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তাকে চিহ্নিত করার জন্য তার নাম পরিচয় বলার দরকার হতো না; বরং ‘সেই ভাববাদী’ বললেই সবাই বুঝতো। কাজেই আমাদের খ্রিস্টান বন্ধুদের এ দাবী যে, ‘যীশু খ্রিস্টই শেষ ভাববাদী (নবী) ছিলেন, তার পরে আর কোনো ভাববাদী আগমন করবেন না’ বাইবেলের আলোকে মোটেই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না!

বাইবেলের ইঞ্জিল অংশে শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী

শেষ নবীর আগমনকালে খ্রিস্টানদের ইঞ্জিলে যে শেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী উল্লেখ ছিলো, একাধিক ঘটনার মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

১. বালক বয়সে নবীজীর সিরিয়ায় গমন এবং বুসরা এলাকার খ্রিস্টান পাদ্রী এবং ইঞ্জিলের আলেম ‘বাহীরা’ কর্তৃক নবীজীকে দেখে আখেরী নবী হিসেবে চিহ্নিত করার ঘটনা, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. হেরা গুহায় জিবরাঈল 'আলাইহিস সালামের আগমনের মাধ্যমে নবুয়তপ্রাপ্তির পর হযরত খাদিজা রাযি. কর্তৃক নবীজীকে ওরাকা ইবনে নওফেল- যিনি খ্রিস্টান হওয়ার পাশাপাশি ইঞ্জিলের আলেম ছিলেন- এর কাছে নিয়ে যাওয়া এবং ওরাকা কর্তৃক আখেরী নবী হিসেবে নবীজীকে চিহ্নিত করার ঘটনা।

উল্লিখিত গুণাবলী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই উদ্দেশ্য।

৩. প্রচলিত বাইবেলের ইঞ্জিল অংশে রয়েছে, হযরত ঈসা মসীহ 'আলাইহিস সালাম বলেন, "তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।" *(যোহন ১৪: ২৫- ২৬)* *সূত্র: 25 "These things I have spoken to you while being present with you. 26 But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things. (John 14:25-26; NKJV)*

৪. ঈসা 'আলাইহিস সালাম আরো বলেন, "তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে 'সেই সহায়' তোমাদের নিকটে আসিবেন না।" *(যোহন ১৬: ৭- ৮)* *সূত্র: 7 Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you (John 16:7-8; NKJV)*

এ ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈসা 'আলাইহিস সালাম স্পষ্টভাবেই 'সেই সহায়' বলে তার পরে আগমনকারী শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

৫. হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম স্বীয় বারোজন শিষ্যকে ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর সময় বলেন, "আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।" *(মথি ১০: ৭) সূত্র: And as you go, preach, saying, 'The kingdom of heaven is at hand.' (Matthew 10:7;NKJV)*

৬. অপর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম এ কথার তাবলীগ করতেন যে, "তাওবা করো। কারণ, বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে।" *(মথি ৩: ১-২, ৪: ১২-১৭) সূত্র: "Repent, for the kingdom of heaven is at hand!" (Matthew 3:1-2,4:12-17;NKJV)*

৭. অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম আরো সত্তরজন উম্মতকে তাবলীগে পাঠাবার জন্য বাছাই করলেন এবং যাবার সময় তাদেরকে উপদেশ দিলেন, "আর সেখানকার পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, এবং তাহাদিগকে বলিও, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল।" (লূক ১০: ৯) *সূত্র: 'The kingdom of God has come near to you.' (Luke 10:9;NKJV)*

উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, 'বেহেশতী রাজ্য/ ঈশ্বরের রাজ্য' দ্বারা ঈসা 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক আনীত নাজাতের পথ ছাড়া অন্য কোনো একটা উত্তম পথের কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর তা হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত পথ। হযরত ঈসা 'আলাইহিস

সালাম ও হযরত ইয়াহ্ইয়া ‘আলাইহিস সালাম এবং ঈসা ‘আলাইহিস সালামের শিষ্যদের যামানায় উক্ত বেহেশতী রাজ্য আসেনি। নতুবা তারা তা প্রকাশের সময় কাছে এসে গেছে মর্মে দাওয়াত প্রদান করতেন না এবং শিষ্যদেরকেও এ বিষয়ে উপদেশ দিয়ে যেতেন না।

৮. যিশাইর পুস্তকের ২১ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ‘১৩ আরব দেশের উপরে দায়িত্ব: হে দদানীয় পথিক দলসমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। ১৪ তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন, হে টেমা দেশবাসীরা তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। ১৫ ‘কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল।’ ১৬ কেননা, তাহারা কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসর কাল মধ্যে কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে ১৭ আর কেদর-বংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন।” *সূত্র: 13 The burden against Arabia. In the forest in Arabia you will lodge, O you traveling companies of Dedanites. 14 O inhabitants of the land of Tema, Bring water to him who is thirsty; With their bread they met him who fled. 15 For they fled from the swords, from the drawn sword, From the bent bow, and from the distress of war. 16 For thus the Lord has said to me: “Within a year, according to the year of a hired man, all the glory of Kedar will fail; 17 and the remainder of the number of archers, the mighty men of the people of Kedar, will be diminished; for the Lord God of Israel has spoken it.” (Isaiah 21:13-17; NKJV)*

এখানে স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত ও বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উন্মুক্ত তরবারীর সম্মুখ থেকে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে ‘টেমা’ (তাইমা/ তিহামার) - এর উম্মে মা’বাদের নিকট থেকে পানি, দুগ্ধ ইত্যাদি গ্রহণ করেন। পরবর্তী এক বছরের মধ্যে বদরের যুদ্ধে কেদরের বা আরবের প্রতাপ লুপ্ত হয়। তাদের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এ লড়াইয়ে নিহত হয়। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত ও বদর যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগ সম্ভব নয়।

৯. হবক্কূকের পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য: “৩ ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। আকাশমন্ডল তাহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন। পৃথিবী তাহার প্রশংসায় [হাম্দ] পরিপূর্ণ।”

বাইবেলের বর্ণনামতেই পারণ পর্বত মক্কার প্রান্তরে, যেখানে ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম ও তার বংশধর বসতি করেন। এখানে ‘পবিত্রতম’ বলতে স্পষ্টতই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। বিশেষত ‘পৃথিবী তাহার প্রশংসায় [হামদ] পরিপূর্ণ’ বলে স্পষ্টই তার নাম ‘মুহাম্মাদ’ বা প্রশংসিত বুঝানো হয়েছে!

১০. হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বলেন, “তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর

এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।" *(যোহন ১৪: ১৫- ১৭) সূত্র: 15 "If you love Me, keep My commandments. 16 And I will pray the Father, and He will give you another Helper, that He may abide with you forever— 17 the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him; but you know Him, for He dwells with you and will be in you. (John 14:15-17; NKJV)*

১১. হযরত ঈসা মসীহ 'আলাইহিস সালাম আরো বলেন, "তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন। *(যোহন ১৪: ২৫- ২৬) সূত্র: 25 "These things I have spoken to you while being present with you. 26 But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. (John 14:25-26; NKJV)*

১২. হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম বলেন, "আমি তোমাদের সহিত আর কথা বলিব না, কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে. . . !" *(যোহন ১৪: ২৫- ৩০) সূত্র: 30 I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. (John 14:25-30; NKJV)*

TOP

১৩. ঈসা 'আলাইহিস সালাম আরো বলেন, "তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, 'সেই সহায়' তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী করিবেন।" *(যোহন ১৬: ৭- ৮)* *সূত্র: 7 Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I depart, I will send Him to you. 8 And when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. (John 16:7-8; NKJV)*

১৪. ঈসা 'আলাইহিস সালাম আরো বলেন, "পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।" *(যোহন ১৬: ১৩)* *সূত্র: However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come. (John 16:13; NKJV)*

উল্লিখিত বাণীগুলোতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। খ্রিস্টান পাদ্রীরা এসব বাণীর মধ্যে অনেক রদবদল করেছে, যেন এসব বাণীর প্রয়োগক্ষেত্র হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হয়ে ঈসা 'আলাইহিস সালাম হন। কিন্তু শেষ অবধি তারা সফল হতে পারেনি। কারণ, এসব বাণীর মধ্যে

এমন সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেই পাওয়া যায়।

কীভাবে এসব গুণাবলী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পাওয়া যায় তা গভীরভাবে লক্ষ্য করুন-

ক. বলা হয়েছে, “তিনি বিশ্বাসীদের কাছে চিরকাল থাকবেন” অর্থাৎ তাঁর আদর্শ ও আনীত মুক্তির পথ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই গুণ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। কারণ, তিনিই কিয়ামত পর্যন্ত সারাবিশ্বের জন্য একমাত্র নবী ও রাসূল।

খ. বলা হয়েছে, “তিনি সমস্ত বিষয় মানুষকে শিক্ষা দিবেন।” ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে মানুষকে তার জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দ্বারা এই দ্বীনী পূর্ণতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বিদায় হজ্জের সময় আরাফার দিন পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করে।

গ. বলা হয়েছে, “ঈসা মসীহ যা কিছু বলেছেন, সেই সমস্ত কথা তিনি বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দিবেন”। আল-কুরআন এ ব্যাপারে সাক্ষী যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈসা ‘আলাইহিস সালামের শিক্ষা বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ঘ. বলা হয়েছে, “তিনিই ঈসা ‘আলাইহিস সালামের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন, তাঁর সম্পর্কে বলবেন।” কুরআনের বিভিন্ন

আয়াতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ঙ. বলা হয়েছে, “ঈসা ‘আলাইহিস সালাম না গেলে সেই সাহায্যকারী বিশ্ববাসীর নিকট আসবেন না।” বাস্তবেই ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেওয়ার প্রায় পাঁচশত বছর পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে এসেছেন।

চ. বলা হয়েছে, “তিনি এসে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে জগতবাসীকে দোষী সাব্যস্ত করবেন।” এটাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। যেমন: খ্রিস্টানরা তিন খোদা মানে, আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী করে এবং আদম ‘আলাইহিস সালামের নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়ার দায় তার সন্তানদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। অথচ এটা কোনো ন্যায় বিচার হতে পারে না যে, একজনের দোষ অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

আর খ্রিস্টানরা ধার্মিকতা বলতে মনে করে, শুধু এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, ‘ঈসা মসীহ বিশ্ববাসীর পাপমোচনের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।’ তারা আরো বিশ্বাস করে যে, শরী‘আত মতো চললে মুক্তি নেই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয় বিষয়ে খ্রিস্টানদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তিনি ক্রুশ-এর বিশ্বাসকে শিরক ও কুরআন বিরোধী বলেছেন এবং শুধুমাত্র শরী‘আত মানার মধ্যে মুক্তির ঘোষণা করেছেন।

ছ. বলা হয়েছে, “সেই সত্যের আত্মা মানুষকে পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন।” আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুহাম্মাদ

TOP

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন নাযিল করে দ্বীনকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন, যা বিদায় হজ্জের সময় নাযিলকৃত আয়াতে বলা হয়েছে।

জ. বলা হয়েছে, "তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, যা শুনেন তা-ই বলবেন।" আল-কুরআনের সূরা নাজমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ কথাই বলা হয়েছে-

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُوْحٰى○

অর্থ: "তিনি নিজের মনগড়াভাবে কথা বলেন না; বরং তা হচ্ছে ওহী, যা তার নিকট প্রদান করা হয়েছে।" (সূরা নাজম: আয়াত নং ৩)

ঝ. বলা হয়েছে, "তিনি আগামী ঘটনাও বিশ্ববাসীকে জানাবেন।" এর হাজারো প্রমাণ আছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যেগুলো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণনা পবিত্র কুরআনের সূরা রূমেও রয়েছে।

ঞ. বলা হয়েছে, "তিনি ঈসা 'আলাইহিস সালামকে মহিমান্বিত করবেন।" মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুরআনের মাধ্যমে ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে অনেক বাস্তব তথ্য তুলে ধরেছেন, যেগুলো দ্বারা ঈসা 'আলাইহিস সালামের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচিত ছয়টি পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ এবং আহ্বান

প্রথম বিষয়: খ্রিস্টধর্মে অনুসরণীয় কে? যীশু খ্রিস্ট, নাকি সেন্ট পল?

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম বলেন, "মনে করো না আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি বরং পূর্ণ করতে এসেছি। . . . মূসার শরী'আতের মধ্যে ছোট একটা হুকুমও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে।" *(মথি ৫: ১৭- ১৯)* *সূত্র: 17 "Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill. 18 For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. 19 Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven (Matthew 5:17-20; NKJV)*

শরী'আত মানার ব্যাপারে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও খ্রিস্টধর্মে এর বিপরীতে 'শরী'আত বাতিল" মর্মে সেন্ট পলের বক্তব্য *[সূত্র: এ বিষয়ে সেন্ট পল বলেন, "ব্যবস্থা (শরীয়ত) ত ক্রোধ (খোদার গজব) সাধন করে; কিন্তু যেখানে ব্যবস্থা নাই, সেখানে ব্যবস্থা লঙ্ঘনও নাই।" (রোমীয় ৪:১৫)]* মেনে নেওয়া হচ্ছে। অগ্রহণযোগ্য দলীল- প্রমাণের আলোকে তারই মতাদর্শ ও চিন্তাধারার অনুসরণ করা হচ্ছে এবং শরী'আত না মেনে কেবল 'যীশু খ্রিস্টে বিশ্বাস রাখার দ্বারাই মুক্তি পাওয়া যাবে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে. . . ! *[সূত্র: এ বিষয়ে সেন্ট পল বলেন, "তথাপি বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়। সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য হেতু কোন মনুষ্য ধার্মিক গণিত হইবে না।" (গালাতীয় ২:১৬)]*

দ্বিতীয় বিষয়: ‘বাইবেল’ কি আল্লাহর নাযিলকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল, নাকি সেন্ট পলের ধর্মগ্রন্থ?

১. হযরত দাঊদ ‘আলাইহিস সালাম *[সূত্র: হযরত দাঊদ আলাইহিস সালাম সম্ভাব্য খ্রিস্টপূর্ব ১০১০ অব্দে ফিলিস্তিনে বনী ইসরাঈলের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন।]* - এর বংশের শাসক Josiah, son of Amon [যোশিয়া বিন আমোন] খ্রিস্টপূর্ব ৬৪১ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ‘জুদা’ (Judah) রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার ১৮ বছর পরে হিল্কিয় মাহাযাজক ((Hilki’ah the high priest) ‘সদাপ্রভুর গৃহে’ অর্থাৎ যিরুশালেমের ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দিরের মধ্যে মূসা ‘আলাইহিস সালামের তাওরাত পেয়েছেন বলে দাবী করেন। *সূত্র: এ সকল বিষয় ২ রাজাবলি (২২/৩-১১) এবং ২ বংশাবলি (৩৪ /১৪-১৯) বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।*

যদিও হযরত মূসা ‘আলাইহিস সালাম পর্যন্ত এ কপিটির কোনো ‘অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র’ লিখিত কিংবা মৌখিক কোনোভাবেই ছিলো না।

২. খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ব্যবিলন সম্রাট বুখতে নসর (Nebuchadnezzar II) *সূত্র: ২ রাজাবলি ২৫:১-২ 1 Now it came to pass in the ninth year of his reign, in the tenth month, on the tenth day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon and all his army came against Jerusalem and encamped against it; and they built a siege wall against it all around. 2 So the city was besieged until the eleventh year of King Zedekiah. (2 Kings 25:1-2; NKJV)*

বাদশাহ বুখতে নসরের হামলার বিবরণের জন্য পাঠক আরো দেখুন: (Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book VIII, ch. 6–8)

জেরুসালেম নগরী ধ্বংস করে দিলে এই অনির্ভরযোগ্য ও সূত্রবিহীন কপিটির প্রায় পুরোটুকুই হারিয়ে যায়।

৩. ইয়াহুদী ধর্মে দাবী করা হয়, ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ইয্রা [হযরত উযায়ের 'আলাইহিস সালাম] তাওরাত পুনরায় সংকলন করেছিলেন। যদি তাদের এ বক্তব্য মেনেও নেওয়া হয়, তবু বলতে হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সালে Antiochus (এন্টিওকাস)-এর হামলার পর সংকলিত এ পুস্তকগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়! এন্টিওকাসের এ হামলার বিবরণ রয়েছে ১ Maccabees (1:56-57) গ্রন্থে-

Any scrolls of law they found they tore up and burned. Whoever was found with a scroll of the covenant, and whoever observed the law, was condemned to death by royal decree.

খোদায়ী আইন পুস্তক সমূহের এমন কোনো কপি ছিলো না, যা ফেঁড়ে ফেলা বা ভস্মীভূত করা হয়নি। এমন কোনো লোক পাওয়া গেলে যার নিকট এর কোনো কপি সংরক্ষিত আছে বা সে খোদার বিধি-বিধানের অনুসরণ করে (অর্থাৎ ইয়াহুদী), রাজার নির্দেশ অনুসারে তাকে হত্যা করা হতো..!

এতদ্বসত্ত্বেও খ্রিস্টধর্মে বাইবেলে উল্লিখিত অজ্ঞাতনামা লেখকদের রচনাকে অগ্রহণযোগ্য দলীল-প্রমাণের আলোকে হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ তাওরাতের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে...!!

৪. খ্রিস্টান পন্ডিতদের লেখা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার *Biblical Literature* -এর বক্তব্য হলো-

Indeed, until c. AD 150, Christians could produce writings either anonymously or preudonymously - i.e., using the name

TOP

of some acknowledged important biblical or apostolic figure. The practice was not believed to be either a trick or fraud.

১৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে যে কোনো খ্রিস্টান নাম প্রকাশ না করে, অথবা কোনো প্রসিদ্ধ বাইবেলীয় ব্যক্তিত্ব বা যীশুর শিষ্যদের নামে বই লিখতে পারতো। এরূপ কর্মকে ছলচাতুরি বা প্রতারণা বলে গণ্য করা হতো না।

৫. সেন্ট পল মিথ্যা বলার বৈধতা প্রসঙ্গে বলেন, 'কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেনো? (রোমান ৩: ৭) *সূত্র: For if the truth of God has increased through my lie to His glory, why am I also still judged as a sinner? (Romans 3:7; NKJV)*

এ দু'টি সুস্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও বাইবেলের নতুন নিয়মে উল্লিখিত কিছু অজ্ঞাতনামা লেখকদের রচনা এবং সেন্ট পলের চিঠিসমূহকে কোনো গ্রহণযোগ্য দলীল- প্রমাণ ছাড়াই আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে!

তৃতীয় বিষয়: খ্রিস্টধর্মে স্রষ্টা একজন, নাকি তিনজন?

আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদ সম্পর্কে বাইবেলের একটি সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি এমন- "আর অধ্যাপকদের একজন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটি প্রথম? যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত

শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।” দ্বিতীয়টি এই, তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে। এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই।”

অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, ‘বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই; আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করা সমস্ত হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ। তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্তী নও।’ ইহার পরে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। (মার্ক ১২: ২৮- ৩৪) *সূত্র: 28 Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that He had answered them well, asked Him, “Which is the first commandment of all?”29 Jesus answered him, “The first of all the commandments is: ‘Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. 30 And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’ This is the first commandment. 31 And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.” 32 So the scribe said to Him, “Well said, Teacher. You have spoken the truth, for there is one God, and there is no other but He. 33 And to love Him with all the heart, with all the understanding, with all the soul, and with all the strength, and to love one’s neighbor as oneself, is more than all the whole burnt offerings and sacrifices.” 34 Now when Jesus saw that he answered wisely, He said to him, “You are not far from the kingdom*

of God." But after that no one dared question Him. (Mark 12:28-34; NKJV)

আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বাইবেলে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরও খ্রিস্টধর্মে 'ত্রিত্ববাদ' আকীদা *[সূত্র: খ্রিস্টধর্মে ত্রিত্ববাদের সারমর্ম হলো- "একজন ঈশ্বর বিদ্যমান, সম্পূর্ণ পৃথক তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তিনজনের প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর, পিতা ঈশ^র, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্রআত্মা ঈশ্বর । পিতা পুত্র নন, পুত্র পবিত্র আত্মা নন, পিতা পবিত্র আত্মা নন। (http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml)]* মেনে নেওয়া হচ্ছে! অথচ এ ত্রিত্ববাদ আকীদার ব্যাপারে বাইবেলেও কোনো সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী দলীল নেই।

চতুর্থ বিষয়: খ্রিস্টধর্মে ঈসা 'আলাইহিস সালামের অন্তর্ধান: ক্রুশে হত্যা করা হয়েছে, নাকি সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?

ইউহোন্নার বাইবেলে রয়েছে, যীশু বলেন, "তোমরা শুনিয়াছো যে, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি যাইতেছি, আবার তোমাদের কাছে আসিতেছি। যদি তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, তবে আনন্দ করিতে যে, আমি পিতার নিকটে যাইতেছি; কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান। আর এখন, ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর।" *(যোহন ১৪: ২৮-৩০) সূত্র: 28 You have heard Me say to you, 'I am going away and coming back to you.' If you loved Me, you would rejoice because I said, 'I am going to the Father,' for My Father is greater than I. 29 "And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. 30 I*

will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. *(John 14:25-30; NKJV)*

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের এই সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর পরও খ্রিস্টধর্মে (Crucifixion) তথা যীশু (ঈসা 'আলাইহিস সালাম) - কে ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং (The Atonement) তথা 'যীশু ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন' আকীদা পোষণ করা হচ্ছে। *[সূত্র: গালাতীয় ১:৪, ইব্রীয় ৯:১২, রোমীয় ৫:১৮-১৯]* অথচ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পঞ্চম বিষয়: হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুয়ত কি সর্বজনীন, নাকি কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য?

ঈসা 'আলাইহিস সালাম নিজেই বলেছেন, "ঈস্রায়েলকুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহার নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। *(মথি ১৫: ২৪) সূত্র: "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." (Matthew 15:24; NKJV)*

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম কেবল বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন মর্মে বাইবেলে উল্লিখিত সুস্পষ্ট বাণী সত্ত্বেও খ্রিস্টধর্মকে সর্বজনীনতার রূপ দেওয়া হচ্ছে! অথচ এ মর্মে বাইবেলে কোনো গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। উপরন্তু কিয়ামতের পূর্বে যখন ঈসা 'আলাইহিস সালাম আগমন করবেন, তখন তিনি নিজেও আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত অনুযায়ী আমল করবেন।

ষষ্ঠ বিষয়: শেষ নবী কে? হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম, নাকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম বলেন, "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন <u>তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা;</u> জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।" *(যোহন ১৪: ১৫-১৭)* *সূত্র: 15 "If you love Me, keep My commandments. 16 And I will pray the Father, and He will give you another Helper, that He may abide with you forever— 17 the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him; but you know Him, for He dwells with you and will be in you. (John 14:15-17; NKJV)*

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও খ্রিস্টধর্মে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে শেষ নবী মনে করা হয়. . . ! ! অথচ খ্রিস্টধর্মে এ মর্মে কোনো একটি প্রমাণও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে উত্তীর্ণ হতে পারে না।

উল্লিখিত ছয়টি বিষয়ের পর্যালোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছি যে, এ ছয়টি বিষয়ে খ্রিস্টধর্মের আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণে বাইবেলের আলোকেও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই এবং মৌলিকত্বের দিক থেকে প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম কোনোভাবেই পালনীয় নয়, আর না তা পালনের কোনো প্রয়োজন আছে।

কাজেই আমরা খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসীদের নিকট নিবেদন করবো, আসুন আমরা সত্য গ্রহণ করি। কেননা, আমরা বিশ্বাস করি, সকল ধর্মেই সত্য ও ন্যায়ের পথ গ্রহণের আহ্বান করা হয়েছে। এ নির্দেশনা ইসলাম ধর্মে যেমন রয়েছে, তেমনি খ্রিস্টধর্মেও রয়েছে।

You shall not steal, nor deal falsely, nor lie to one another. (Leviticus 19:11; New King James Version)

"তোমরা চুরি করিও না এবং আপন অপন স্বজাতীয়কে বঞ্চনা করিও না ও *মিথ্যা কহিও না।" (লেবীয় ১৯/১১)*

আর সকল আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সত্য, সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য কেবল ইসলাম-ই, এর কোনো বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনোও দ্বীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আল ইমরান; আয়াত নং ৮৫)

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকসমূহ

Old Testament		পুরাতন নিয়ম
1. Genesis	১	আদিপুস্তক
2. Exodus	২	যাত্রাপুস্তক
3. Leviticus	৩	লেবীয়পুস্তক
4. Numbers	৪	গণনাপুস্তক
5. Deuteronomy	৫	দ্বিতীয় বিবরণ
6. Joshua	৬	যিহোশূয়
7. Judges	৭	বিচারকর্তৃগণ
8. Ruth	৮	রূতের বিবরণ
9. 1 Samuel	৯	১ শমূয়েল
10. 2 Samuel	১০	২ শমূয়েল
11. 1 Kings	১১	১ রাজাবলি
12. 2 Kings	১২	২ রাজাবলি
13. 1 Chronicles	১৩	১ বংশাবলি
14. 2 Chronicles	১৪	২ বংশাবলি
15. Ezra	১৫	ইষ্রা
16. Nehemiah	১৬	নহিমিয়
17. Esther	১৭	ইষ্টের
18. Job	১৮	ইয়োব
19. Psalms	১৯	গীতসংহিতা
20. Proverbs	২০	হিতোপদেশ
21. Ecclesiastes	২১	উপদেশক
22. The Song of Solomon	২২	পরমগীত
23. Isaiah	২৩	যিশাইয়
24. Jeremiah	২৪	যিরমিয়
25. Lamentations	২৫	বিলাপ
26. Ezekiel	২৬	যিহিষ্কেল
27. Daniel	২৭	দানিয়েল
28. Hosea	২৮	হোশেয়
29. Joel	২৯	যোয়েল
30. Amos	৩০	আমোষ

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

31. Obadiah	৩১	ওবদিয়
32. Jonah	৩২	যোনা
33. Micah	৩৩	মীখা
34. Nahum	৩৪	নহূম
35. Habakkuk	৩৫	হবক্কুক
36. Zephaniah	৩৬	সফনিয়
37. Haggai	৩৭	হগয়
38. Zechariah	৩৮	সখরিয়
39. Malachi	৩৯	মালাখি

বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তকসমূহ

New Testament	নতুন নিয়ম	
1. Matthew	১	মথি
2. Mark	২	মার্ক
3. Luke	৩	লূক
4. John	৪	যোহন
5. Acts	৫	প্রেরিত্
6. Romans	৬	রোমীয়
7. 1 Corinthians	৭	১ করিন্থীয়
8. 2 Corinthians	৮	২ করিন্থীয়
9. Galatians	৯	গালাতীয়
10. Ephesians	১০	ইফিষীয়
11. Philippians	১১	ফিলিপীয়
12. Colossians	১২	কলসীয়
13. 1 Thessalonians	১৩	১ থিষলনীকীয়
14. 2 Thessalonians	১৪	২ থিষলনীকীয়
15. 1 Timothy	১৫	১ তীমথিয়
16. 2 Timothy	১৬	২ তীমথিয়
17. Titus	১৭	তীত
18. Philemon	১৮	ফিলীমন
19. Hebrews	১৯	ইব্রীয়
20. James	২০	যাকোব
21. 1 Peter	২১	১ পিতর
22. 2 Peter	২২	২ পিতর
23. 1 John	২৩	১ যোহন
24. 2 John	২৪	২ যোহন
25. 3 John	২৫	৩ যোহন
26. Jude	২৬	যিহূদা
27. Revelation	২৭	প্রকাশিত বাক্য

Bibliography

১. কুরআনুল কারীম

২. মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ইদারায়ে আশরাফী, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া

৩. সহীহ বুখারী

৪. সহীহ মুসলিম

৫. সুনানে তিরমিজী

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ

৭. মুসনাদে আহমাদ

৮. দালায়িলুন নবুওয়্যাহ লিল বাইহাকী

৯. আস্সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী

১০. তাবারানী আওসাত

১১. পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৭৩)

১২. কিতাবুল মোকাদ্দাস, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি (২০০৬)

১৩. আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ইবন খলীলুর রাহমান কীরানবী, ইযহারুল হক. (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮)

১৪. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, বাইবেল সে কুরআন তাক, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, (২০১০ঈ. ১৪৩১হি.)

১৫. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কিতাবুল মোকাদ্দাস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম, islamhouse.com (২০১৩)

১৬. শাহীন ম্যাকারিয়াস, তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন (মিসর ১৯০৯)

1. 1 Maccabees 1:56-57; *Revised Standard Version of the Bible.* (National Council of the Churches of Christ, 1971) Accessed May 8, 2018.
2. *Encyclopedia Britannica* (15th Edition; U.S.A. 1990
3. Dr. Arnold Meyer, *Jesus or Paul?* (London, Harper & Brothers, 1909)

4. Montague Rhodes James, "The Acts of Paul", *TheApocryphal New Testament.* (Oxford, Clarendon Press, 1924).
5. BBC, “The Trinity”, Accessed May 8, 2018.http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml.
6. Dr. Maurice Bucaille, *The Bible, The Qur’an, and Science.* Translated by Alastair D. Pannell & the Author. Accessed May 6, 2018. https://www.kalamullah.com/Books/BibleQuranScience.pdf. PDF e-book.
7. David Harris Willson, *King James VI & I.* (London, Jonathan Cape, 1956).
8. Pauline Croft, *King James.* (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2003).
9. Joe Carter, “Report: The Bible in American Life, ” Accessed May 8, 2018. https://www.thegospelcoalition.org/article/report-the-bible-in-american-life/.
10. Johannes Lehmann, *The Jesus Report.* Translated by Michael Heron (London, Souvenir Press, 1971).
11. *The Bible: New King James.* (Thomas Nelson, 1982) Accessed May 8, 2018. https://www.biblegateway.com/versions/New-King-James-Version-NKJV-Bible/.
12. *The Bible: Authorized King James Version.* (Cambridge University Press) Accessed May 8, 2018. https://www.biblegateway.com/versions/Authorized-King-James-Version-AKJV-Bible/.
13. *Revised Standard Version of the Bible.* (National Council of the Churches of Christ, 1971) Accessed May 8, 2018. https://www.biblegateway.com/versions/Revised-Standard-Version-RSV-Bible/.
14. *The Gospel of Barnabas.* Translated by Lonsdale and Laura Ragg (Oxford, Clarendon Press, 1907). Accessed May 8, 2018. https://archive.org/details/thegospelofbarn00unknuoft.

TOP